উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৯,৪০৮.৫০ (+৮৫৫.৩০)

নিফটি : ২৪,১২৫.৫৫ (+২৭৩.৯০)

অধ্যাপকের নামে ভুয়ো প্রোফাইল
সাইবার দুষ্কৃতীর খপ্পরে আইন কলেজের অধ্যাপক। বালুরঘাট আইন কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নান্টু দাসের ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি করে সম্মানহানির চেষ্টা। ▸▸ ৩

ঘাসফুলে অধীর-ঘনিষ্ঠ মোশারফ
তৃণমূলে ফিরলেন অধীর-ঘনিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোশারফ হোসেন। জেলা কংগ্রেস নেতার দলবদলের কথা চাউর হতেই চাঞ্চল্য রাজনৈতিকমহলে। ▸▸ ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩৩°	২৩°	৩৪°	২৬°	৩২°	২২°	৩৩°	২৩°

পাটানি নন তিনি, সত্যিই এক পাটরানি ▸▸ ৮

৮ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 22 April 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 332

বিধাননগরে তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা। সোমবার কলকাতায়। আচার্য ভবনের সামনে।

তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত বৈধ বলায় উত্তেজনা

যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশে ব্যর্থ কমিশন

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : এসএসসির তরফে চাকরিহারা শিক্ষকদের সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় যোগ্য অযোগ্য তালিকা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষকরা অপেক্ষায় থাকলেও সেই আশায় জল ঢালে এসএসসি ভবন। শেষ পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ হল না। তবে আচার্য সদনের দাবি, থার্ড কাউন্সেলিং পর্যন্ত যে সব শিক্ষক রয়েছেন, তাঁরাই একমাত্র বৈধ। সেই খবর আসতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এসএসসি ভবনের বাইরে অপেক্ষারত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা হাতাহাতিতে পৌঁছোয়। ভবনের বাইরের ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন চাকরিহারারা। কেউ কাঁদছেন, কেউ আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, আবার কারওর পরিবারের চিন্তায় মাথায় হাত। তাঁদের দাবি, 'যতক্ষণ না যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হচ্ছে, ততক্ষণ এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে এসএসসি ভবনের ভিতরেই আটকে রাখা হবে।' শেষে শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসি চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি করেন চাকরিহারারা। তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি অফিস ঘেরাও চলবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এদিনই ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় ওএমআর শিট প্রকাশ নিয়ে বুধবার এসএসসির অবস্থান জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের অসন্তোষের মুখে পড়েছে এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে রাজ্য, পর্ষদ, এসএসসির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি বসাক।

ডেডলাইন পেরোতেই ধৈর্যের বাঁধ হারান চাকরিহারা শিক্ষকরা। 'থার্ড কাউন্সেলিং পর্যন্ত যোগ্য' এমন অযৌক্তিক কথা মানতে চাইছেন না কেউ। চাকরিহারা এক শিক্ষিকা বললেন, 'আমরা কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছি না, আমাদের নিয়ে কী করতে চলেছে ওরা। আজ ফাইনালি যোগ্য-অযোগ্য তালিকা হাতে নিয়েই বাড়ি যাব।' চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দিলেন আর এক চাকরিহারা শিক্ষক। বললেন, 'এরা চোর। এদের কথা বিশ্বাস করে ভুল করেছি। তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নড়ব না।' ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ *এরপর দশের পাতায়*

মিলল না সমাধান

- দিন শেষে তালিকা প্রকাশ হল না। তবে আচার্য সদনের দাবি, থার্ড কাউন্সেলিং পর্যন্ত যেসব শিক্ষক রয়েছেন, তাঁরাই একমাত্র বৈধ
- সেই খবর আসতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এসএসসি ভবনের বাইরে অপেক্ষারত শিক্ষক-শিক্ষিকারা
- পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা হাতাহাতিতে পৌঁছোয়। ভবনের বাইরের ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন চাকরিহারারা
- কেউ কাঁদছেন, কেউ আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, আবার কারও পরিবারের চিন্তায় মাথায় হাত

মাত্র ৪ হাজার ধারের জন্য অস্ত্র নিয়ে হামলা

টাকা চাইতে গিয়ে খুন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২১ এপ্রিল : মাত্র ৪ হাজার টাকার জন্য পিটিয়ে খুন করা হল এক পাওনাদারকে। মৃতের পরিবারের দাবি, ধার দেওয়া টাকা চাইতে গিয়ে রোষানলে পড়েন বাগবাড়ি এলাকার আমির শেখ নামে ওই তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের উপকণ্ঠ বাগবাড়িতে।

নিহত পরিবারের অভিযোগ, আক্রমণকারী বোনা শেখ সদলবলে লোহার রড সহ একাধিক অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়। দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন পাওনাদারের ভাই সুরজও। দুইজনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ৫ দিন আগের এই ঘটনায় চিকিৎসারত অবস্থায় সোমবার সকালে মালদা মেডিকেলে মারা যান আমির শেখ (৩৫)। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সোমবার দুপুরে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত তরুণের মা। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

নিহতের আদিবাড়ি মালদা শহরের হায়দারপুর এলাকায়। বছর পাঁচেক আগে তাঁরা সপরিবারে মালদা শহরের উপকণ্ঠ বাগবাড়ির রাজনগরে বসবাস শুরু করেন। আমির শেখ পেশায় রিকশাচালক। এদিন ময়নাতদন্তের পর আমিরের মৃতদেহ হায়দারপুরে আনা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা বুধি বিবি সহ পরিবারের সদস্যরা। আমিরের খুনিদের ফাঁসির দাবি তুলে বুধি বিবির অভিযোগ, 'আমার ছেলে টাকা ধার দিয়েছিল বোনা শেখকে। তাঁর কাছে ৪ হাজার টাকা পেত ছেলে। সেই টাকা কিছুতেই শোধ করছিল না বোনা। গত মঙ্গলবার টাকা চাইতে গেলে সকলে মিলে আমার ছেলেকে মেরে ফেলে। আমরা বিচার চাই।'

নিহতের পরিবারের আরেক সদস্য আইয়ুব হোসেনের অভিযোগ, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ আমির বোনা শেখের কাছে টাকা চাইতে যায়। তারা ওই এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। পাওনা টাকা চাইতে আচমকাই লোহার রড দিয়ে আমিরের মাথায় সজোরে আঘাত করে। ওই সময় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে আমির। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি দুষ্কৃতীরা। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতে মুখে ও সারা শরীরে এলোপাতাড়ি অস্ত্রাঘাত করে।'

পরিবারের সদস্যদের আরও অভিযোগ, দাদাকে মারতে দেখে আমিরের ছোট ভাই সুরজ বাঁচাতে এগিয়ে যান। দুষ্কৃতীরা তাঁকেও মারধর শুরু করে। দুজনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা বাগবাড়ি রাইসমিল সংলগ্ন রাস্তার উপর থেকে দু'জনকেই উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যায়। চিকিৎসারত অবস্থায় আমির সোমবার মারা যান। তাঁর ভাই সুরজের শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

যদিও এই ঘটনা নিয়ে পুলিশকর্তারা মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

নৃশংস এই ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য চার হাজার জন্য এভাবে পিটিয়ে খুন করার ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা ভাবতেই পারছেন না নিহতের পরিবারের লোকজন। শুধু আক্রমণই নন, এলোপাতাড়ি এভাবে অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করার ফলে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক তরুণের। পাঁচদিন আগের ওই ঘটনার অভিঘাত এখনও সামলে উঠতে পারেননি আমিরের পরিজনেরা।

অভিযোগ

- ধার দেওয়া টাকা চাইতে গিয়ে রোষানলে পড়েন বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা আমির শেখ নামে ওই তরুণ
- আক্রমণকারী বোনা শেখ সদলবলে লোহার রড সহ একাধিক অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়
- দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন পাওনাদারের ভাই সুরজও। দুইজনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা
- ৫ দিন আগের এই ঘটনায় চিকিৎসারত অবস্থায় সোমবার সকালে মালদা মেডিকেলে মারা যান আমির শেখ
- অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সোমবার দুপুরে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত তরুণের মা
- ঘটনা নিয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে

কথায় কথায়

দিল্লির সব কমিশনের বঙ্গ দর্শন হাসির খোরাক

আশিস ঘোষ

বেশ কিছু ব্যাপারে কীসের পর কী হবে তা এখন এ রাজ্যের মানুষের কাছে জলভাত হয়ে গিয়েছে। এখানে কোনও একটা বড় কিছু ঘটবে আর তারপর যা যা হবে সব আমাদের মুখস্থ। প্রথমে বিরোধী নেতারা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। পুলিশ মাঝপথে তাঁদের আটকাবে। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়বেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হবে। তারপর হাইকোর্টে গিয়ে পারমিশন নিয়ে সেখানে যাবেন এবং অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাইবেন। নিদেনপক্ষে ৩৫৫। তা নিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ হবে, আইন অমান্য হবে। এর পরের ধাপ রাজভবন। রাজ্যপাল বিবৃতি দেবেন, সাংবাদিক বৈঠক করবেন। অতঃপর তিনিও ঘটনাস্থলে রওনা দেবেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী কী বলবেন, তাও এতদিনে সব্বার জানা। নানারকম নরম হুমকি, গরম বুলি। 'শেষ দেখে ছাড়ব' গোছের হুংকার।

এ পর্যন্ত এখানকার ব্যাপার। এরপর দিল্লি থেকে একে একে আসবে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন। তারপর মহিলা কমিশন। এরপর প্রয়োজনে তপশিলি জাতি উপজাতি কমিশন। তাঁরা ঘুরে দেখবেন। উপদ্রুত এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবেন। সাংবাদিকদের সামনে নানারকম বিবৃতি দেবেন। সে সব ভাষ্য এত পরিচিত যে তাঁরা কী কী বলবেন তাও রাজ্যবাসী আগাম বলে দিতে পারেন। মনে পড়ে সন্দেশখালির কথা? ঘরে ঘরে মা-বোনেদের ঢালাও ধর্ষণের নানা কাহিনী। তখন লোকসভার ভোট দোরগোড়ায়। চতুর্দিকে গেল গেল রব। সেইসঙ্গে শেখ শাহজাহানের নানা কীর্তির ফলাও খবর। ইডি, সিবিআইয়ের দৌড়ঝাঁপ।

সেবারও নয়াদিল্লি থেকে এসেছিল মহিলা কমিশন। তার নেতৃত্বে ছিলেন রেখা শর্মা। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করেছিলেন রাজভবনে বসে। বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। কে এই রেখা শর্মা তা জানিয়ে রাখা যাক। তিনি মণিপুরে মহিলাদের ধর্ষণ, অত্যাচারের অভিযোগ পেয়েও নড়েননি। ই-মেল মারফত নির্দিষ্ট অভিযোগ গেলেও তাঁর কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। শেষে মহিলাদের নগ্ন করে হাঁটানোর ভিডিও ভাইরাল হলে আর চেপে রাখা যায়নি। পরে এক ফাঁকে তিনি গোপনে মণিপুর গিয়ে দুজন মহিলার সঙ্গে কথা বলে তড়িঘড়ি ফিরে এসেছিলেন। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এমনকি এ দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে গতবছর তাঁর মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছিল দেশে-বিদেশে। এহেন রেখা দেবী এখন হরিয়ানার বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ।

তাঁর জায়গায় এখন চেয়ারপার্সন হয়ে মুর্শিদাবাদে তদন্তে এসেছেন বিজয়া রাহাতকর। তিনি ছিলেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহিলা কমিশনের দায়িত্বে। রাজস্থানে দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর ফেসবুক পেজ এখন মুর্শিদাবাদ নিয়ে নানা মন্তব্যে ভর্তি। তাঁর সঙ্গী অর্চনা মজুমদার এখানে বিজেপির হয়ে বিধানসভার ভোটে *এরপর দশের পাতায়*

বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে দাদুকে খুন নাতির

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : ১২ কাঠা জায়গা। আর তা নিয়েই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। দীর্ঘদিন ধরে বসতবাড়ির ওই জায়গা নিজের নামে লিখে দেওয়ার জন্য দাদুর ওপর একাধিকবার চাপ দিচ্ছিল নাতি। এনিয়ে প্রায়শই বিবাদ লেগে থাকত। রবিবার যা চরমে পৌঁছায়। বিবাদ চলাকালীন নিজের দাদুকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল নাতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানা লাগোয়া বিহারের কাটিহার জেলার বলরামপুরে। মৃত প্রৌঢ়ের নাম বিশ্বনাথ রায় (৬৫)। অভিযুক্ত নাতির নাম সুজিত রায় ওরফে গুড্ডু।

বসতবাড়ির জায়গা লিখে না দেওয়ার জের

পুলিশকে মৌখিকভাবে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে। সৎকারের পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিশ্বনাথবাবুর বসতবাড়ির ১২ কাঠা জায়গা রয়েছে। সেই জায়গা লিখে দেওয়ার জন্য একাধিকবার চাপ দিচ্ছিল নাতি সুজিত। রবিবার সন্ধ্যায় দুপক্ষের বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। দাদুকে বাঁশপেটা করে সুজিত। সেইসময় বিশ্বনাথবাবুর চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং *এরপর দশের পাতায়*

রাজ্য সড়কের পাশে 'বিক্রি' হচ্ছে খাসজমি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : দিনের আলোয় প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে চলছে জমি চুরি। রায়গঞ্জ শহর থেকে কর্ণজোড়া হয়ে হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ যাওয়ার রাজ্য সড়কের দুই ধারের খাস জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালী জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে। প্রথমে টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে বড় একটা জায়গা। তারপর ছোট ছোট প্লটে তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে। এভাবেই হাপিস বিস্তীর্ণ খাসজমি।

বছরের পর বছর ধরে এটাই দস্তুর হয়ে উঠেছে রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আর এর জেরেই ফুলেফেঁপে উঠছেন কিছু রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালী জমি মাফিয়ার। এই জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি চাইছেন কমলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষজন। কমলাবাড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটি রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া। এই পঞ্চায়েত এলাকাতেই রয়েছে খোদ জেলা শাসকের দপ্তর থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি দপ্তর ও প্রশাসনিক ভবন। রয়েছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাদের আবাসন। এই পঞ্চায়েত এলাকাতেই তৈরি হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস। বন্ধ হয়ে যাওয়া স্পিনিং মিলের জায়গায় তৈরি হচ্ছে টেক্সটাইল হাব। এছাড়াও কমলাবাড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে বিএসএফের প্রশাসনিক কার্যালয়। ফলে ধীরে ধীরে এই এলাকার ছবিটাই পালটে গিয়েছে। উন্নয়নের হাত ধরে ক্রমেই মহার্ঘ হয়েছে এই এলাকার জমি। তাই ফাঁকা পড়ে থাকা সরকারি জমিকেই টার্গেট করছে জমি মাফিয়ারা। রাতারাতি তা দখল করে চলছে বিক্রি করার পালা। একের পর এক সরকারি জমি দখল করে বিক্রি করে দিচ্ছেন এলাকারই কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি। সরকারি সংশ্লিষ্ট মহলে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না বলে বাসিন্দাদের দাবি। ইতিমধ্যেই কমলাবাড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সরকারি খাস জায়গা জমি মাফিয়াদের দখলে চলে গিয়েছে।

মাফিয়াদের হাত থেকে জমি রক্ষার জন্য একাধিক আন্দোলন করেছেন কমলাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সভানেত্রী সোনা টোপ্পো। তাঁর অভিযোগ, 'বহু জমি এলাকার প্রভাবশালীরা দখল করে বড় বড় ইমারত তৈরি করেছেন। সরকারি জমি দখল করে প্রাচীর দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' *এরপর দশের পাতায়*

কমলাবাড়িতে মাফিয়া দৌরাত্ম্য

রাজ্য সড়কের ধারে জমি দখলের জন্য কাটা হচ্ছে সরকারি গাছ।

বিএসএফ ক্যাম্প তৈরির আশ্বাস সুকান্তর

অর্ণব চক্রবর্তী

জাফরাবাদ (সামশেরগঞ্জ), ২১ এপ্রিল : সামশেরগঞ্জে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে নিগৃহীতদের আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রাজ্য বিজেপির সভাপতি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। আক্রান্তদের অভাব অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তায় আরও বেশি বিএসএফ মোতায়েনের আশ্বাস দিয়েছেন। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে বিএসএফ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে আইনি প্রক্রিয়া মেনেই।

এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ তিনি রতনপুরের ঘোষপাড়ায় আক্রান্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলেন এবং ভেঙে যাওয়া দোকানপাট সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিএসএফ ক্যাম্পের দাবি জানাতে থাকেন তাকে ঘিরে । এক মহিলা বলেন, 'সারারাত তাণ্ডব চলেছে। ঘরবাড়ি সব শেষ, কিচ্ছু নেই। কী করে বাঁচব আমরা?' পুলিশ যে কোনও পদক্ষেপই করেনি, সেটাও তাঁরা জানিয়েছেন। অপর এক মহিলা বলেন, 'আমরা শুধু ভয়ে কেঁদেছি। পুলিশ সব জানে, তাও আসেনি। আমরা যখন মারা যাব, তখন কি পুলিশ আসবে?'

সুকান্ত মজুমদার নিগৃহীতদের আশ্বস্ত করেন। তিনি আশ্বাস দেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। তাঁদের অভাব অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন। এলাকার নিরাপত্তায় বিএসএফ আরও বেশি করে মোতায়েন করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ঘোষপাড়া এলাকা

জাফরাবাদে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন সুকান্ত।

ঘুরে দেখার পর সুকান্ত বলেন, 'রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়েছিলাম, প্রত্যেকের দাবি ছিল, এলাকায় স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প দরকার। রাজ্য পুলিশের উপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাস নেই। আমি রাজ্য সরকারকে আবেদন করব, এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প করার রাজ্য যাতে কেন্দ্রের কাছে তদ্বির করে।' *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

এডিশন স্পেশাল

পাউডার ছিটিয়ে অজ্ঞান করে ছিনতাই

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে, উদ্বেগ স্বাস্থ্য দপ্তরের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : আচ্ছা, আমাদের চারপাশটা কি ধীরে ধীরে 'হেমলক সোসাইটি' হয়ে যাচ্ছে? সকালে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটালেই চোখে পড়ে কোনও না কোনও আত্মহত্যার খবর। এমনকি পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকান থেকে হাটেবাজারে, কারও না কারও আত্মহত্যার খবর নিয়ে চর্চা চলছেই। কিন্তু এত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছেই বা কেন?

আসলে আজকের দিনে সাফল্য পাওয়ার ইঁদুর-দৌড়ে নেমে পড়েছি আমরা প্রায় সবাই। আট থেকে আশি সকলেই শামিল এই প্রতিযোগিতায়। আর এর থেকেই বাড়ছে মানসিক চাপ। বিষণ্ণতা পরিণত হচ্ছে হতাশায়। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই বহু মানুষ বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ। এই তালিকায় পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা প্রায় সমান। যত দিন যাচ্ছে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলছে।

এবিষয়ে জড়িত অনেকের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে। আত্মহত্যায় মৃতের এক আত্মীয় সঞ্জিত শীল বলেন, 'আমার ভাই দু'দিন আগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। ও এমনটা করবে তা ঘুণাক্ষরেও আমরা বুঝতে পারিনি। এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি কোনও প্রচার চালায় আত্মহত্যা কমানোর জন্য, তাহলে হয়তো এই সমস্যা অনেকটাই কমবে।'

বালুরঘাটের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ঋতব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনেকের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা থাকেই। যার অন্যতম কারণ পারিবারিক সমস্যা ও চাপ। লোকের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। সকলেই প্রথম হওয়ার দৌড়ে নেমেছে। কিন্তু চাইলেও তো আর প্রথম হতে পারছে না। এর থেকেই তৈরি হচ্ছে হতাশা। পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষাটাও আজকের দিনে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। যার কারণে এই পথ বেছে নিচ্ছেন অনেকেই।'

বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক দুলাল বর্মনের পর্যবেক্ষণ, 'স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বয়স কম হওয়ায়, তাদের চঞ্চলতা বেশি। খুব অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তারা। ফলে ছোট্ট কারণেই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।'

এমন পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা কমাতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে চালু করা হচ্ছে কাউন্সেলিং পরিষেবা। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন এমন বহু মানুষকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসকরা কাউন্সেলিং করছেন। 'এর ফলে কমবে আত্মহত্যার প্রবণতা,' দাবি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের।

প্রায় দেড়-দু'দশক আগেও যৌথ পরিবারে *এরপর দশের পাতায়*

দক্ষিণ দিনাজপুরের পরিসংখ্যান

- জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বালুরঘাট পুলিশ মর্গে ৪০০টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত হয়েছে
- মাসে এই ধরনের ১০০-১৫০ দেহ ময়নাতদন্ত হয়
- মাসে আত্মহত্যার সংখ্যা ৫০-৭০টি (অল্পবয়সি ২৫-৩০ জন)
- মৃতের আত্মীয়দের বক্তব্য, প্রশাসন যদি প্রচার চালায় আত্মহত্যা কমানোর জন্য, তাহলে এই সমস্যা অনেকটাই কমবে
- যাঁরা আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন তাঁদেরই করা হচ্ছে কাউন্সেলিং
- এটি কোনও সমাধান নয়, কাউন্সেলিং করে বোঝাচ্ছেন চিকিৎসকরা

তথ্য : জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর

সন্ধ্যায় চাপড়ামারিতে চিতাবাঘ দর্শন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রাস্তার মাঝ বরাবর রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাত ৮টা নাগাদ জলপাইগুড়ির পর্যটক গৌরব ঘোষ ও ভাস্কর সরকার ঝালংয়ে বেড়াতে যাওয়ার পথে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। চাপড়ামারির জঙ্গলের রাস্তায় রেলগেটের কিছুটা আগে ওই ঘটনা ঘটে। ওইভাবে যে রাস্তার উপর বুনোটিকে দেখা যাবে তা দুই বন্ধু স্বপ্নেও ভাবেননি। সেই সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাতির গাছের ডাল ভাঙারও শব্দ আসছিল বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। দূর থেকে বিশাল সাইজের চিতাবাঘটিকে দেখেই ভাস্কর গাড়ির গতি কমিয়ে দেন। মোবাইল বের করে সেই দৃশ্যের ভিডিও করেন তাঁরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেও খুব বেশি সময় লাগেনি।

বন দপ্তরের খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'চাপড়ামারি হোক কিংবা অন্য জঙ্গল, প্রতিটি জায়গাই হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সম্বরদের মতো জন্তুদের আদি বাসস্থান। তাই এদের আনাগোনা প্রায়ই লেগে থাকে।'

রাজকীয় মেজাজে শুয়ে চিতাবাঘ। রবিবার রাতে চাপড়ামারির রাস্তায়।

টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি পদে থাকা গৌরবের কথায়, 'চিতাবাঘটির যেন মেজাজই আলাদা ছিল। আমাদের গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তার ডোন্ট কেয়ার ভাব। এই ধরনের দৃশ্যই তো আমাদের ডুয়ার্সের অহংকার।'

চিতাবাঘটিকে দেখে পরে ওই দুজন ঝালং যাওয়াই বাতিল করেন। ফের তাঁরা জলপাইগুড়িতে ফিরে আসেন। গৌরব আরও বলেন, 'এর আগেও লাটাগুড়ির জঙ্গলের রাস্তাতেও আমরা এরকম দুটি চিতাবাঘকে একসঙ্গে দেখেছিলাম। তবে রবিবার রাতের বুনোটি দেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। এদিকে রাস্তায় চিতাবাঘ শুয়ে আছে। তার সঙ্গেই আবার পাশে হাতির গাছের ডাল ভাঙার শব্দও ভেসে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে এলাকাটি তো বুনোদেরই। আমরাই বরং অনুপ্রবেশকারী।'

তাই তিনি সমস্ত চালককে অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন জঙ্গলের রাস্তায় অত্যন্ত ধীরগতিতে গাড়ি চালান।

বক্সায় চারটি হোয়াইট রাম্পড শকুনছানার জন্ম

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্র থেকে বড় সাফল্য পেল বক্সা টাইগার রিজার্ভ। প্রজননকেন্দ্র থেকে এই প্রথম মুক্ত প্রকৃতির কোলে প্রজনন করে ডিম থেকে শকুনের চারটি বাচ্চা জন্মাল। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ২২ মাইল এলাকায় গভীর জঙ্গলে একটি বড় গাছের মগডালের বাসায় চারটি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনের ছানা জন্ম নিয়েছে। যদিও ডিম ফুটে বের হওয়ার পরেই একটি ছানার মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকি তিনটি শকুনছানা প্রকৃতির মাঝেই বেড়ে উঠছে। দূর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ সেগুলির উপর নজরদারি চালাচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন এবিষয়ে বলেন, 'খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে প্রকৃতির কোলে ডিম ফুটে তা থেকে শকুনছানা জন্ম নেওয়া রাজ্য তথা দেশের মধ্যে খুবই বিরল ঘটনা। তাই এটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটা বড় সাফল্য। তিনটে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুনছানা গভীর জঙ্গলে রয়েছে। ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে বক্সার রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্রে মোট ১৭৭টি শকুন রয়েছে। এর মধ্যে হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন ১১১টি, স্লেন্ডার বিল্ড ২০টি এবং লংবিল্ড প্রজাতির ৪৬টি শকুন রয়েছে। অপূর্ব আরও জানান, শেষ অর্থবর্ষে এই প্রথম ওই চারটি শকুন প্রকৃতির মধ্যে জন্মেছে। ৯০-এর দশকে ডাইক্লোফেনাক সহ আরও কয়েকটি ব্যথানাশক ওষুধ প্রয়োগ করায় গবাদিপশুর মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহে বিষক্রিয়া ঘটে। সেই মাংস খাওয়ার ফলে শকুনের দেহেও ওই বিষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ফলে পরিবেশ থেকে শকুন নিশ্চিহ্ন

বক্সার আকাশ উড়ছে শকুন।

হতে শুরু করে। এরপর শকুন প্রায় হারিয়ে যায়। তারপরেই কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথভাবে শকুন সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। শকুনের সংখ্যা বাড়াতে রাজাভাতখাওয়ায় একটি প্রজননকেন্দ্র তৈরি হয়। ২০০৬ সাল থেকে কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল।

২০১৯-'২০ সাল থেকে এই প্রজননকেন্দ্রের শকুন প্রকৃতিতে ছাড়া শুরু হয়। ২০২৩-'২৪ সালে ৩১টি হোয়াইট রাম্পড প্রজাতির শকুন বক্সার প্রকৃতির কোলে ছাড়া হয়। প্রকৃতির পাশাপাশি গত অর্থবর্ষে এই প্রজননকেন্দ্রের খাঁচার ভিতরেও ডিম ফুটে আরও ১১টি শকুনছানা জন্ম নিয়েছে। প্রকৃতিতে ছাড়া সমস্ত শকুনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে স্যাটেলাইট রেডিও কলার লাগিয়ে দিয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ।

আজ টিভিতে

কেমন কাটবে রাইয়ের আগামী দিন? **মিঠি ঝোরা** রাত ১০.১৫ জি বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ১০.০০ জীবন যুদ্ধ, ১২.৩০ মিনি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আপন পর, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.১৫ প্রতিকার, সন্ধে ৭.১৫ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.১৫ রণক্ষেত্র, ১.০০ দেবদূত
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.০৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারণ কবি মুকুন্দদাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪০ রক্ষা বন্ধন, ২.৫৮ বিজয় : দ্য মাস্টার, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ওয়ারিয়র, ১১.৩০ পাওয়ার প্লে
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.৫৩ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৩.৪০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৬.১৯ ডেয়ারিং রাখওয়ালা, রাত ৮.০০ রাউডি রক্ষক, ১১.০৬ রিটার্ন অফ রাজু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ রাজি, বিকেল ৩.২৭ তুফান, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ গল্লি বয়, ১১.৪২ কহানি-টু
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৩.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ৫.১৫ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, সন্ধে ৬.৪৫ স্পাইডার ম্যান, রাত ৮.৪৫ রকি, ১০.৪০ চাইল্ডস প্লে

বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম
রাত ১০.০৫ **জলসা মুভিজ**

গল্লি বয় রাত ৯.০০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য বুক অফ লাইফ
বিকেল ৪.২৯ **রমেডি নাউ**

জীবন যুদ্ধ রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

বেড়ে গেল পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নম্বর

শিক্ষকের অভাবে দুর্দশা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২১ এপ্রিল : কোর্টের নির্দেশের পরও চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকরা স্কুলে আসছেন না। এরই মাঝে স্কুলের তিনটি সামেটিভ পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে পর্ষদ। এতে চাপ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। পাঠক্রম পরিবর্তন না হলেও নম্বর বাড়ায় বাড়ছে প্রশ্ন সংখ্যা। এর জন্য বাড়াতে হবে ক্লাসের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরি বাতিলের জেরে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা কমায় কীভাবে ক্লাসের সংখ্যা বাড়বে, তা নিয়ে দিশেহারা স্কুলগুলি।

আগে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ পরীক্ষা হত যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ৫০ নম্বরের। অর্থাৎ মোট ৭৫ নম্বরের। সেখানে বর্তমানে নতুন নম্বর বিভাজনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৫০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে যেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামেটিভ যথাক্রমে ১৫, ২৫ ও ৭০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১১০ নম্বরের হত, এখন সেখানে ৩০, ৫০ ও ৭০ নম্বর অর্থাৎ মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড)

করতে বলেছে। এই সার্বিক প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শিক্ষাবর্ষে তার আচরণগত মূল্যায়ন থেকে শুরু করে বিগত কোনও সামেটিভে কোনও দুর্বলতা থাকলে তা নির্ণয় করে সেই দুর্বলতা কতটা কাটিয়ে ওঠা গেল, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।

এই নির্দেশিকার পরই চাপ বেড়ে গিয়েছে স্কুলগুলির। তার ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি বাতিল। সিলেবাস শেষ হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্লাস কতটা হবে তা নিয়ে পড়ুয়াদের মতোই অভিভাবকরাও চিন্তিত। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া অনুষ্কা দেবনাথের কথায়, 'সারা বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা ভোটের জন্য দীর্ঘ সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। বাকি সময়ে যতটুকু ক্লাস হয় তাতে সিলেবাস শেষ হয়ে ওঠে না। তার ওপর এবছর থেকে প্রতিটি সামেটিভে নম্বর বেড়ে যাওয়ায় আরও বেশি প্রশ্ন থাকছে। তার জন্য বেশি ক্লাসের প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে স্যরদের মুখে চাকরি বাতিলের খবর শুনছি, তাতে সিলেবাস শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।' একই বক্তব্য এক অভিভাবক রমা রায়েরও।

পর্ষদের নতুন নির্দেশে চিন্তায় পড়েছে দিনহাটা মহকুমার স্কুলগুলিও। যেমন নয়ারহাট হাইস্কুলে পড়ুয়া অনুপাতে শিক্ষক থাকার কথা ছিল ৫০ জন। সেখানে ৩০ জন শিক্ষক দিয়েই স্কুল চলছিল। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সাতজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। বর্তমানে সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ২৭। প্রধান শিক্ষক তাপস সরকার বলেন, 'সামেটিভে নম্বর বাড়ায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াটাই স্বাভাবিক। ফলে আরও বেশি ক্লাস প্রয়োজন। শিক্ষক সংকটের জেরে সেই ক্লাস করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

একই সমস্যায় ওকরাবাড়ি আলাবক্স হাইস্কুলও। তাদের পাঁচজন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব বলেন, 'শিক্ষক সংকটে সমস্যা তো কিছুটা হবেই। বিশেষ করে এবছর সার্বিক প্রগতিপত্র তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা বাড়বে।'

এদিকে, নতুন নম্বর বিভাজন ব্যবস্থায় শিক্ষকের সংকট যে সমস্যা তৈরি করবে তা মেনে নিয়েছেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জয়ন্ত অধিকারী। তাঁর কথায়, 'চাকরি বাতিলের জেরে বেশ কয়েকটি স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে সমস্যা কিছুটা হবে। তবে আইনি জটিলতা কাটলে সমাধান হতে পারে।'

নতুন সমস্যা

- আগে পঞ্চম শ্রেণির তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হত মোট ৭৫ নম্বরের, এখন থেকে হবে মোট ১০০-তে
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আগে তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন মোট ১১০ নম্বরের। এখন ১৫০ নম্বরের হবে
- সেইসঙ্গে এবছর থেকে পর্ষদ স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বিক রিপোর্ট কার্ড (হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড) করতে বলেছে

নীলগাই উদ্ধার

বাগডোগরা ও ফাঁসিদেওয়া, ২১ এপ্রিল : ঘোষপুকুরের কাছে মতিধর চা বাগানে রবিবার একটি পূর্ণবয়স্ক নীলগাইয়ের দেখা মেলে। ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করতে গেলে অসফল হন। সোমবার সকালে ফের ওই নীলগাইয়ের দেখা মেলে চা বাগানে। দুপুরের দিকে নীলগাইটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে সেটিকে কার্সিয়াং বন বিভাগের পানিঘাটা রেঞ্জের ফুটহিল বনাঞ্চলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা। ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেন, 'আমাদের অনুমান নীলগাইটি নেপাল থেকে এসেছে।'

পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকের ছায়া উত্তরে

নাগরাকাটা, ২১ এপ্রিল : রোমান ক্যাথোলিকদের শীর্ষ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তরবঙ্গের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। সোমবার ভ্যাটিকান সিটি থেকে পোপের প্রয়াণের নিশ্চিত খবর পৌঁছানো মাত্রই উত্তরের নানা জেলার চার্চগুলিতে শুরু হয় বিশেষ প্রার্থনা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় বাইবেল পাঠের আয়োজন করা হয়। যিশুর চরণে পোপের ছবি রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন চার্চে সমবেত হওয়া প্রত্যেকেই। মোমবাতিও জ্বালানো হয় চার্চগুলিতে।

জলপাইগুড়ির ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথিড্রালের বিশপ ক্লেমেন্ট তিরকির ভিকার জেনারেল বা সহকারী ফাদার দয়া কিশোর বারোয়া বলেন, 'প্রভু যাতে আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে পারার শক্তি প্রদান করেন, সেই প্রার্থনাই তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।' ১ মে ওই মহাচার্চের বিশপ পদে অভিষেক হতে চলেছেন ফাদার ফেবিয়ান টোপ্পোর। তিনিও এদিন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নাগরাকাটার চম্পাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চের ফাদার সমীর তিরকি বলেন, 'আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার পর পোপের স্মৃতিতে মঙ্গলবারও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।' মালবাজারের চার্চ আওয়ার লেডি অফ রোজারির প্রবীণ সদস্য তেজকুমার টোপ্পোর কথায়, 'পোপের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।' নর্থবেঙ্গল অল ডুয়ার্স ক্রিশ্চান মাইনরিটি অর্গানাইজেশনের সভাপতি সন্তোষ গুরুং বলেন, 'এ আমাদের চরম দুঃখের মুহূর্ত।' পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন লাতিন আমেরিকান। এরপর নয়া পোপ এশিয়া থেকে কেউ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারত, রাঁচি, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো কোনও স্থানের কার্ডিনালদের কেউ ওই সর্বোচ্চ আসনে আসবেন কি না, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনেকে।

Kendriya Vidyalaya Gc Crpf Siliguri

It is hereby informed that some vacancies are available in OBC (NCL) Category for class-1 for session (2025-26). The registration form can be downloaded from Vidyalaya website https:// crpfsiliguri.kvs.ac.in/ Parents may submit registration form along with all supporting documents. Last date to submit the Registration form is 25/04/2025, 1:40 PM. For detailed information, see the Vidyalaya website : **www.crpfsiliguri.kvs.ac.in.**

PRINCIPAL

NOTICE
State of West Bengal
VS
Dhiren Chandra Dutta

This is for information that first Appeal No 23 of 2024 filed before the Hon'ble Circuit Bench Jalpaiguri challenging the decree and Judgment dated 17.08.2009 passed by the Additional District & Session Judge, District Court Darjeeling in respect of Misc. case 61/95. Accordingly several notices were issued but no one appeared on behalf of opposite party. This matter is running since long and the same is pending before the Jalpaiguri Circuit Bench, High Court Calcutta. So kindly ensure the presence on behalf of decree holder and respondent.

Ram Chandra Guichait
Advocate High Court,
Calcutta.

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবাণীর মধ্যে সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ

ট্রেন নং- **04094** আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৪-০৪-২০২৫ থেকে ১০-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং- **04093** যোগবাণী থেকে ২৬-০৪-২০২৫ থেকে ১২-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ১২টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	---	২৩.৫৫	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬.০০	---	রবি
শুক্র	০৯.০০	০৯.১০	লখনউ	০৭.৩৫	০৭.৪৫	
শনি	০৪.১০	০৪.২০	কাটিহার জং.	১২.২০	১২.৩০	শনি
	০৪.৫৩	০৪.৫৫	পূর্ণিয়া	১১.০৮	১১.১০	
	০৫.৩৮	০৫.৪০	আড়ারিয়া	১০.১৮	১০.২০	
	০৬.৩০	০৬.৩৫	ফোর্বেসগঞ্জ	০৯.৫০	০৯.৫৫	
	০৭.৩০	-	যোগবাণী	-----	০৯.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, উন্নাও জং., সুলতানপুর জং., জৌনপুর সিটি, বারাণসী জং., আউনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপরা জং., হাজিপুর জং., শাহপুর পাটোরি, বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।

গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (পনেরো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং এসএলআর (দুই) - ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice Inviting Tender (NIT)
ABRIDGED NIT-01 of 2025-2026

Sealed Tender in two bid system is invited for Demolishing two nos. Defunct Structure at RRSS, OAZ, UBKV, Mathurapur, Malda. Last date of submission is 12/05/2025 upto 2.00 p.m. Visit www.ubkv.ac.in for details.

Sd/-
Registrar (Actg.)
Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakim Para, Siliguri - 734001
NIet No.- 01-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 1 to 6
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 28.04.2025 (server clock)
Date & time Schedule for Bids of Work Sl No - 7&8
Start date of submission of bid : 22.04.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 05.05.2025 (server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP
District Engineer
Siliguri Mahakuma Parishad

NOTICE

Ref: Notice : No.-01/ SRMC/2025-2026, Memo No. 215/SRMC dated 21/04/2025 (2nd Call) on behalf of Siliguri Regulated Market Committee (SRMC) invites for distribution of 25 nos. of Stall at Bhalomanshi Hat of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.

Last Date of Submission of E.O.I : 13.05.2025 up to 2:00 P.M.

Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

বিক্রয়

শিশাবাড়ি সরুগাঁও (জটেশ্বর থেকে 2 Km পশ্চিমে দূরত্ব) 7.5 বিঘা রেকর্ডেড ধানিজমি বিক্রয় হইবে। M : 7063082033. (C/116069)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছর বয়স্ক সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9800745510.(C/116185)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেটিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116069)

•

কোম্পানিতে কাজ করার জন্য 10 জন ছেলে চাই, বেতন 11,000/- ও সিকিউরিটি গার্ড চাই, বেতন 12,500/-। (M) :- 97755 39686. (C/116070)

•

Black & Biege Bistro requires Manager, Coock, Helpers for a Siliguri based Cafe near Don Bosco More, PBR Tower. Call : 8240125779, 9123601543. (C/116070)

অ্যাফিডেভিট

আমার পাসপোর্ট নং M 8746513 নাম ভুল থাকায় গত 25-03-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ratan Chandra Ray এবং Ratan Chandra Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড়রাংরস, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114691)

•

I, Kumar Chhetri, S/o. Late Harka Bahadur Chhetri, R/o Deokota Toll, PO & PS: Jaigaon, Dist : Alipurduar, hereby cancel & revoke the mutual agreement executed between myself, my wife & daughter, vide Sl. No 24/23, dated 30.05.2023, authenticated before Notary Public, GC Sikder, Alipurduar by executing a new affidavit before the Notary Public, Alipurduar, vide SL No. 368, dated 17.04.2025. (C/115533)

Affidavit

I Mani Kumar Limboo, son of Late Harka Bahadur Limboo, resident of Bagdogra Darjeeling. I declare that my wife Smt. Tara Limboo her DOB is 20.10.1990 as per affidavit No.939 date- 07.03.2025 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st class 2nd i.e court at Siliguri. That DOB of my wife Tara Limboo has been wrongly recorded in my service book/document, pension documents & my aforesaid P.P.O as 20.10. 1989 in place of 20.10.1990. (C/116186)

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

Wanted Teacher

Wanted Teacher for Fine Arts, Qualification- Master's Degree in Fine arts (Drawing/Painting), Fluency in English & Hindi is must, apply with C.V along with copies of Testimonials in PDF format to the below mention email id within 4 days

hbv_slg@yahoo.com

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শারীরিক কারণে বেশকিছু অর্থ ব্যয় হবে। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** রাজনৈতিক নেতারা বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। **মিথুন :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। **কর্কট :** নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ নিতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কন্যা :** নতুন কোনও জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। **তুলা :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। পেটের অসুখে সমস্যা। **বৃশ্চিক :** পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আজ আলোচনা। নতুন চাকরির সুযোগ। **ধনু :** পথে চলতে সাবধান থাকুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মকর :** প্রেমের সম্পর্কে মান অভিমানের পালা চলবে। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **কুম্ভ :** সন্তানের পড়াশোনার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **মীন :** পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল, ২০২৫, ৮ বহাগ, সংবৎ ৯ বৈশাখ বদি, ২৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৫।৫৭। মঙ্গলবার, নবমী দিবা ১।০। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮।৪। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৫।৫। গরকরণ দিবা ১।০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।৫১ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৫০ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১২।২২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৮।৪৭ গতে ৯।৫০ মধ্যে বৃশ্চিকলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৫৬ গতে ১২।২২ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর সপিণ্ডন। বসুন্ধরা দিবস। বিশ্ব দিবস (২২ এপ্রিল)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩। ২৭ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পড়ন্ত বিকেলে আত্রেয়ীতে মাছ ধরে অবসর যাপন। সোমবার বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

বাইকের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকাগামী রাজ্য সড়কে রাঙাইপুর ডগলা ব্রিজের কাছে। মৃতের নাম মহম্মদ মুসলিম (৫৫)। বাড়ি বিতল গ্রামে।

মহম্মদ মুসলিম এলাকার একটি বাজার থেকে ছাগল কিনে সাইকেলে দৌলতপুর থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। অপরদিক থেকে একটি বাইক বেপরোয়া গতিতে এসে সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন বৃদ্ধ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসক চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করলে পরিবারের সদস্যারা মালদার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার

ডোমকল, ২১ এপ্রিল : পাচার করার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ উদ্ধার সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ইন্দো বাংলা সীমান্তের মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার অন্তর্গত পথপাড়া মোড় এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম হোসেন শেখ। জানা গিয়েছে, পথপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরির সময় একজনকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। ধৃতের বাড়ি সাগরপাড়ার চর কাকমারি এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে সোমবার বহরমপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে চার দিনের পুলিশ হেপাজতএর নির্দেশ দেন।

হোসেনপুরে বাড়িতে চুরি

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : বাড়ি ফাঁকা রেখে শ্বশুরবাড়িতে ঘুরতে যাওয়ায় কাল হল। বাড়ি ফিরে চুরির ঘটনার সাক্ষী হতে হল এক গৃহস্থকে। বালুরঘাট শহর লাগোয়া হোসেনপুর এলাকার ঘটনা। গৃহস্বামী শংকর সাহা বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলেন, প্রাথমিকভাবে ৩০ গ্রাম সোনা কিছু রূপোর অলংকার, ল্যাপটপ ইত্যাদি খোয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। চোরেরা প্রত্যেকটা ঘরেই তাণ্ডব চালিয়েছে। আরও কি চুরি গেছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। গত ১৮ তারিখে পরিবার সহ শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেই এমন চুরির ঘটনা নজরে এল।

মানবাধিকার কমিশনে লাঠিচার্জের নালিশ

পুলিশের পক্ষে তৃণমূলের মিছিল

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক এবং বালুরঘাট থানার পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নালিশ জানাল জেলা বিজেপি। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ডিআইজি, কেন্দ্রীয় তপশিলি জাতি কমিশন ও কেন্দ্রীয় তপশিলি উপজাতি কমিশনেও ওই ব্যাপারে নালিশ জানিয়েছেন বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। তিনি এই ঘটনার তদন্ত সহ অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

গত শনিবার বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে রবিবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত রুজু হওয়া ওই মামলার তদন্তে নেমে চকভৃগু এলাকার এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃত সন্তু সরকার নামে ওই বিজেপি কর্মীকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়েছে। এরপরই সোমবার পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করল বিজেপি।

যদিও পুলিশকে সমর্থন করে সোমবার রাস্তায় নামল তৃণমূলের বালুরঘাট শহর কমিটি। এদিন বালুরঘাট থানার সামনে ধিক্কার পথসভা করে বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার নিন্দা ও পুলিশকে সমর্থন করা হয়। বালুরঘাট শহর সভাপতি প্রীতম রাম মণ্ডলের অভিযোগ, 'বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে গত ১৯ এপ্রিল বিজেপি পার্টির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মহিলা কর্মী সহ পুলিশ প্রশাসনের উপর যে নির্মমভাবে হামলা করা হয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করা হয়েছিল। তার প্রতিবাদেই এদিন আমাদের কর্মসূচি।'

এবিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর দাবি, 'আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। পুলিশি মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের মাথায় আঘাত লেগেছে। মাথায় রক্ত জমাট বেঁধেছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও অনেক নেতা-কর্মী জখম হয়েছেন। উলটে আমাদের বিরুদ্ধেই মিথ্যে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আমরা সমস্ত বিষয়টি লিখিতভাবে রাজ্য পুলিশের হেডকোয়ার্টার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহ নানা জায়গায় তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানিয়েছি।'

যদিও এ প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'পুলিশের উপর হামলার মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়েছে। বিজেপির তরফ থেকে কোনও অভিযোগ আমরা পাইনি।'

দলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে নিয়ে ক্ষোভ

শেখ পান্না

রতুয়া, ২১ এপ্রিল : পঞ্চায়েত তৃণমূলের। অথচ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে নিয়ে ক্ষোভ দলেই। দলের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে শীর্ষনেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। অভিযোগ করেছে বিভিন্ন মহলে। এই কাদা ছোড়াছুড়ি রতুয়া-২ নম্বর পঞ্চায়েতে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সভাপতি।

রতুয়া-২ নম্বর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ নইমুদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমিরুদ্দিন দলের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। বিরোধী দলের সদস্যদের ভোটাভুটিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বীরভূমের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ভোটার কার্ডের ঠিকানা রতুয়া-২ নম্বর ব্লকের পিরগঞ্জের। তার দৌলতে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।'

নইমুদ্দিন আরও বলেন, 'আমিরুদ্দিনের জন্য এলাকার উন্নয়ন থমকে রয়েছে। উনি কোনও বৈঠকে হাজির থাকেন না। ব্লক প্রশাসন ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার হুমকি দেখিয়ে উন্নয়ন আটকে রেখেছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি এবং অন্য কর্মাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। আর উনি আমাদের সম্পর্কে ভাঙন ধরাতে উঠেপড়ে লেগেছেন। আমরা রাজ্য নেতৃত্ব এবং জেলা শাসককে লিখিত জানিয়েছি।' তাঁর বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান। অথচ তাদের দলের সদস্যরাই আমিরুদ্দিনকে ভোট দিয়েছিলেন। আবদুল মান্নান বলেন, 'আমাদের নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন আমিরুদ্দিন। দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতে কোনও কাজ হচ্ছে না। তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সভাপতির বিরুদ্ধে তার দলেরই কর্মাধ্যক্ষরাই ক্ষিপ্ত। স্কিম করে দেওয়ার নামে কাটমানি খাচ্ছেন আমিরুদ্দিন। তৃণমূল কেন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না, জানি না। ইচ্ছা করলেই সরিয়ে দিতে পারে।'

> আমিরুদ্দিনের জন্য এলাকার উন্নয়ন থমকে রয়েছে। উনি কোনও বৈঠকে হাজির থাকেন না। ব্লক প্রশাসন ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার হুমকি দেখিয়ে উন্নয়ন আটকে রেখেছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি এবং অন্য কর্মাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি।
>
> **মহম্মদ নইমুদ্দিন,** পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আমিরুদ্দিন। বলেন, 'আমি দায়িত্বশীল লোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। অনিয়ম হলে আমি তাতে বাধা দেবই। ঠিকাদার নিয়ম মেনে কাজ করছেন না। যাঁরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, তারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত।'

তিনটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

পুরাতন মালদা ও পতিরাম, ২১ এপ্রিল : সোমবার সকালে পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরে একটি বাড়ি থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম পাকালু হেমরম (৩৭)। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। একই দিনে সাহাপুরের বাজারপাড়া কালীবাগান থেকে উদ্ধার হয়েছে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম জিৎ ঘোষ (১৯)। অপরদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় পতিরাম থানার অন্তর্গত নাজিরপুর থেকে ষাটোর্ধ্ব বয়স্কা মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম মিনতি সরকার।

পুলিশসূত্রে খবর, গোবিন্দপুরের পাকালু হেমরমের স্বামী চন্দ্রায় কিস্কু রবিবার পাশের গ্রামে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। এদিন সকালে শোয়ার ঘর থেকে পাকালুর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

এদিকে, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর বাজারপাড়া কালীবাগান এলাকায় সোমবার সকালে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। মৃতের নাম জিৎ ঘোষ (১৯)। ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে ছিলেন। অভিযোগ, জিৎ শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস লাগায়। পরিবারের লোকেরা বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি শুরু করেন। সাড়া না পাওয়ায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখেন জিতের ঝুলন্ত দেহ। পরে মালদা থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

মৃতের বাবা মহাদেব ঘোষ জানান, তিনি সকালে কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে দেখেন ছেলের শোয়ার ঘর বন্ধ। ডাকাডাকি করেও সাড়া না পাওয়ায় প্রতিবেশীদের ডেকে পাঠান। দরজা ভেঙে দেখেন ছেলের ঝুলন্ত দেহ।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রনি ঘোষ বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করছে। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছি।'

অপরদিকে পতিরাম থানার অন্তর্গত নাজিরপুরে রবিবার সন্ধ্যায় ষাটোর্ধ্ব এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। মৃতার নাম মিনতি সরকার। পরিবার জানিয়েছে, সন্ধ্যায় বাড়ির সিঁড়ির ঘরে মিনতিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পতিরাম পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বিয়ে রুখল প্রশাসন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদা জেলা চাইল্ড লাইনের সহযোগিতায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত দৌলতপুর পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বিয়ে আটকে দিল হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ প্রশাসন। বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আগামী মঙ্গলবার। অপরিণত বয়সে মেয়েটিকে পরিবার বিয়ে দেবে না। এই মর্মে পুলিশ প্রশাসন এবং চাইল্ড লাইনকে পরিবারের তরফে মুচলেকা দেওয়া হয়।

জেলা চাইল্ড লাইনের আধিকারিক বিকাশ রাম জানান, 'রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে এই বিয়ে বন্ধ করিয়েছি। পরিবারের থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। একটি সেন্ট্রাল পোর্টালের মাধ্যমে ওই নাবালিকার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জমা রাখব। ১৮ বছর আগে মেয়েটির যাতে বিয়ে না হয়, সে ব্যাপারে ব্লক প্রশাসনকে নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে।'

অশ্লীল মেসেজে সম্মান নষ্ট, থানায় অভিযোগ

অধ্যাপকের নামে ভুয়ো প্রোফাইল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : সাইবার দুষ্কৃতীর খপ্পরে এবার আইন কলেজের অধ্যাপক। বালুরঘাট আইন কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নান্টু দাসের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি করে সম্মানহানির চেষ্টার অভিযোগ উঠল বালুরঘাটে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই অধ্যাপক। বিষয়টি নজরে পড়তেই রবিবার বিকেলে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আতঙ্কিত ওই অধ্যাপক।

বালুরঘাট আইন কলেজের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। সেই কলেজে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত নান্টুবাবু। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সহকর্মী সকলেরই প্রিয়। তারই ভুয়ো প্রোফাইল বানানো হয়েছে ইনস্টাগ্রামে। যেখান থেকে অনবরত একাধিক ছাত্রছাত্রীকে অকথ্য ভাষায় মেসেজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি সহকর্মীদের খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ওই প্রোফাইল থেকে। এখানেই রেহাই দেয়নি সাইবার দুষ্কৃতীরা। ওই ভুয়ো প্রোফাইল থেকে ধর্ষণের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যে প্রোফাইলে ছবি দেওয়া রয়েছে শিক্ষক নান্টুবাবুর। ঘটনায় যথেষ্টই ভীত ওই শিক্ষক। অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। তার সামাজিক পরিচিতি খারাপ করার জন্যই দুষ্কৃতীরা এমনটা করছে বলে অধ্যাপকের দাবি।

> কলেজেরই কোনও পড়ুয়া বা অন্য কেউ আমার বদনাম করার জন্য এমন চক্রান্ত করছে। আমার একটাই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। কিন্তু একটি পুরোনো ছবি নিয়ে ভুয়ো প্রোফাইল খুলে ছাত্রছাত্রীদের অশ্লীল মেসেজ করা হচ্ছে। ভাবমূর্তি নষ্ট করার কুমতলবেই এমনটা করা হচ্ছে।
>
> **নান্টু দাস,** অধ্যাপক, বালুরঘাট আইন কলেজ

বালুরঘাট আইন কলেজের অধ্যাপক নান্টু দাস বলেন, 'কলেজেরই কোনও পড়ুয়া বা অন্য কেউ আমার বদনাম করার জন্য এমন চক্রান্ত করছে। আমার একটাই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। কিন্তু একটি পুরোনো ছবি নিয়ে ভুয়ো প্রোফাইল খুলে ছাত্রছাত্রীদের অশ্লীল মেসেজ করা হচ্ছে। ভাবমূর্তি নষ্ট করার কুমতলবেই এমনটা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পরিচিতদের অন্য কোনও প্রোফাইল থেকে খারাপ মন্তব্য গেলে সাইবার ক্রাইমে যাওয়ার কথা বলেছি। আমার পাশাপাশি কলেজেরও সুনাম নষ্ট হচ্ছে।'

বালুরঘাট সদর ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ জানান, 'ওই শিক্ষকের লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পারিবারিক বিবাদের জেরে গুজব, ধৃত চার

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মাটি নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন সুভাষগঞ্জের বাসুদেবপুর এলাকায়। দুই পরিবারের মারামারিতে জখম হয়েছেন উভয় পক্ষের কয়েকজন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে।

জখমদের নাম বিধান মজুমদার, রিতা মজুমদার, ফণীভূষণ মজুমদার ওরফে বিদ্যুৎ। অন্যদিকে, অপর পক্ষের রূপসানা খাতুন নামে এক গৃহবধূর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতরা সকলেই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রূপসানাদের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রতিবেশী বিধান মজুমদারের স্ত্রী মাথায় করে মাটি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ঝুড়ি থেকে রাস্তায় মাটি পড়তে থাকে। বাড়ির সামনে মাটি পড়ে নোংরা হওয়ায় প্রতিবাদ করেন রূপসানা। তা নিয়েই দুই পরিবারের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, রূপসানা খাতুনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পালটা বিধান মজুমদারের পরিবারকেও মারধর দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, 'চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার ফেসবুক পেজে একটি সতর্কতামূলক পোস্ট করে জানানো হয়, 'রায়গঞ্জ থানা এলাকার বাসুদেবপুরে রাস্তা বানানোর সরকারি মাটি তোলাকে কেন্দ্র করে আজ দুই পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং মারামারি হয়, যাতে দুই সম্প্রদায়ের দুই পরিবারের লোকেরাই সামান্য আহত হয়। রায়গঞ্জ থানা খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং দুই পক্ষের দু'জন করে ব্যক্তিকে আটক করে। এলাকা সম্পূর্ণ শান্ত রয়েছে এবং পুলিশি টহল চলছে।'

পুলিশের অভিযোগ, 'এই পারিবারিক বিবাদকে ঘিরে কোনও কোনও মহল থেকে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার করে সাম্প্রদায়িক অশান্তি তৈরির অপচেষ্টা চলছে। যে বা যাঁরা এটা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গুজবে কান না দেওয়ারও অনুরোধ জানানো হয়েছে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশের তরফে। ঘটনায় আহত বিধান মজুমদার বলেন, 'অভিযুক্তরা আমাদের বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে ওরা। বাড়ির জিনিসপত্রও লুঠ করেছে।' অন্যদিকে, জখম রূপসানা খাতুন বলেন, 'ওরা যে ধরনের অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে।'

বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে মৃত্যু পরিযায়ীর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : বাড়িতে এতটাই অভাব যে ছেলেকে বাধ্য হয়ে ভিন রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন বাবা। আর সেই ছেলে অকালে চলে যাবে, সেটা না বাবা মা কল্পনা করতে পারছেন, না বাড়ির লোক, না এলাকার বাসিন্দারা।

ভিন রাজ্য কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুরের ভিঙ্গল গ্রামের পরিযায়ী রাকিবুল ইসলামের (১৭)। তিনি দিল্লির একটি কারখানায় কাজ করত। গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিল রাকিবুল। রক্তবমিও করে। দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল নাবালক পরিযায়ী। গত শনিবার একজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য দিল্লি থেকে রওনা দেয় রাকিবুল। গতকাল আসার পথে ট্রেনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মজফফরপুর স্টেশনে ট্রেনের মধ্যেই মৃত্যু হয় রাকিবুলের। এদিন সকালে দেহ গ্রামে ফেরে।

হরিশ্চন্দ্রপুর

ছেলের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে বাবা আব্দুল সিদ্দিকী। তিনি টোটোচালক। আফসোস করছেন রোজগারের জন্য রাকিবুলকে ভিন রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ায়। আব্দুল সিদ্দিকী বলেন, 'এক ভাই এবং এক বোন। রাকিবুল বড়। বাড়িতে চরম অভাব রয়েছে। তাই, ছেলেকে কাজের জন্য বাইরে পাঠিয়েছিলাম। এইভাবে ছেলেকে হারাতে হবে ভাবতেই পারছি না।'

স্থানীয় শিক্ষক রফিকুল আলম বলেন, 'এলাকায় কাজের অভাব রয়েছে। তাই বুড়ো থেকে বাচ্চারাও রোজগারের আশায় এখন ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। ফিরছে কফিনবন্দি হয়ে। অথচ নির্বিকার এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন। কর্মসংস্থানের কোনও উদ্যোগ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।'

খবর পেয়ে সকালেই রাকিবুলের বাড়ি চলে যান মন্ত্রী তজমুল হোসেন। বলেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা।' তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় জখম বধূ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : রাত বাড়লে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন সড়ক দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ডাম্পার। গতকাল গভীর রাতে এক গৃহবধুর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল বেপরোয়া ডাম্পার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত আটটা নাগাদ কুশিদাগামী রাজ্য সড়কে রশিদাবাদ পঞ্চায়েতের খোসালপুর গ্রামে। জখম বধূর নাম খালেদা খাতুন (২৫)। বাড়ি চাঁচল থানার কোনুয়া এলাকার গোরোখপুর গ্রামে।

রাতে এক আত্মীয়ের বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন খালেদা। খোসালপুর এলাকায় বাইকটি একটি ডাম্পারকে ওভারটেক করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। সেসময় পড়ে গিয়ে ডাম্পারের চাকায় পা ঢুকে যায় বধূর। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পাথরবোঝাই ডাম্পার ও বাইকটিকে আটক করা হয়েছে।

মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : চাঁচল হরিশ্চন্দ্রপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে লরি এবং চার চাকার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ওই চার চাকার চালক। রবিবার গভীর রাতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের কনুয়া বিএড কলেজে এলাকার ঘটনা।

রবিবার চাঁচলের দিক থেকে একটি চার চাকা হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে একটি লরি চাঁচলের দিকে যাচ্ছিল। দুই গাড়ি দ্রুতগতিতে থাকায় কনুয়া বিএড কলেজে এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় জখম হয় ১ জন। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচেষ্টায় ওই জখম ব্যক্তিকে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে রাতভর ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়।

নিখোঁজ শ্রমিকের দেহ পড়ে ধানখেতে

গঙ্গারামপুর, ২১ এপ্রিল : দুইদিন নিখোঁজ থাকার পর ধানখেত থেকে উদ্ধার হল এক শ্রমিকের দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুরে। মৃতের নাম বুবাই মুর্মু (৪৫)। বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার পার্বতীপুরের ডিগডিগি গ্রামে। বুবাইয়ের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

পেশায় শ্রমিক বুবাই প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে খুঁজে পায়নি। সোমবার দুপুর গড়াতে স্থানীয় পার্বতীপুর কানাহার গ্রামের ধানখেতের মধ্যে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। যদিও কীভাবে বুবাইয়ের মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবার।

গঙ্গারামপুর

অপরদিকে বিষপানে মৃত্যু হয়েছে গঙ্গারামপুর মহারাজপুরের এক তরুণের। মৃতের নাম পলান সরকার (২২)। পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন পলান। রবিবার সন্ধ্যায় বিষপানের বিষয়টি পরিবারের লোকজনের নজরে আসলে তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

বালুরঘাট জেলা পরিষদে পরিবেশবান্ধব পার্ক

জিরো কার্বন মিশনের লক্ষ্যে 'সৌন্দর্যায়ন'

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদকে আরও সুন্দর করে সাজাতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা পরিষদ ভবন চত্বরকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ভবন চত্বরে তৈরি করা হচ্ছে পার্ক। যেখানে শুধু বাচ্চারা খেলা করা নয়, সাধারণ মানুষ আড্ডাও দিতে পারবেন। সকাল বিকেল সময় কাটাতে পারবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা পার্কের কাজ প্রায় শেষের দিকে। খুব তাড়াতাড়ি এই পার্কের উদ্বোধন করা হবে।

শিশুদের মন কাড়তে পার্কে বসেছে হাতি, হরিণের স্ট্যাচু। - মাজিদুর সরদার

প্রায় বছর দুয়েক আগে বর্তমান তৃণমূল বোর্ড দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের দায়িত্ব নেন। এরপরই নতুন বোর্ড জেলা পরিষদকে সুসজ্জিত করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি পুরো জেলা পরিষদ চত্বরকে পরিবেশবান্ধব হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদ ভবন চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যার পোস্টার জেলা পরিষদে প্রবেশ করতেই নজরে আসবে। এছাড়াও প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। পুরোনো জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। গোটা জেলা পরিষদ ভবন চত্বরে লাগানো হয়েছে সোলার লাইট। এছাড়াও গোটা ভবন সৌরবিদ্যুতে চালানোর জন্য বসানো হচ্ছে সোলার প্যানেল। প্রায় ২০ কিলো ওয়াটের সোলার প্যানেল বসবে জেলা পরিষদের ছাদে। এছাড়াও জেলা পরিষদে প্রবেশের পাশেই তৈরি হচ্ছে পার্ক। যেখানে থাকছে হাতি, হরিণ সহ অন্যান্য পশুর স্ট্যাচু। যা মন কাড়বে আট থেকে আশির। এছাড়াও পার্কে রয়েছে একাধিক বসার জায়গা। থাকছে অত্যাধুনিক আলো, সবুজে ঘেরা থাকছে পার্কের পাদদেশ। পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটার জন্য থাকছে কংক্রিটের রাস্তা। খুব দ্রুত এই পার্কের শুভ উদ্বোধন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। জেলা পরিষদের বিভিন্ন ফান্ড থেকে এর জন্য কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার বলেন, 'আমরা জেলা পরিষদে আসার পর একটি জিনিস লক্ষ করেছিলাম, যে জেলা পরিষদ ভবন অগোছালো অবস্থায় ছিল। অনেক পুরোনো জিনিস ছিল। যেগুলো ব্যবহার যোগ্য নয়। সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পুরো চত্বরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। তার একটি পার্ট সৌন্দর্যায়ন। দেখতে সুন্দর হলে যারা কাজে জেলা পরিষদে আসেন তাদেরও ভালো হবে। কাজ করতে আমাদেরও ভালো লাগবে।'

অতিরিক্ত জেলা শাসক (দক্ষিণ দিনাজপুর) নবীনকুমার চন্দ্র বলেন, 'গোটা জেলা পরিষদ চত্বরকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। জিরো কার্বন মিশন নেওয়া হয়েছে। যার কাজ ধাপে ধাপে চলছে। যার মধ্যে অন্যতম জেলা পরিষদের পার্ক।'

মুর্শিদাবাদে আরও বেসামাল কংগ্রেস

ঘাসফুলে অধীর ঘনিষ্ঠ মোশারফ

পরাগ মজুমদার

নওদা, ২১ এপ্রিল : রবিবারের 'হাত' ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে ঘরওয়াপসি অধীর চৌধুরী ঘনিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোশারফ হোসেন ওরফে মধুর। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দল বদলের কথা সোমবার চাউর হতেই নওদা সহ মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক মহলে শোরগোল তৈরি হয়।

সোমবার জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা অধীর চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত দাস সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, ২১ এপ্রিল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে মোশারফ হোসেনকে। এখন থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। পালটা রাজনৈতিক শিবিরের দাবি, মোশারফ হোসেন যে তৃণমূলে যাবেন সেটা বুঝেই আগেভাগে তাঁকে বহিষ্কার করল কংগ্রেস। মোশারফ-এর রাজনৈতিক উত্থান ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। কংগ্রেসের প্রতীকে নওদা থেকে জেলা পরিষদ আসনে জেতেন তিনি। কর্মাধ্যক্ষও হন। তবে ২০১৬ সালে কংগ্রেসের সিংহভাগ সদস্যকে দলে টেনে জেলা পরিষদ দখল করে তৃণমূল। সেই সময়ই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন মোশারফ। তৃণমূলের জেলা পরিষদ দখলের নেপথ্যে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল বলেই দাবি রাজনৈতিকমহলে।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে তৃণমূল পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন মোশারফ হোসেন। তবে শুভেন্দু অধিকারীর তৃণমূল ত্যাগের পরে মোশারফ হোসেনের সঙ্গেও তৃণমূলের দূরত্ব বাড়ে। এখানেই শেষ নয়, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে নিজের পুরোনো দল কংগ্রেসে ফেরেন। ২০২১ সালের ২০ মে অবধি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে।

কংগ্রেসে ফেরার পর দলে বাড়তি গুরুত্বও পান মধু। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে নওদা থেকে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে লড়েন মোশারফ হোসেন। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নওদায় তাঁর নেতৃত্বেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ে কংগ্রেস। তবে বেশ কয়েক মাস ধরেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল। এদিকে নওদার তৃণমূল বিধায়ক শাহিনা মমতাজ খান বলেন, 'মঙ্গলবার তৃণমূলে ফিরছেন মোশারফ হোসেন মধু। শুধু মোশারফ নন, বিরোধী দলগুলির আরও বেশ কিছু পরিচিত মুখ তৃণমূলে যোগদান করছেন। এদিকে মধুর এই তৃণমূলে ফেরাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের নেতৃত্বের আশা, মুর্শিদাবাদ তথা নওদা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। মোশারফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'জেলায় কংগ্রেস কার্যত অভিভাবকহীন অবস্থায় চলছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একমাত্র মুর্শিদাবাদে মানুষকে দিশা দেখাতে পারেন। তাই কেন্দ্রের সঙ্গে লড়তে একমাত্র তৃণমূলই ভরসা, কংগ্রেস নয়।'

দল বদলের ইতিবৃত্ত

- ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে তৃণমূল পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন মোশারফ হোসেন
- তবে শুভেন্দু অধিকারীর তৃণমূল ত্যাগের পরে মোশারফ হোসেনের সঙ্গেও তৃণমূলের দূরত্ব বাড়ে
- ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে নিজের পুরোনো দল কংগ্রেসে ফেরেন
- ২০২১ সালের ২০ মে অবধি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে
- ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে নওদা থেকে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে লড়েন মোশারফ হোসেন

নেশার টাকা জোগাড়ে ত্রিশূল নিয়ে টানাটানি

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : শহরে ক্রমশ বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের তাণ্ডব। নেশার টাকা জোগাড় করতে নিশানা করা হচ্ছে মন্দিরগুলিকেও। শহরের একাধিক মন্দিরে চুরির ঘটনায় এমনটাই মনে করছেন বালুরঘাটবাসীর একাংশ। নেশাগ্রস্তদের চুরির তালিকায় রয়েছে প্রতিমার কপালের সোনার টিপ থেকে মন্দিরের ত্রিশূল পর্যন্ত!

যেমন শনিবার ভোরে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার ধারের একটি শিবমন্দির থেকে চুরি গেল ত্রিশূল। ওই এলাকার বাসিন্দা অনিরুদ্ধ বিশ্বাস বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সমাজমাধ্যমে আপলোড করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই ঘুরে এসে চুরির উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। পরে পাশের একটি মন্দিরে ঢুকে সেখান থেকে ত্রিশূল উপড়ে চম্পট দেয়। এমন কাজ নেশাগ্রস্তদের বলেই সমাজমাধ্যমে দাবি ওই বাসিন্দার। যদিও ওই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বালুরঘাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মন্দির থেকে প্রতিমার কপালের সোনার টিপ চুরি করে দুষ্কৃতীরা।

এর আগে বিভিন্ন সময়ে বালুরঘাট থানার তরফে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জেও আচমকা হানা দিয়েছে পুলিশ। এর ফলে একাধিক নেশাগ্রস্ত ও মদ্যপদের আটক করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এত কড়াকড়ির পরেও রাত বাড়লেই নেশাড়ুদের আনাগোনা বাড়ছে শহরে। চুরির জন্য তারা লক্ষ করছে মন্দিরগুলোকেই। সেই লক্ষ্যভেদে সফলও হচ্ছে তারা। ঘটনায় উদ্বিগ্ন শহরের বাসিন্দারা। মন্দিরে চুরির বিষয়টি সম্পর্কে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ওই দেখ...। সোমবার বালুরঘাটের ঠাকুরপুরা এলাকায়। -অভিজিৎ সরকার

বোরখার আড়ালে মদ পাচার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : বৈশাখের শুরুতেই শুকিয়ে গিয়েছে অনেক নয়ানজুলি, খাল-বিল। চর পড়েছে মহানন্দাতেও। তার শাখানদী ফুলহারের অবস্থাও একই। তবে বিহারে শুধু নদীই শুকোয়নি, শুকিয়েছে গলাও। ২০১৬ সালের পর থেকেই বিহারে সুরাপ্রেমীদের জীবনে এসেছে 'চির-গ্রীষ্ম'। সেই 'খরা' কাটাতেই কখনও তেলের ট্যাংকার থেকে বায়োগ্যাস হয়েছে 'রঙিন জল', কখনও আবার গোরস্থানে কবরের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছে সুরারসিকদের 'সঞ্জীবনী'।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ধৃতরা। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে মদের চোরাচালানকারীরা বেছে নিয়েছে নিত্যনতুন পন্থা। নবতম সংযোজন, বোরখার তলায় নরম পানীয়ের কাগজের প্যাকেটে মদ পাচারের চেষ্টা। যদিও কাটিহার রেল পুলিশের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা বানচাল হয়েছে।

বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা থেকে প্রায়শই সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে মদ পাচার করার ঘটনা ঘটেছে। তবে এবারের পদ্ধতি যে অভিনব ছিল, তা মানছে পুলিশও। পুলিশ স্বীকার করেছে, এইভাবে মহিলাদের ব্যবহার করে ট্রেনে, বাসে করে মদ বিহারে পাচার করা হচ্ছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ওই গৃহবধূর নাম সন্ধ্যা দেবী। তার বাড়ি বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মাঝেলি গ্রামে। তার সঙ্গে এক তরুণকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও ওই তরুণের নাম প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ।

কাটিহার রেল পুলিশ জানিয়েছে, ওই গৃহবধূ বোরখার আড়ালে মদ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কুমেদপুর এলাকা থেকে ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন। বিহারের মানিয়া এলাকায় রেল পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় ওই মহিলাকে আটক করা হয়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। এরপর মহিলা রেল পুলিশের সহযোগিতায় ওই মহিলার বোরখা খোলা হলে দেখা যায়, তাঁর পেট ও কোমরের পাশে অনেকগুলি ফলের রসের নরম পানীয়ের প্যাকেট বেঁধে রাখা আছে। প্যাকেট খুলতেই দেখা যায়, পানীয়ের বদলে রয়েছে মদ। পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই মহিলা নিয়মিত এইভাবেই বিহারে মদ পাচার করেন। এব্যাপারে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

আপাতত কাটিহার রেল পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। এই ঘটনায় আর কারা জড়িত, সেব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের দাবি, তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনও তথ্যই নেই।

মালদার ফলের রাজার দুই কাহিনী

বাজার দখল দক্ষিণ ভারতের

এম আনওয়ার উল হক

বৈষ্ণবনগর, ২১ এপ্রিল : জগৎ বিখ্যাত ফজলি আমের জেলা মালদা। কিন্তু সেই আমের জেলা মালদার বাজারে ভালোই বিকোচ্ছে দক্ষিণ ভারতের আম। গোলাপখাস আর প্যাইক্যুমান। চেন্নাইয়ের এই দুই প্রজাতির আম আসছে মালদার বৈষ্ণবনগর - কালিয়াচকে। বৈশাখ মাসে চড়া দামে কিনছেন মানুষ। ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা কেজি। তাও দেদার বিকোচ্ছে। জেলার আমবাগানে এখন গাছে ছোট ছোট আম। পাকতে অন্তত দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগবে।

গোলাপখাস আর প্যাইক্যুমান। এই দুই প্রজাতির আমের রং দেখেই জিভে জল আসছে বিক্রেতাদের। বাজার ঘুরে ভিনরাজ্যের সেই ফল কিনছেন আম বিলাসীরা। দামও চড়া। তাও কিনতে কার্পণ্য করছেন না।

মালদার আমে আঁটি ধরেনি। গাছে আমের ওজন এখন পঞ্চাশ কি একশো গ্রাম মাত্র। বাগান থেকে আম পেড়ে বাজারে পৌঁছাতে আরও দেরি। দক্ষিণ ভারতের দু'টি প্রজাতির আমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোলাপখাস। অবশ্য শহরের মতিলাল নেহরু মার্কেটের এক ফল ব্যবসায়ীর কথায়, গোলাপখাস আমের স্বাদ ও গন্ধ বেশ ভালো। পিএম প্রজাতির যে দ্বিতীয় আমটি এসেছে, তা তত্তটা ভালো নয়। গোলাপখাস এখন বিকোচ্ছে ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে। বৈষ্ণবনগরের বামা লালা মার্কেটের ফল ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ফি বছর এই সময়ে জেলার আম বাজারে আসে না। দক্ষিণের গোলাপখাস সহ দু'-একটি প্রজাতির আমই লোকজন কিনছেন।'

ঝরে যাওয়া কাঁচা আম কম দামে বিক্রি

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২১ এপ্রিল : কালবৈশাখীর দাপটে ঝরে পড়েছে আম। সেই সব আম কুড়িয়ে বাজারে অল্প দামে বিক্রি করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে কেজি প্রতি আমের দাম ছিল ৩০-৪০ টাকা। সেটা এখন অর্ধেক দামে বিক্রি হচ্ছে। আমের মধ্যে রয়েছে ফজলি, ল্যাংড়া ও লক্ষ্মণভোগ। তবে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি হওয়ায় চাষিরা কিছুটা স্বস্তিতে। শুক্রবার সকালে কালিয়াচকের বাজারগুলিতে ঝরে পড়া কাঁচা আম বিক্রি করতে দেখা গেল আমির শেখ, টুবাই মণ্ডল, অসীম দাসদের।

জেলায় ৩১ হাজার ৮১২ হেক্টর বাগানে আমের চাষ হচ্ছে। গতবারের থেকে এ বছর প্রায় ৩৬২ হেক্টর জমি বেড়েছে। কিছুদিন আগে বৃষ্টির অভাবে বেশ কিছু আম ঝরে পড়েছে। তাই বৃষ্টির ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

কাঁচা আম বিক্রি করছিলেন টুবাই মণ্ডল। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগেও ঝরে পড়া আমের দাম ছিল ৩০ টাকা কেজি। এখন কমে কেজিতে ১৫ টাকা হয়েছে। বেশ কিছু বাগানের ঝরে পড়া আম কুড়িয়ে এনে বিক্রি করছি। দাম কম হলেও যা নিয়ে আসছি, সবই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের উপঅধিকর্তা সামন্ত লায়েক জানান, 'এই সময় ঝড় নতুন কিছু নয়। এই সময় কালবৈশাখী হওয়াটাই স্বাভাবিক। কদিন থেকেই বৃষ্টির পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকায় ঝড়ও হয়েছে। তাতে আম কিছুটা ঝরে পড়েছে। তবে বৃষ্টিও আমের পক্ষে খুব কাজে লাগবে। আমের বোঁটা শক্ত হবে। গাছের পাতাও সতেজ হয়ে উঠছে।'

বাজার ছেয়েছে আমে। সোমবার বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচকে তোলা সংবাদচিত্র।

বিজেপির গ্রাম চলো অভিযান

গঙ্গারামপুর, ২১ এপ্রিল : গঙ্গারামপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে গ্রাম চলো অভিযান কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সোমবার সকালে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন দেবালয়, স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন বিধায়ক সহ দলের কর্মী-সমর্থকেরা। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন নাগরিকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে চান বিধায়ক। মুর্শিদাবাদ ও মোথাবাড়ি কাণ্ড নিয়েও সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চান বিধায়ক।

এদিনের কর্মসূচি চলাকালীন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মীয়মাণ রাস্তার গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। এবিষয়ে বিধায়ক বলেন, '১২ নম্বর ওয়ার্ডে অত্যন্ত নিম্নমানের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বর্ষা আসলেই রাস্তা ভেঙে যাবে। কাজের নামে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে চুরি করা হচ্ছে। বিষয়টি মহকুমা শাসককে জানাব।'

অপরদিকে, বংশীহারীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে চলল গ্রাম চলো অভিযান। ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের রাঘবনগর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে চলে সাফাই অভিযান। পরবর্তীতে কর্মীদের নিয়ে ভোটার কার্ডের ম্যাপিং করেন। শেষে তিনি স্থানীয় বুথ সভাপতি দুলাল বৈশ্যর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করেন। সন্ধ্যায় বুনিয়াদপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মিজতিপুরে চায়ে পে চর্চায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত মজুমদার, জেলা সম্পাদক ক্ষিতিশ মাহাতো প্রমুখ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। কলকাতার রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের বিভূতিভূষণ নন্দী।

আইনজীবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মালদা, ২১ এপ্রিল : উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মোফাকারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করল মালদা হিন্দু কমিউনিটি ট্রাস্টের সদস্যরা। রবিবার রাতে ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হলেন মালদার হিন্দু কমিউনিটি ট্রাস্ট। সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সব্যসাচী দাস বলেন, 'রাজ্যে এমনিতেই অচলাবস্থা, তার ওপর একজন আইনজীবী হিসেবে এহেন উসকানিমূলক মন্তব্য হিংসার বাতাবরণকে তীব্র করেছে।'

গাজোল থানায় রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন

গাজোল, ২১ এপ্রিল : রবিবার রাতে গাজোল থানা পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদল। মূলত গাজোল থানার চাইল্ড কেয়ার কনারি পরিদর্শন সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে থানার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন ওই পরিদর্শক দলের সদস্যরা। পরিদর্শক দলে ছিলেন রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, সিনিয়ার অ্যাডভাইজার অনন্যা চক্রবর্তী, মালদার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন অম্বরীশ বর্মন, ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার শিবেন্দুশেখর জানা। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আলোচনা। এ বিষয়ে রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'রুটিন ভিজিটে আমরা মালদা জেলায় এসেছি। এই কর্মসূচিতে আমরা মালদা জেলার বিভিন্ন থানা পরিদর্শন করব। কয়েকদিন আগে বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে দুজন শিশু আহত হয়েছিল। আমরা এদিন ওই শিশুদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। সমস্ত শিশুরা যাতে রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সোমবার আমরা শিশু অধিকার, পকসো আইন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করব। গাজোল থানার এএসআই সোনালি সাহা রায় শিশুদের নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন। এই কাজের নিরিখে তিনি শিশুবান্ধব পুরস্কার পেয়েছেন। আশা করি আগামীদিনেও তিনি খুব ভালো কাজ করবেন।'

সমবায়ে মনোনয়ন

বুনিয়াদপুর, ২১ এপ্রিল : আঠারো সদস্যের সেলফ হেল্প গ্রুপের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল হল বংশীহারীতে। ব্রজভল্লবপুর উন্নয়ন সংঘ বহুমুখী সমিতি লিমিটেডের ১৮টি বুথের ১৮ জন মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দাখিলের সোমবার ছিল প্রথম দিন। এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে ১৬ জন মনোনয়ন দাখিল করেন। অপরদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে ১১ জন মনোনয়ন দাখিল করেছেন। জানা গেছে বুধবার পর্যন্ত মনোনয়ন দাখিল করা যাবে। ৬ই মে বদলপুর হাইস্কুলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

স্বাস্থ্য শিবির

ইটাহার, ২১ এপ্রিল : বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে রবিবার ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। হার্ট, চোখ সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা শিবিরে আসা রোগীদের পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা করেন। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশো রোগী শিবিরে এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

কয়েকজন তরুণের উদ্যোগে পথভোলা বৃদ্ধা ফিরলেন বাড়ি

পুরাতন মালদা, ২১ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করল পুরাতন মালদার কয়েকজন তরুণ। ওই দিন রাতে তারা ৬২ বছরের জগৎরানি সিংহকে আবর্জনার স্তূপে জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাঁরা রাতেই তাঁকে হবিবপুরের সোলাডাঙ্গায় তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেন।

জগৎরানি সিংহের চার ছেলে, এক মেয়ে। বৃদ্ধা তাঁদের কাছেই থাকতেন। রাত ১১টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা দীপ ঘোষ ও তাঁর বন্ধুরা জগৎরানি সিংহকে সেতু মোড়ে আবর্জনার স্তূপে জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। বৃদ্ধার পরিচয় জানার পর তাঁকে রাতেই তাঁরা বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন।

বৃহস্পতিবার মালদা শহরে এসেছিলেন জগৎরানি সিংহ। সম্ভবত অসুস্থ হয়ে বা অন্য কোনও কারণে রাতে আর তিনি বাড়ি ফিরতে পারেননি। জখম অবস্থায় আবর্জনার স্তূপেই পড়েছিলেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে না এলেও এগিয়ে আসে দীপ ঘোষ, ফুলচাঁদ ঘোষ এবং তাঁদের বন্ধুরা। দ্রুত তাঁরা হবিবপুরের পরিচিত সমাজসেবী তারাশংকর রায় ও পীযূষ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বৃদ্ধার সঠিক পরিচয় ও ঠিকানা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি গাড়ি ভাড়া করে বৃদ্ধাকে নিরাপদে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

দীপ ঘোষ বলেন, 'বৃদ্ধা অসহায়ভাবে পড়েছিলেন। আমরা দ্রুত তাঁর পরিচয় খুঁজে বের করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, এতেই আমাদের শান্তি।' হবিবপুরের বাসিন্দা পীযূষ মণ্ডল বলেন, 'বৃদ্ধার ছেলেমেয়েরাই দেখাশোনা করেন। আগেও রাস্তার বাড়ি ছেড়ে চলে যান। স্থানীয়দের উদ্যোগে ওই বৃদ্ধা বাড়ি ফিরতে পেরেছেন।'

> সাহাপুরের ওই তরুণদের জন্যই বৃদ্ধা তাঁর বাড়িতে পৌঁছাতে পেরেছেন। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করাটাই স্বাভাবিক। এই বাতটাই আমরা সবাইকে দিতে চাই।
>
> **তারাশংকর রায়, সমাজসেবী**

ধানের গোলা, ঢেঁকি এখন বিলুপ্তির পথে

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২১ এপ্রিল : দৈনন্দিন জীবনে একসময় বহু কিছু অপরিহার্য ছিল। যেমন ধানের গোলা। এখন কোথাও কোথাও গোলার সুতোর মতো টিকে রয়েছে। একসময় সব গ্রামেই ধানের গোলা দেখা যেত। এক অর্থে এটা ছিল কৃষকের তহবিল। ধানের গোলা এখন অস্তিত্ব সংকটে।

ধানের গোলার মতো গোরুর গাড়িও এখন কতজন কৃষকের বাড়িতে আছে, সেটা বলা মুশকিল। অথচ একসময় প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ, বিবাহ বা অন্নপ্রাশন কিংবা অন্য যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে গোরুর গাড়ি ছিল ভরসা। পাশাপাশি মাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই ছিল একমাত্র বাহন।

জলসেচের জন্য লোহার তৈরি যাতের দেখা পাওয়াও দুষ্কর। কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় মহিপাল যাওয়ার জন্য এক সময় দাঁড়িয়ে থাকত ঘোড়ার গাড়ি। সেই ঘোড়ার গাড়ি উধাও। কবে হয়েছে, সেই তথ্য চাইলে স্থানীয়দের হিমসিম দশা। কুশমণ্ডিতে মশলা বাটার জাঁতা কাটার লোকের অভাব রয়েছে।

হোটেল মালিক পাপাই বর্মন বলেন, 'সবাই এখন মিক্সিতে গুঁড়ো করে কিংবা বাজার থেকে প্যাকেটের মশলা কিনে নেন। গ্রামের ছেলেমেয়েদের এক সময়ের বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ ছিল বায়োস্কোপ। গত পাঁচ বছর আগে বায়োস্কোপের একমাত্র শিল্পী শ্রীচরণ সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন বাক্সের মুখ। আদিবাসী লোকশিল্পী দমন মুর্মুর মৃত্যুর পরে বন্ধ আদিবাসীদের কাঠপুতলি নৃত্য বা চদর বদর। গৌড়বঙ্গ জুড়ে এই শিল্প- সংস্কৃতির অভাব রয়েছে।'

ঢেঁকির স্মৃতি এখন অতীত। সোমবার কুশমণ্ডিতে। - সংবাদচিত্র

নিজের প্রয়োজনে কলুর বলদ ঘুরিয়ে সর্ষের তেল বের করেন মালিগা বনকুফশুর গ্রামের নুর ইসলাম সাহেব। চণ্ডীপুরের শুকলাল হেমরম বারান্দায় দাদুর তৈরি ঢেঁকিটা এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছেন। একসময় যা ছিল অপরিহার্য, তা এখন বিলুপ্তির পথে। আর সেই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। ইতিহাস গবেষক সুমিত ঘোষ জানান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নতুন আবিষ্কার করে যাবে। তবে একেবারে হারিয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্য।

স্ত্রীর বিয়ে

১১ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন নদিয়ার সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর মন রাখতে স্বামীর এই কাণ্ডের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কী কারণে আগুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

খুন

নেতাজিনগরে অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন মৃতার স্বামী। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত অভিযুক্তকে হেপাজতে রাখার নির্দেশ আদালতের।

রহস্যমৃত্যু

খড়্গপুর আইআইটিতে ফের রহস্যমৃত্যু পড়ুয়ার। মহারাষ্ট্রের ওই তরুণ চতুর্থ বর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নেভাল আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়া ছিলেন। নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ যাবে ২৩ জেলায়

শালবনির বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৫ হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

শালবনি, ২১ এপ্রিল : আগামী দিনে রাজ্যে আর বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি থাকবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের ১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে রাজ্যের ২৩টি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। এখানে ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে। সোমবার শালবনিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে এসে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন এখানে ৮০০ মেগাওয়াট করে দুটি ইউনিট হচ্ছে। আগামী দিনে আরও দুটি ইউনিট এখানে তৈরি করা হবে।' বাম আমলকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে বলা হত লোডশেডিংয়ের সরকার আর নেই দরকার। আগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টাই লোডশেডিং থাকত। এখন আর কোনও লোডশেডিং হয় না। বিদ্যুৎব্যবস্থার এই উন্নতি করতে আমাদের সরকার ৭৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। ৭৫০টি সাবস্টেশন তৈরি করেছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিন্দালগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল, জিন্দাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সংগীতা জিন্দাল, সজ্জনের ছেলে পার্থ জিন্দাল, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব), মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া প্রমুখ। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে সজ্জন জিন্দাল বলেন, 'শালবনিতে ফিরে আসাটা সবসময়ই আমাদের কাছে খুবই আনন্দের। আমি ১০ বছর আগে এখানে এসেছিলাম। আবার ১০ বছর পরে এলাম। গত ১০ বছরে রাজ্যে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমি অভিভূত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নেত্রী লাখে একটা পাওয়া যায়। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি আর বাংলার প্রতি বিশ্বাস আমাদের এখানে বিনিয়োগ করতে এবং আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছে।' এদিনই শালবনিতে ২ হাজার একর জমির ওপর একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কেরও শিলান্যাস করা হয়েছে।

এদিন বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলছেন এই রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি, তাঁদের বলব আপনারা এসে দেখে যান। আমাদের গত সাতটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৯ লক্ষ কোটির লগ্নির প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ মি, ইউ ক্যান নট ইগনোর মি।' ঘাটালের সাংসদ দেব বলেন, 'রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। শুধু সমালোচনা করে লাভ নেই। আমরা সবাইকে বলব আপনারা আসুন। নিজেরা দেখে যান।' সৌরভ তাঁর ভাষণে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। আমরা মনে করি, আরও বেশি মানুষ এই রাজ্যে আসবেন। এখানে আরও বেশি বিনিয়োগ করুন।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে যে দাবি করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। শালবনিতে জিন্দালদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সজ্জন জিন্দালকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাসে শালবনীতে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন সজ্জন জিন্দাল এবং অরূপ বিশ্বাসও।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জিন্দালদের বৈঠকে সৌরভ।

লগ্নির আশ্বাস না দিলেও সৌরভকে নিয়ে আশা

শালবনি, ২১ এপ্রিল : শিল্পজগতে তাঁর প্রবেশ নিয়ে বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। স্পেনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক বা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি এবং এই রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে তাঁর আভাস দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হয়তো সৌরভকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। কিন্তু বিনিয়োগ নিয়ে কোনও কথা বললেন না ঠিকই, তবে সজ্জন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ক্রমাগত কথা বলে যাওয়া এবং সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দালকে যেভাবে তিনি নানা বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তাতে অনেকেরই ধারণা, সৌরভ হয়তো খুব দ্রুত নতুন ভূমিকায় আসতে পারেন।

সোমবার শালবনিতে জিন্দালদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সৌরভ যে আসবেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এদিন সড়কপথে কলকাতা থেকে শালবনিতে পৌঁছে যান সৌরভ। তারপর মঞ্চের পিছনের হ্যাঙারে সজ্জন জিন্দাল ও তাঁর ছেলে পার্থ জিন্দালের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেন। বেলা দেড়টার কিছু পরেই হেলিকপ্টারে কলকাতা থেকে শালবনি পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সজ্জন জিন্দালদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। ততক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর মঞ্চে এসে পার্থ জিন্দালের পাশেই বসেন সৌরভ। খুব চাপা স্বরে তাঁদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। কখনও কখনও সেই আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন সংগীতা জিন্দালও। সৌরভের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হয়েছে, তিনি কোনও পরামর্শ দিচ্ছিলেন পার্থকে। পার্থ এবং সংগীতা জিন্দাল দু-জনেই সৌরভের ওই পরামর্শকে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন মুখ্যমন্ত্রী সহ সকলেই নেমে যাচ্ছেন, তখন সজ্জন জিন্দালের সঙ্গেও সৌরভকে কোনও বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তাই এদিন সৌরভের উপস্থিতি সকলেরই নজর কেড়েছে।

শিল্পী মণীন্দ্রর পাশে শুভেন্দু

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : চাকরি চুরি নিয়ে গান লেখার জন্য প্রশাসনের কোপে পড়েছেন কোচবিহারের মাথাভাঙার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন। অভিযোগ, সমাজমাধ্যম থেকে তাঁর এই গান না মুছে ফেলার জন্য কোচবিহারের এসপি ও মাথাভাঙার আইসি তাঁকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেন। এই ঘটনায় মণীন্দ্রকে শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, তাঁকে আইনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু।

সোমবার বিধানসভার বাইরে মণীন্দ্রকে পাশে নিয়ে কোচবিহারের পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'কোচবিহারের এসপিকে চ্যালেঞ্জ করছি, মাথাভাঙার আইসিকে সতর্ক করে বলছি, ক্ষমতা থাকলে একবার ওঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে দেখান। প্রকাশ্যেই জানাচ্ছি, মণীন্দ্র আমার কাছে আছেন, থাকবেন। ক্ষমতা থাকলে কিছু করে দেখান।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, মমতার পুলিশ চারবার মণীন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়েছে। সমাজমাধ্যম থেকে ওই গান না সরিয়ে দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে ধমক দিচ্ছে। তাঁরা বিষয়টার দিকে নজর রেখেছেন। যেহেতু এখনও পুলিশ প্রশাসনের থেকে মণীন্দ্রকে কোনও আইনি নোটিশ বা এফআইআর দায়ের করা হয়নি, তাই তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তেমন কিছু হলে কোচবিহারের এসপি এবং মাথাভাঙার আইসি'র বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফের অস্বস্তিতে জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ফের অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর হস্তাক্ষর পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করল ইডি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলেন বলে দাবি ইডি'র। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই চিঠিতে র‍্যাশন দুর্নীতি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের হিসেব লেখা হয়েছিল। এই সূত্রে এবার তদন্তের স্বার্থে চিঠির লেখার সঙ্গে তাঁর হস্তাক্ষর মিলিয়ে নিতে চাইছে ইডি। আদালতের সম্মতির পরই জ্যোতিপ্রিয়র হস্তাক্ষরের নমুনা ও স্বাক্ষর সংগ্রহের তোড়জোড় শুরু করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে আদালতের এই সম্মতির পর তাঁর চাপ আরও বাড়তে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অধ্যাপকের প্রয়াণ

নিউজ ব্যুরো

২১ এপ্রিল : দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এনআইটি) সিনিয়ার অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ বসাক শেষপর্যন্ত মারা গেলেন। ১৫ এপ্রিল এনআইটিতে থার্মিট ওয়েল্ডিং নিয়ে গবেষণার সময় বিস্ফোরণে তিনি ঝলসে গিয়েছিলেন। বি-টেক ফাইনাল ইয়ার পড়ুয়া আকাশ মাঝিও জখম হন। তাঁদের প্রথমে এনআইটির নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে তাঁকে এয়ার–অ্যাম্বুল্যান্সে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়।

তালিকায় 'না' পর্ষদের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : সোমবার চাকরিহারা শিক্ষকদের এসএসসি ভবন অভিযানের ওপর নজর ছিল সবার। তবে একই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বিকাল সাড়ে ৪টেয় বৈঠক ছিল চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের।

পর্ষদ সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করার পরেও বের করা হল না যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা। শিক্ষাকর্মীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আইনি সুরক্ষা চাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

সোমবার দীর্ঘ বৈঠকের পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষাকর্মীদের জানিয়ে দেয়, যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা এখন প্রকাশ করা যাবে না। এই অবস্থায় 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে করুণাময়ী মোড়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে অবরোধ শুরু হয়।

এবার বিদ্ধ প্রাক্তন সাংসদ

ফের যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তি সিপিএমে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ব্রিগেডে জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই দলীয় নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্বস্তিতে পড়েছে সিপিএম। সিপিএমের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে এর আগেও যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এবার দলীয় নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠল আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী ওই সিপিএম নেত্রী মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আগেই জেলা সিপিএমকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে এই মুহূর্তে বিষয়টি দলের রাজ্য কমিটির অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিতে বিচারাধীন রয়েছে। সেই রিপোর্ট এলে তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে লবির অভিযোগ করেছেন অভিযুক্ত বংশগোপাল।

অভিযোগ যে হয়েছে, মানছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি জানান, বিষয়টি এখন দলের ইন্টারন্যাল কমপ্লেন কমিটির বিবেচনায় আছে। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকের ফাঁকে সদস্যদের মধ্যে কানাঘুষোয় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। এতে দলের বিড়ম্বনা বাড়ছে, স্বীকার করছেন অনেকেই।

ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের সময় বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে ব্রিগেডের পরের দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে সমাজমাধ্যমে বংশগোপাল চৌধুরী ও ওই সিপিএম নেত্রীর কথোপকথনের চ্যাট প্রকাশ্যে আসে। সমাজমাধ্যমে স্ক্রিন শট, অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। সিপিএম নেত্রীর বক্তব্য, তিনি দলের একজন বড় নেতা হিসেবে বংশগোপালকে শ্রদ্ধা করতেন। একসময় সাংগঠনিক বিষয়ে তথ্য দেওয়ার কথা বলে পরে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কু-বার্তা পাঠানো শুরু করেন সিপিএম নেতা। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্তা চরম সীমায় পৌঁছোয়। নভেম্বর মাসে তিনি জেলা সিপিএমে অভিযোগও করেছিলেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বংশগোপাল। তাঁর দাবি, এর নেপথ্যে লবি কাজ করছে। তাঁর দলের বা বাইরের কেউ সেই লবিতে কাজ করে তাঁকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন। ওই সিপিএম নেত্রী তাঁর থেকে সুযোগসুবিধা চেয়েছিলেন। তা না দিতে পারায় কুৎসা রটানো হচ্ছে। এর আগেও সিপিএমের একাধিক তরুণ নেতা সহ অনেকের বিরুদ্ধে এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে।

দায়িত্ব বাড়ল মীনাক্ষীর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতেও জায়গা পেলেন সিপিএমের যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সোমবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে ১৫ জন সদস্যের নতুন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই নতুন দুজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুনের তালিকায় রয়েছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ হোসেন। ফলে দলে তাঁর আরও দায়িত্ব বাড়ল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্রিগেডের মঞ্চে তরুণ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মীনাক্ষীর বক্তব্য রাখা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীনাক্ষী বক্তা হিসেবে না থাকায় দলের অন্দরেই সমালোচনা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিগেডের পরের দিনই তাঁকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান দিল সিপিএম। এর ফলে দলের বৃদ্ধতন্ত্রের ভাবমূর্তি ও মীনাক্ষীর গুরুত্ব কমে যাওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিতে চেয়েছে আলিমুদ্দিন।

তিন মামলায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্যের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : অতীব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মামলা নিয়ে এখন প্রায় শিরে সংক্রান্তি রাজ্য সরকারের। যা শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে চরম কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অন্ধকার ভবিষ্যতের আলোর কোনও ঠিকানা সোমবার পর্যন্ত খুঁজে পায়নি রাজ্য সরকার। তারই মধ্যে আবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজ্যকে আগামী সপ্তাহেই। মামলার শুনানি হওয়ার কথা ২৮ এপ্রিল সোমবার।

এখানেই শেষ নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা। প্রায় দু-বছর ধরে চলা এই মামলা নিয়ে এতদিন কম টানাপোড়েন হয়নি আদালত ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে সরকারের আর্জি খারিজ হওয়ার পর মূল মামলার শুনানি নিঃসন্দেহে নবান্ন প্রশাসনের প্রেসার বাড়াচ্ছে। এই তিন মামলার ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের চিন্তার জটকে আরও জটিলতর অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলেই সোমবার নবান্ন প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ অন্দরমহলের খবর। তিন মামলাকে নিয়েই এই মুহূর্তে কৌতূহল চরমে উঠেছে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ওপর রিভিউ পিটিশনে যাওয়া নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এরই মাঝে আগামী সোমবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি এসে পড়ায় কপালে ভাঁজ রাজ্য সরকারের। ৭ এপ্রিল মামলার শুনানি থাকলেও বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণে মামলা থেকে সরে যাওয়ায় মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়। আবার ২৮ এপ্রিল মামলার শুনানি ধার্য করেছে কলকাতা হাইকোর্টে।

তার মাঝেই আবার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রাজ্য সরকারের চিন্তায় জট পাকাচ্ছে। প্রায় দু-বছর ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার উঠতে পারে শুনানিতে।

বেআইনি নির্মাণে ক্ষুব্ধ বিচারপতি

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় চলা হোমস্টে গুলি বন্ধ করতে রাজ্যকে দায়িত্ব সহকারে পদক্ষেপ করতে বললেন বিচারপতি। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, সংরক্ষিত অঞ্চলের কোর এলাকা ছাড়াও বনাঞ্চলে ইকোসেনসিটিভ জোনে বেআইনি নির্মাণ চলছে।

হোমস্টের আদলে হোটেল চলছে। এর ফলে প্রাকৃতিক চরিত্র বদলে যাচ্ছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল। এর মধ্যে রাজ্য সরকারি হোটেলগুলি বন্ধ করলেও বেসরকারি হোটেলগুলি এখনও চলছে। বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা এলাকাগুলিতে যান। পরিদর্শন করুন। পদক্ষেপ করুন। পাঁচতারা, সাততারা হোটেলের কায়দায় হোমস্টে চলবে এটা হতে পারে না। রাজ্যকে দায়িত্ব নিয়ে এগুলি বন্ধ করতে হবে।' তবে এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয় ২৮ এপ্রিল।

গরম থেকে বাঁচতে নিজের পোষা কাকাতুয়াকে স্নান করাচ্ছেন এক মহিলা। উত্তর কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের শারীরিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও উদ্বেগ কাটেনি। সোমবার সকালে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন রাজ্যপাল। তারপরই তাঁর ইসিজি করা হয় এবং তাঁকে আলিপুরের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেলা সফরে যাওয়ার আগে অসুস্থ রাজ্যপালকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যপালকে দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপালকে দেখতে এসেছিলাম। হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দেখে এলাম।' বিকেলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখে আসেন। এদিকে রাজভবনের ওএসডির থেকে রাজ্যপালের খবরাখবর নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শুভেন্দু তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। তবে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

নয়া ইনিংসেও আগের অবস্থানে অনড় দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : প্রায় সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎই দাম্পত্য জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন ষাটোর্ধ্ব দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি তবু তাঁর আগের সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছেন এখনও। পার্টি দায়িত্ব না দিলে তিনি আর রাজনীতিতেই থাকবেন না। জনসেবা আর চাষবাস নিয়েই থাকবেন। 'চাষার ব্যাটা' বলে আগেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু করেছেন গ্রাম বাংলায় তাঁর জেলায়। পার্টিতে কাজের দায়িত্ব না থাকলে সেখানেই বেশি সময় দেবেন। সোমবার দিলীপ ঘোষই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে একান্তে জানালেন তাঁর মনের কথা। বললেন, 'রাজনীতিই করতে হবে এমন মাথার দিব্যি তো দিইনি। সমাজে কাজ করার তো অনেক কিছু আছে। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করব। পার্টি দায়িত্ব না দিলে অন্য কিছু তো করবই। এর থেকে কেউ তো আমায় আটকাতে পারবে না।'

একসময় বঙ্গ বিজেপির 'সফল' প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ দলের কোনও পদে না থেকেও সোমবার পর্যন্ত পার্টির কাজে প্রকাশ্যে সক্রিয় আছেন। নতুন দাম্পত্য জীবনকে পাশে রেখেই নিয়মিত পার্টির মিটিং-মিছিল করছেন। তবে তাঁর পূর্বস্থানে অটল থেকেই। অবস্থান তিনি বদল করবেন না কিছুতেই। এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। খুব সম্ভবত আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রাজনীতিক দিলীপ কি আবার পরোক্ষে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন? এই প্রশ্নে অবশ্য 'ঠোঁটকাটা' বলে পরিচিত দিলীপ একগাল হেসে জানালেন, 'আমি কোন রাখঢাক করে কিছু বলি না। আগেও যা বলেছি এখনও তো সেটাই বলছি। মনের কথা বলতে পারব না। কাজ না করতে পারলে পার্টির কাজে থাকা কেন? আমি তো পার্টির কাজে পরীক্ষিত। সুযোগ দিয়েছিল পার্টি। যতটা করার করেছি। রাজ্য বিজেপি সভাপতির দৌড়ে আমি প্রতিযোগী নই। ওটা তো সেরে এসেছি। পার্টি ভালোভাবেই তা জানে। পার্টি আবার কাজের দায়িত্ব দিলে করব। এই নিয়ে কোনও চাপ সৃষ্টি করার মতো মানসিকতা আগেও ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া আমাদের দলটা আর পাঁচটা দলের মতো নয়। যা করার তা সব খতিয়ে দেখে সময়মতোই তা করে।'

সংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, আছে ও থাকবে। এই নিয়ে দিলীপ বলেন, 'সংঘের প্রচারক হিসাবে তিনি আর নেই। তবে আরএসএসের সৈনিক হিসাবে তিনি কাজ করে যাবেন। তাঁর নতুন দাম্পত্য জীবনের ইনিংস শুরুর পর সংঘের শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই টেলিফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতদিনের সম্পর্ক, এটাই তো স্বাভাবিক। সংঘপ্রচারক থেকে সংঘই আমায় রাজনীতিতে আনে। তাঁদের কথাতেই ভোটে দাঁড়িয়েছি। জিতেছি আবার সর্বশেষ লোকসভা ভোটে তাঁদের কথায় দাঁড়িয়ে হেরেওছি। সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না!'!

সহধর্মিণী রিঙ্কু মজুমদার (বর্তমানে ঘোষ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ সটান বলে দিলেন, 'ভালোই আছে। পার্টির কাজের ব্যাপারে ও আগে যেমন ছিল এখনও আছে। একটু-আধটু রাজনীতি নিয়ে কথা হয় না বললে ভুল হবে। হয়তো বটেই।' তবে তাঁর ব্যস্ততার জীবনে নতুন সহধর্মিণী আসায় নিজের ৮৩ বছরের বৃদ্ধা মায়ের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন যে দিলীপ, তাঁর কথাবার্তাতেই তা প্রায় স্পষ্ট।

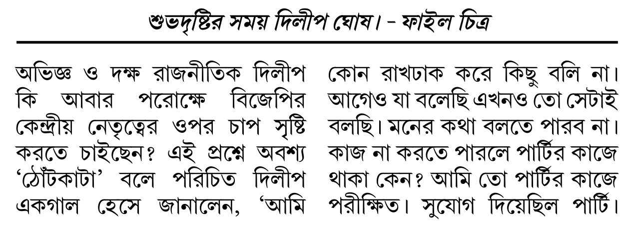

শুভদৃষ্টির সময় দিলীপ ঘোষ। - ফাইল চিত্র

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ বৈশাখ ১৪৩২

ব্রিগেডের সার কথা

ব্যাক টু বেসিক যেন। মূলে ফিরতে মরিয়া সিপিএম। প্রান্তিক মানুষের সংগঠন, আন্দোলনে তাই নতুন করে নজরের বার্তা ব্রিগেডে। ঘুরে দাঁড়াতে মুখ বদলের পরীক্ষানিরীক্ষাও। সাধারণত মঞ্চ আলো করে থাকা নেতারা ব্রিগেডে রইলেন দূরে। ধবধবে সাদা ধুতি বা পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা লাল পাড়-সাদা শাড়ির বদলে ব্রিগেডে উত্তাপ ছড়াল লাল শাড়ির বন্যা টুডুর সৌজন্যে। বন্যা যেন সিপিএমের মূলে ফেরার প্রতীক।

শুধু বন্যা নন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হল। কেতাদুরস্ত, ধোপদুরস্ত, শহুরে পরিশীলিত উচ্চারণের বদলে মেঠো ভাষা, মেঠো ভঙ্গিমা গুরুত্ব পেল বেশি। মঞ্চে বসে থাকা নেতাদের বাইরে দর্শকাসনে ও মিছিলে পা মেলানো মানুষের অধিকাংশের গায়েগতরে খাটার ছাপ। তৃণমূল, বিজেপির দ্বিমেরুর আঁচ কাটিয়ে কিছু লোক যে গ্রামেগঞ্জে, শহরের বস্তিতে থেকে গিয়েছেন, সিপিএমের ব্রিগেড যেন তারই প্রদর্শনী। দলের বহু দূরের অতীতের প্রতিচ্ছবি যেন।

সেকালে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের পাশাপাশি সিপিএম রাজনীতির ভাষ্য ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল কিংবা উত্তর দিনাজপুরের বাচ্চা মুন্সি। ২০১১-তে ক্ষমতা হারানোর পর সিপিএমে ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির রাজত্ব শুরু হওয়ার পর 'বাম থেকে রাম'-এর নতুন প্রবণতা বাস্তব হয়ে ওঠে। যার অভিঘাতে সংসদীয় রাজনীতিতে তীব্র ধাক্কা লাগে সিপিএমে। কেরল বাদে সেই রাজনীতিতে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে দলটি।

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আন্দোলনের কৌশল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট, কিছুদিন আইএসএফের সঙ্গে সখ্য ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা সিপিএমকে কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হলেও একদা দলের দাপুটে নেতা সম্প্রতি প্রয়াত আবদুল রেজ্জাক মোল্লার 'কালো চুলের তাজা ছেলে'-র ফর্মুলা মেনে যুব সংগঠনকে সামনে রেখেও সিপিএম চেষ্টা কম করেনি। সেই চেষ্টায় সামনে উঠে এসেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দলের খরা কাটেনি।

ছাত্র-যুবর ভিড় আগের চাইতে বাড়লেও ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। নতুন তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় রাগ-ক্ষোভ উগরে দিলেও গ্রাম, শহরে অতীতের ভোটব্যাংক নিম্নবিত্তদের সমর্থন ফেরাতে পারেনি। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে গিয়ে সংগঠন, আন্দোলন গড়ে তোলার চেয়ে তরুণ বাহিনী টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল। অধুনা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরোয় মুখ বদল হলেও সংগঠন পুনরুদ্ধারের কোনও লক্ষণ এখনও দৃশ্যমান নয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক, খেতমজুর, বস্তিবাসী, শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক মানুষকে সামনে রেখে এক নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত ঘটল ব্রিগেডে। মুষ্টিবদ্ধ হাতে যুগপৎ তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে শপথ-গর্জন শোনা গেল বটে সেখানে, কিন্তু তাতে ভোট রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা পাওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হল না। লক্ষ্য ঘোষণা করলেই হয় না, লক্ষ্যপূরণ কোন পথে, সেই দিশাটা স্পষ্ট করা দরকার। ব্রিগেডের খামতি সেখানেই।

খেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী, নিজে খেতমজুর বন্যা কিন্তু সঠিক জায়গাটার দিকে আলো ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ভোটের রাজনীতি আর মাঠের লড়াই আলাদা। মাঠের আন্দোলন না করে ভোটমুখিনতায় অগ্রাধিকার যে সোনার পাথরবাটি- সেই বার্তাই যেন দিতে চেয়েছেন হুগলির গুড়াপের সাধারণ ঘরের, সাধারণ চেহারার মহিলাটি। ব্রিগেড কিন্তু কোন পথে সেই মাঠের লড়াই, তা স্পষ্ট করতে পারেনি।

ভিড় যতই বেশি হোক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের নেতাদের মতো এই প্রজন্ম যদি প্রান্তিক মানুষের আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে না পারে, তবে এই নতুন পরীক্ষাও সিপিএমের ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্রিগেডের দু'দিন পর ঘটনাচক্রে আজ লেনিনের জন্মদিন। দিশাহীনতার পাঁক সিপিএমকে এখনও ছাড়েনি। নিছক ভোটচক্রের কলুষ গায়ে থাকলে 'পথে এবার নামো সাথী' গানের ভাষা হয়েই থেকে যাবে। বন্যার ডাক নিষ্ফল হবে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছো। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

নমোর বানপ্রস্থ যাত্রার সম্ভাবনা এবং

নরেন্দ্র মোদির ৭৫ হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা বিজেপিতে। প্রশ্ন, তাঁর জন্য কি নিয়ম পালটাবে আরএসএস?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

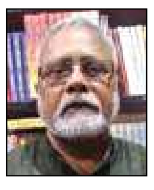

বছর চারেক আগে বাংলারই প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ মজার ছলে বলেছিলেন, 'সাহেব সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন, সেদিন কোনও কাগজেই তাঁর কোনও ছবি ছাপা হয়নি, তাহলে উতলা হয়ে ওঠেন।'

এই 'সাহেব' যে কে বিজেপি মহলে সবাই জানেন। কথাটি মজার ছলে যিনি বলেছিলেন, তাঁর কপালে আর রাজ্যসভার শিকেটি ছেঁড়েনি।

মজার বিষয়, বিজেপির 'সাহেব' নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির ভবিষ্যৎ নিয়েও এখন চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি কি ২০২৯ অবধি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, নাকি এই বছরই তাঁকে বানপ্রস্থে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করছেন মোহন ভাগবত? নাকি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন সংবিধান পালটে। অনেক ক্ষমতা নিয়ে। বিজেপির অন্দরে, দিল্লির রাজনৈতিক মজলিশে চর্চা এখন এ নিয়েই। তার আগে আর একবার ফিরে যাই ওই সাংসদের বলা কথাটির খেই ধরে।

এটা অনস্বীকার্য যে, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি বা অতীতে বিজেপির তারকা নেতারা যা পারেননি বা যা করেননি, সেই কাজটি মোদি অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। কাজটি কী? কাজটি এই যে, সুপরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে নিজের এমন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যাতে মনে হয় মোদি ব্যতীত বিজেপি বৃথা। সংগঠনের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা বাজপেয়ী-আদবানি বা সংঘ পরিবারের অন্য কেউ করেননি, সেই কাজটি সংঘের শতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র মোদি করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন।

যিনি নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এত তৎপর, এত কুশলী, এটাই স্বাভাবিক যে প্রচারের আলোর বাইরে তিনি কখনও ছিটকে যেতে চাইবেন না। তিনি চাইবেন না আদবানির মতো মার্গদর্শকের তকমা নিয়ে অন্তরালে চলে গিয়ে নিভৃত জীবনযাপন করতে। বরং তিনি চাইবেন প্রচারের আলোয় জীবনটা অতিবাহিত করতে। আর তা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পদটি বড়ই দরকার।

সংঘ পরিবারে একটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম রয়েছে। পঁচাত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলে প্রশাসন অথবা দলীয় পদে আসীন থাকা চলবে না। পদটি ছাড়তে হবে। আদবানির মনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা থাকলেও, শুধুমাত্র সংঘের এই একটি নিয়মের কারণে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির অন্তরালে চলে যেতে হয়েছিল। সংঘের এই একটি নিয়মের দোহাই পেড়ে মোদি-শা'রা তাঁকে সাড়ম্বরে বিদায় জানিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে মোদি পঁচাত্তর পূর্ণ করছেন। এখন তাঁকেও আদবানির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় কি না তা দেখার জন্য বিজেপির অন্দরে নীতিন গড়করিরা অপেক্ষায়।

গুঞ্জনটা বেড়েছে সম্প্রতি মোদির নাগপুর সফর এবং সেই সফরে সরসংঘচালক ভাগবতের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত এগারো বছরে এই প্রথম মোদি নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ার সময় করে উঠতে পেরেছেন। সেখানে সংঘের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ভাগবতের সঙ্গে একান্তে বৈঠক সেরেছেন। এগারো বছরে যিনি সময় পেলেন না, হঠাৎ এই বছরই তাঁকে নাগপুরে কেন সংঘের সদর দপ্তরে ছুটে গিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে, তা নিয়ে সব মহলের কৌতূহল থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে বৈঠক নিয়ে না মোদি, না ভাগবত, কেউই মুখ খোলেননি।

কেউ মুখ না খুললেও ছিটকে ছাটকে বিজেপি এবং সংঘের অন্দরমহল থেকে কিছু খবর বাইরে আসছেই। যেটুকু খবর বাইরে এসেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটি বিষয় নিয়ে সরসংঘচালকের সঙ্গে মোদির একান্ত আলোচনা হয়েছে। প্রথমটি বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি...।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডাকে এবার সভাপতির পদ ছাড়তেই হবে। সংঘ পরিবার সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা অনেকটাই নির্ভর করে আরএসএসের সবুজ সংকেতের ওপর। আর গোলটা সেখানেই বেধেছে।

মোদি-শা চাইছেন নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা। এই ধোঁয়াশার ভিতর একটি রফাসূত্রের ইঙ্গিত কেউ কেউ দিচ্ছেন। কী সেটি? শেষপর্যন্ত হয়তো সংঘের মনোনীত ব্যক্তিকেই সভাপতি পদে মেনে নেবেন মোদি-শা। পরিবর্তে সংঘও মোদি-শা'র একটি অনুরোধ মেনে নেবে। কী সেই অনুরোধ? ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ২০২৯ সাল পর্যন্ত মোদিকেই প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেবে সংঘ।

কিন্তু এ নিয়েও নানা তর্কবিতর্ক, নানা সন্দেহ সংশয়। ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বলছেন, মোদি-শা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এই প্রস্তাবটি সংঘের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সংঘ যে এই প্রস্তাবটি মেনে নেবে সে ইঙ্গিত এখনও দেয়নি। মোদি-শা'র ঘনিষ্ঠ মহলের যুক্তি, এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে মোদির মোকাবিলা করার মতো ব্যক্তিত্ব বিরোধী দলগুলির ভিতরে নেই। ভোটদাতাদের ভিতর মোদির যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা বিজেপির অন্য নেতার নেই। কাজেই ২০২৯ পর্যন্ত মোদি প্রধানমন্ত্রিত্বে থাকলে চতুর্থবার বিজেপির জিতে ক্ষমতায় আসা অনেক সুগম হবে। এই সময়কালের ভিতর মোদির বিকল্প হিসেবেও কাউকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। সেপ্টেম্বরে মোদিকে বিদায় নিতে হলে এত অল্প সময়ে বিকল্প নেতাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করাও কষ্টকর। বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সেটি ভালো না-ও হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজবে কি না, সে নিয়ে কেউই নিশ্চিত নন। মোদি যেমন সাফল্যের সঙ্গে সংগঠনকে ছাপিয়ে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, সেটি তাঁর পক্ষে যে ক্ষতিকরও, দলে মোদি-ঘনিষ্ঠরা এখন বুঝতে পারছেন। রাজনাথ সিং-নীতিন গড়করি-শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতারা আগেই এই সর্বগ্রাসী ভাবমূর্তি তৈরিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। গত কয়েক বছরে 'হিন্দুত্বের আইডল বয়' যোগী আদিত্যনাথও মোদির ওপর ক্ষুব্ধ। এমনকি, মোদির দক্ষিণহস্ত হিসাবে পরিচিত অমিত শা'র ভিতরও নাকি ইদানীং একটু অসন্তুষ্টি লক্ষ করা যাচ্ছে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির প্রবণতা সংঘ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। সংঘ অতীতেও কখনও চায়নি, এখনও চায় না সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠুক। সংঘ মনে করে, সংগঠনকে ছাপিয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠলে সংগঠনে ব্যক্তিপুজো এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। ভবিষ্যতে যার খেসারত সংগঠনকে দিতে হয়। সরসংঘচালক ভাগবত এর আগে বিভিন্ন সময়ে ঠারেঠোরে এই সতর্কবার্তা বিজেপিকে দিয়েছেন। এমনকি বিজেপির সঙ্গে সংঘের সমন্বয় বৈঠকেও সংঘের পক্ষ থেকে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত নির্বাচনে সংঘ সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে না নেমে বিজেপিকে বুঝিয়েও দিয়েছে, মোদি-নির্ভরতা তাদের ত্যাগ করতে হবে।

সংগঠনের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মোদির এই প্রবণতা সংঘের সঙ্গে মোদির দূরত্ব বাড়িয়েছে। সে দূরত্ব যে মোদি নাগপুরে ছুটে গেলেই ঘুচে যাবে এমনও নয়। বরং মোদির ভিতর সংঘ সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে অনেকদিন থেকেই- রাজনৈতিকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যাওয়ার ভয়।

নাগপুরের বৈঠকের পর গড়করি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় যোগী। সক্রিয় আরও কেউ কেউ। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের কাছে এমন খবরও পৌঁছেছে যে, নরেন্দ্র মোদির জন্য সংঘ তার এতদিনের প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন আনতে রাজি হচ্ছে না। আদবানির পথই হয়তো মোদির পথ হবে শেষপর্যন্ত। যে কারণেই 'সাহেব' হয়তো এখন একটু লো প্রোফাইলে চলছেন।

যদি তাই হয় তাহলে মোদির পর কে? এই প্রশ্নে হাসতে হাসতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির এক সদস্য বললেন, 'কে তা জানি না। তবে অমিত শা নন, এটুকু বলতে পারি।' সে এক অন্য কাহিনী...।

(লেখক প্রবন্ধকার)

মোদি-শা চান নাড্ডার পরে বিজেপির সভাপতির পদে এমন ব্যক্তিই বসুন, যিনি তাঁদের তালে তাল দিয়ে চলবেন। এক কথায় ইয়েস ম্যান। সংঘ তা চাইছে না। সংঘ চাইছে এমন ব্যক্তিই সভাপতি পদে বসবেন, যিনি মোদি-শা'র ক্রীড়নক নন, বরং সংঘের নির্দেশমতো দল পরিচালনা করবেন। নাগপুরের বৈঠকে সভাপতি পদের সম্ভাব্য ব্যক্তিকে নিয়ে ফয়সালায় পৌঁছোতে পারা গিয়েছে কি না সেটা ধোঁয়াশা।

আজ

১৯১৬

কিংবদন্তি অভিনেত্রী, গায়িকা কানন দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

২০১৩

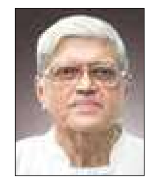

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি।

আলোচিত

চলতি সপ্তাহেই রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হতে পারে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলে মস্কোর উপর থেকে আর্থিক, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করব। তারপর দু'দেশই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বে। সমৃদ্ধিশালী হবে।

– ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

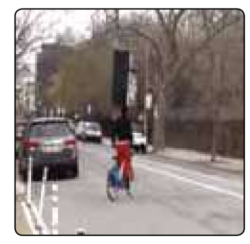

গ্যাব্রিয়েল ডেভিস একজন হেভিওয়েট হেড ব্যালেন্সার। নানা স্টান্ট দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছেন। ব্রুকলিনের রাস্তায় সাইকেল চালানোর সময় মাথায় ডাবল ডোর ফ্রিজ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ফ্রিজ মাথায় দু'হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে প্যাডল করছেন।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের হাসপাতালে অসুস্থ স্ত্রীকে এনেছিলেন এক সত্তরোর্ধ্ব। তাঁরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে, তখন এক চিকিৎসক তাঁদের আক্রমণ করেন। বৃদ্ধকে চড় মারেন, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান। লাঞ্ছিত বৃদ্ধের স্ত্রী। বরখাস্ত চিকিৎসক।

জনমন
জনমত

শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ প্রয়োজন

সম্প্রতি এক রবিবারের বিকেলে আমি হার্ট অ্যাটাক নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হই। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, আমার মেজর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাঁরা আমাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এখানেই চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাঁরা জানান, হাসপাতালে কোনও কার্ডিওলজিস্ট নেই। তাও আমি বলি, অন্তত এক রাত আমি মেডিসিনের তত্ত্বাবধানে থাকতে চাই। হাসপাতালের উন্নতমানের চিকিৎসা আমাকে এক রাতের মধ্যে এতটাই সুস্থ করে তোলে যে, পরের দিন সকালে বাসে করে মেডিকেলে ভর্তি হতে যাই।

সুপারকে অনুরোধ, শিলিগুড়ি হাসপাতালে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলার ব্যবস্থা করুন। তাহলে অনেক মানুষ আপনাদের ভালো চিকিৎসার সুবিধা পাবেন এবং মেডিকেলে অনর্থক ভিড়ের চাপ কমবে।

কমল ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গেও চলন্ত ট্রেনে এটিএম চাই

১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল মুম্বই থেকে থানের (৩৪ কিমি দূরত্ব) মধ্যে সর্বপ্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। ঠিক তার ১৭২ বছর পর ২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল ভারতীয় রেলে চালু হল চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা। মুম্বই থেকে নাসিক জেলার মানমাড়গামী (২৫৮ কিমি দূরত্ব) পঞ্চবটী এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হল। মুম্বই-হিঙ্গোলি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেও এই এটিএম পরিষেবা পাওয়া যাবে। চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় সফরকারী যাত্রীদের কারও আপৎকালীন কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন হলে তা পেয়ে যাবেন এবং বেশ উপকৃত হবেন।

ভারতীয় রেলের এই নতুন জনহিতকর উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি, চলন্ত ট্রেনে এটিএম পরিষেবা ঠিকঠাকভাবে চালু থাকবে, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং অদূরভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের দূরপাল্লার মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে এই এটিএম পরিষেবা চালু হবে। ভারতীয় রেলের উন্নয়ন মানে তো ভারতেরও উন্নয়ন।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গুটেনবার্গ বাইবেল, হীরকসূত্র ভোলা কঠিন

আন্তর্জাতিক বই দিবস আগামীকাল। বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে আতঙ্ক ছড়ালেও, বই চিরন্তন হয়েই থাকবে।

রামকানাই দাস

আন্তর্জাতিক বই দিবস প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, আগে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দিনটা পালন করা হত। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউনেসকো শেক্সপিয়র এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুদিবস ২৩ এপ্রিল তারিখে 'বিশ্ব বই দিবস' এবং 'কপিরাইট দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে, মানবসমাজে বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিছিল, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের মতো নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এই অবসরে, বই দিবস আলোচনার সূত্র ধরে, আমরা বই কাকে বলা যাবে সে সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিতে পারি। বিস্তৃত অর্থে বইয়ের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় একটা কথা। এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, কাগজে বা অন্য কিছুর পাতলা পৃষ্ঠায়, হাতে লেখা বা মুদ্রিত রূপে সজ্জিত পাতাসমূহের গুচ্ছ। যা একধারে বাঁধা থাকে এবং দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত থাকে, তাকে বই বলা যেতে পারে।

সংজ্ঞা মোতাবেক বইয়ের বাস্তব রূপ ধারণেই অনেক আগে থেকে, লিপি আবিষ্কারেরও আগে মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষত ধর্মীয় স্তুতি কথা ও আচরণবিধি সংক্রান্ত প্রচার চলে আসছিল। সেসব তখন মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত।

খ্রিস্টপূর্ব ৭ম থেকে ৪র্থ শতাব্দী সময়কাল থেকে মানুষ লিপি আবিষ্কার এবং বক্তব্যের লিখিত রূপ দিতে শুরু করে।

আদিতে পুস্তকাকারে নয়, বিভিন্ন নির্দেশ বা উক্তি পাহাড়ের দেওয়াল, মাটির পাটা, পাথর, ধাতুর পাত ইত্যাদি মাধ্যমে খোদিত হত। পরবর্তী সময়ে হাতে লেখা পুঁথির প্রচলন হয়। এ ব্যাপারে যুগান্তর ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর। সে সময় থেকে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৪৫৫ সালে প্রকাশিত তাঁর '৪২ লাইন বাইবেল' বা 'গুটেনবার্গ বাইবেল' বইটি প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হিসেবে প্রচারিত। তবে বাস্তবে চিনে এর অনেক আগে থেকেই মুদ্রিত বই প্রকাশ হয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে সেখানকার সুপ্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক 'হীরকসূত্র'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি নামই ভোলা কঠিন পৃথিবীর।

সময়ের সঙ্গে বইয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ রূপ অনেক পরিশীলিত, বর্ণময় হয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছরে, বিশেষত করোনাক্লিষ্ট দুটি বছরে সহসা বইয়ের প্রচলিত সংজ্ঞা ও ভবিষ্যৎকে যেন এক ঝটকায় ক্রান্তিকালের প্রান্তসীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাঠকের অঙ্গুলি নির্দেশে মুহূর্তে আবির্ভূতা নিরাকার মায়াবী আধুনিক বই আজ পরম্পরা প্রচলিত সুগঠিত সাকার জড় বইকে যেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে ভালো দিক একটাই। ই-বুক বর্তমানে দিন-দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সুবিধে অনেক, তাই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এটা সংরক্ষণের জন্য কোনও লাইব্রেরি বা ঘরের প্রয়োজন হয় না। যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। প্যাকিং খরচ বা পরিবহণ খরচ নেই।

এর পরেও একটা কথা বলা যায়। নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত হয়ে সুগঠিত ও সাকার বই বিরাজমান থাকবে বহুকাল। আপন গৌরব আর আভিজাত্যে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। কৃষি দপ্তরের প্রাক্তন আধিকারিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলীকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনা বা রুপার পাতলা আবরণ ১৩। মুখশ্রী বা শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা অবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

সমাধান ■ ৪১২০

পাশাপাশি : ১। আরবি ৪। চালিত ৫। পাশা ৭। কাকলি ৮। বশীভূত ৯। বাতায়ন ১১। পালুই ১৩। কুব্জ ১৪। বহর ১৫। দমন।

উপর-নীচ : ১। আঢাকা ২। বিচালি ৩। মতলব ৬। শানিত ৯। বার্তাকু ১০। নড়বড়ে ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

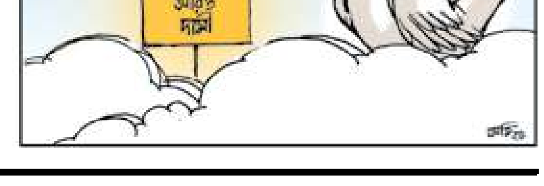

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস

প্রার্থনা... পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে গির্জায় গির্জায় তাঁকে স্মরণ। সোমবার চেন্নাইয়ে।

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : রবিবার ইস্টারের দিন তিনি সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার বারান্দায় বসে হাসিমুখে আশীর্বাদ করেছিলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে। ঘটনাচক্রে সেদিনই পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। পোপের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য একান্তে আলোচনাও হয় তাঁর। তখন কে জানত, সোমবার সকালেই জীবনাবসান হবে পোপ ফ্রান্সিসের!

বিশ্বজুড়ে ১৪০ কোটিরও বেশি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস আর নেই। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি সোমবার (ইস্টার মানডে) সকালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান।

ভ্যাটিকান থেকে এক ভিডিও বার্তায় জানানো হয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ভ্যাটিক্যানে তাঁর বাসভবন কাসা সান্টা মার্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পোপ। কার্ডিনাল কেভিন ফারেল ভ্যাটিকান টিভিতে বলেন, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পবিত্র পিতা ফ্রান্সিস আর আমাদের মাঝে নেই। আজ (সোমবার) সকালে রোমের বিশপ পরমেশ্বর পিতার ভবনে ফিরে গিয়েছেন।'

দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়া সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

পোপের মৃত্যুতে শোকাহত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স বলেন, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না তিনি নেই। গতকালই তো তাঁর সঙ্গে কত কথা হল!' শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে পুরোনো কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পোপ ফ্রান্সিস গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে করুণা, নম্রতা এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' শোকপ্রাকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পোপ ফ্রান্সিস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে যেন সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার পরিবর্তে রোমের সান্তা মারিয়া ম্যাজিওরে বাসিলিকায় সমাধিস্থ করা হয়। এছাড়া তিনটি কফিনের বদলে একটি কাঠ ও দস্তার কফিনেই যেন রাখা হয় তাঁকে। প্রয়াত ধর্মীয় নেতার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে শত বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও পোপ সমাধিস্থ হবেন ভ্যাটিকানের বাইরে।

আর্জেন্টিনার বাসিন্দা জর্জ মারিও বেরগোলিও ২০১৩ সালে ৭৬ বছর বয়সে পোপ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন প্রথম যিশু সংঘের সদস্য (জেসুইট) যিনি ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে আসেন এবং আমেরিকা মহাদেশ থেকে হন প্রথম পোপ। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল।

ইন্টাররেগনাম (পোপের মৃত্যু-পরবর্তী শূন্য সময়)

■ পোপের মৃত্যুর পর ভ্যাটিকানে 'ইন্টাররেগনাম' শুরু হয়।

■ ভ্যাটিকানের ক্যামেরলেনগো (কোষাধ্যক্ষ) তিনবার পোপের নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেলে মৃত্যুর ঘোষণা করেন।

■ আগের যুগে রুপার হাতুড়ি দিয়ে কপালে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হত, যা ১৯৬৩ সালের পর থেকে বন্ধ।

■ পোপের অ্যাপার্টমেন্টে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আগে এটি করা হত লুটপাট রুখতে।

■ পোপের 'ফিশারম্যান' রিং ও সিল ভেঙে ফেলা হয়, যা তাঁর ক্ষমতার অবসান নির্দেশ করে।

সমাধি

■ পোপের মৃত্যুর ৪-৬ দিনের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি বা সমাহিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় (নিয়ম অনুযায়ী)।

■ সাধারণত সেন্ট পিটার্স বাসিলিকায় তাঁকে সমাহিত করা হয় (যদি না অন্য কোথাও সমাহিত করার ইচ্ছা থাকে)।

■ এরপর শুরু হয় ৯ দিনের শোক পালন।

নতুন পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়া (পাপাল কনক্লেভ)

■ মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কনক্লেভ (সম্মেলন)-এ অংশ নেন কার্ডিনালরা।

■ ৮০ বছরের নীচের বয়সি কার্ডিনালরা ভোট দিতে পারেন। (এই মুহূর্তে ভারতে ৬ জন কার্ডিনাল থাকলেও তাঁদের মধ্যে চারজন ভোট দিতে পারবেন। এঁরা হলেন কার্ডিনাল জর্জ জ্যাকব কুভকাড, অ্যান্থনি পুলা, ক্লিমিস বেসলিওস এবং ফিলিপ নেরি ফেরাও।)

■ সিস্টিন চ্যাপেলে গোপন ভোট হয়। ভোটের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন তাঁরা।

■ প্রতিবার ভোটের পরে ব্যালট পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

■ কালো ধোঁয়া মানে এখনও পোপ নির্বাচিত হননি, সাদা ধোঁয়া মানে নতুন পোপ নির্বাচিত।

পরের পোপ কে, দৌড়ে এশীয়রাও

ভ্যাটিকান সিটি, ২১ এপ্রিল : মুকুট পড়ে আছে, রাজা নেই। ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করবেন কে? কে হবেন ক্যাথলিক গির্জার পরবর্তী সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা? এই নিয়ে কৌতূহল বিশ্বজুড়ে।

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রথম লাতিন আমেরিকান পোপ। রোমে শোকের আবহেই কার্ডিনালদের গোপন বৈঠকে (প্যাপাল কনক্লেভ) নতুন পোপ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে, এবারই কি প্রথম পোপের গুরুভার অর্পণ করা হবে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়কে?

সাধারণত পরবর্তী পোপ বাছাই করা হয় একটি 'কনক্লেভ' বা সম্মেলনের মাধ্যমে। কোনও পোপের মৃত্যুর ১৫-২০ দিনের মধ্যে ওই সম্মেলন শুরু হয়। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর পরবর্তী পোপ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন অনেকেই। চলুন, দাবিদারদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কয়েকজনকে দেখে নেওয়া যাক।

পিটার টার্কসন ৭৬

জন্ম ঘানায়। কেপ কোস্টের এই প্রাক্তন বিশপ আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ হতে পারেন। ২০১৩ সালের পোপ নির্বাচনের সময়ও তাঁর নাম শীর্ষে ছিল। সমকামী সম্পর্ক নিয়ে তিনি মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আফ্রিকায় কঠোর আইন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সেখানকার সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।

লুইস আন্তোনিও তাগলে ৬৭

ফিলিপিন্সের ম্যানিলার প্রাক্তন আর্চবিশপ তাগলে হতে পারেন প্রথম এশীয় পোপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্যাথলিক জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তাই তাঁর নির্বাচন গির্জার বিস্তারে ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

পিয়েত্রো পারোলিন ৭০

পোপ ফ্রান্সিসের সচিব হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এই কার্ডিনাল। রক্ষণশীল হিসাবে পরিচিত এই ধর্মীয় নেতা সমকামী বিবাহকে মানবতার পরাজয় বলে অভিহিত করেছিলেন ২০১৫ সালে। তবে চিনের সঙ্গে গির্জার বিতর্কিত ২০১৮ সালের চুক্তির জন্য তাঁর ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পিটার এরদো ৭২

হাঙ্গেরির এস্টারগোম-বুদাপেস্টের এই আর্চবিশপ ক্যাথলিক গির্জার রক্ষণশীল শাখার প্রতিনিধি। যদিও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনে যাজকদের ওপর নিপীড়নের সময় প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল তাঁর। বিবাহবিচ্ছিন্ন বা পুনর্বিবাহিতদের পবিত্র কমিউনিয়নে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।

হোসে টোলেন্তিনো ৫৯

পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপের এই আর্চবিশপ তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রার্থী। তিনি আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে বাইবেল শিক্ষার সংযোগ তৈরির পক্ষে এবং মনে করেন যাজকদের সিনেমা ও সংগীতের সঙ্গেও যুক্ত থাকা উচিত।

মাত্তেও জুপি ৬৯

বোলোনিয়ার এই আর্চবিশপ ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের মানবিক দিকটি জোর দিয়ে তুলে ধরেন।

মারিও গ্রেক ৬৮

মাল্টার গোজোর প্রাক্তন বিশপ গ্রেক বর্তমানে বিশপদের সিনোডের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি গির্জাকে সমকামী ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের বিষয়গুলি 'নতুনভাবে' দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবার্ট সারাহ ৭৯

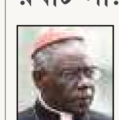

ফরাসি গিনি থেকে উঠে আসা এই অভিজ্ঞ কার্ডিনাল পোপ হলে তিনিও হবেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পোপ। তবে বয়স তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধকতা। তিনি বেশ রক্ষণশীল মনোভাবের এবং 'লিঙ্গ ভাবধারা' ও ইসলামিক মৌলবাদের কড়া সমালোচক।

এঁদের মধ্যে কে হবেন পরবর্তী পোপ, সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্ববাসী। কোনও কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় নেতা না কি আফ্রিকান, কার শিরে উঠবে ভ্যাটিকানের রাজপাট! নাকি ক্যাথলিক গির্জা আবারও হাঁটবে চেনা পথেই! সময়ই তার উত্তর দেবে। আপাতত অপেক্ষা।

বিচারককে 'দেখে নেওয়া'র হুমকি আসামির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : 'বাইরে আয়, দেখব কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!' খাস আদালতে দাঁড়িয়ে এভাবেই হুমকি দেওয়া হল এক মহিলা বিচারককে। দোষী সাব্যস্ত আসামির এহেন বেপরোয়া আচরণে হতবাক আদালত।

দিল্লির একটি আদালতে একটি চেক বাউন্স মামলার রায় দেওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ও তাঁর আইনজীবী মিলে মহিলা বিচারককে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ২ এপ্রিল, বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলার আদালতে।

'নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট'-এর ১৩৮ নম্বর ধারার অধীনে বিচারক শিবাঙ্গী মঙ্গলা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চেক বাউন্স মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এরপর আসামিকে জামিনের শর্ত অনুযায়ী ধার্য ৪৩৭এ ধারায় বন্ড জমা দিতে বলা হয়।

রায় শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দোষী আসামি। আদালতে বসেই তিনি বিচারকের দিকে কিছু ছুড়ে মারার চেষ্টা করেন এবং তাঁর আইনজীবীকে বলেন, 'আমি কিছু শুনতে চাই না, যে করে হোক রায় বদল করাও।' এরপর বিচারকের দিকে ঘুরে ওই ব্যক্তি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে হুমকি দিয়ে বলেন, 'তু হ্যায় ক্যা চিজ, তু বাহার মিল দেখতে হ্যায় ক্যায়সে জিন্দা ঘর জাতি হ্যায়!' ('তুই কী জিনিস? বাইরে দেখা কর, দেখি তুই কীভাবে জ্যান্ত বাড়ি ফিরিস!')

তবে হুমকির মুখেও অবিচলিত ছিলেন মহিলা বিচারক। তিনি তাঁর রায়ে লেখেন, অভিযুক্ত এবং তাঁর আইনজীবী আত্মসমর্পণ না করে বরং তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানান, কোনওরকম ভয়ভীতির কাছে নতিস্বীকার না করে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তিনি এ নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাবেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

এছাড়া দোষী সাব্যস্ত আসামির আইনজীবী অতুল কুমারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। তাতে বলা হয়েছে— কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মামলা রেফার করা হবে না, তা লিখিতভাবে জানাতে হবে।

আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ জওয়ান

রায়পুর, ২১ এপ্রিল : কেন্দ্র মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে শান্তি প্রস্তাব দিলেও নাশকতা অব্যাহত রেখেছে মাওবাদীরা। সোমবার বিজাপুরে এক শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের। মৃত বছর ২৬-এর মনোজ পূজারি মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুরের টয়না-ফারসেগড় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

সিএএফ-এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান মনোজ রাস্তায় তল্লাশি চালানোর সময় তাঁর পায়ের চাপে বিস্ফোরণ ঘটে। ছত্তিশগড় সরকার এই ঘটনার কড়া নিন্দা করে জানিয়েছে, মাওবাদীদের এটা কাপুরুষোচিত কাজ। যাঁরা গ্রামীণ উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন ও সংযোগস্থাপনের কাজ করছেন, তাঁদের নিশানা করেছে মাওবাদীরা। ঘটনার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী।

খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ, ইঙ্গিত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে মরিয়া ট্রাম্প। যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে বহুদিন থেকে আলোচনা চালাচ্ছেন তাঁর বিশ্বস্ত কূটনীতিকরা। অন্যদিকে নানাভাবে টালবাহানা চালাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাফল্য অধরা। তাতে ট্রাম্পের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার উপক্রম। যুদ্ধবিরতি না হলে ইউক্রেনের বিরল খনিজসম্পদ আমেরিকার হাতে আসবে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিত, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এই সপ্তাহে হতে পারে। ট্রাম্প এও বলেছেন, চুক্তি কার্যকর হলে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে আমেরিকা। তখন রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করতে পারবে। সূত্রের খবর, ইউক্রেন থেকে দখল করে নেওয়া ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে মান্যতা দিতে পারে ট্রাম্প সরকার। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারেন তিনি।

মুর্শিদাবাদ হিংসা : মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকা। হিংসার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন। সেই মামলার শুনানিতে উঠল শীর্ষ আদালতের 'অনধিকার চর্চা'র প্রসঙ্গ। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, আবেদনকারীর দাবি মানতে গেলে তো রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। আবেদনকারীর আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি গাভাইয়ের পর্যবেক্ষণ, আপনারা কী চাইছেন? আমরা আপনাদের আবেদন কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে লিখিত নির্দেশ দেব? আমাদের বিরুদ্ধে তো ইতিমধ্যে প্রশাসনিক পরিসরে প্রবেশের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি কোনও কোনও মহল থেকে শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তথা সংসদীয় পরিসরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপ্রিম কোর্টের তরফে সাংবিধানিক বিধিনিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর বিজেপির একাধিক নেতা পালটা সরব হয়েছেন। গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট অনধিকার চর্চা করেছে। শীর্ষ আদালতই যদি সব বিষয় স্থির করে দেয় তাহলে সংসদ ও বিধানসভার কার্যকারিতা থাকে না।' ওয়াকফ আইনের কিছু অংশের প্রয়োগের ওপর সুপ্রিম স্থগিতাদেশ জারি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা দীনেশ শর্মা। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর বলেন, 'এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে হবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা অবশ্য দলের নেতাদের বক্তব্যকে 'ব্যক্তিগত' বলে জানিয়েছেন। তবে দলের তরফে নিশিকান্ত বা দীনেশের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রাখার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। সেই মামলার রায়ে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়েছিল, সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ তাঁর দায়িত্ব পালন না করলে আদলত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

এদিকে মুর্শিদাবাদে হিংসা নিয়ে দায়ের হওয়া অপর একটি মামলা এদিন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি দায়ের করেন দেবদত্ত মাজিদ নামে একজন। তাঁর আইনজীবী শশাঙ্কশেখর ঝা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানান।

কিন্তু বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এনকে সিংহের বেঞ্চ জানায়, নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য পেশ করেনি আবেদনকারী পক্ষ। এরপরই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে আরও প্রস্তুতি নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মামলা খারিজের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিন মুর্শিদাবাদ হিংসা সংক্রান্ত আরও একটি মামলার শুনানি হয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে।

ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে তৃণমূলও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেস, আরজেডি ও এআইএমআইএম মামলা দায়ের করেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেসও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে করেছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কবে মামলা দায়ের করা হবে বা কী পদ্ধতিতে করা হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এর আগেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ব্যক্তিগতভাবে একটি পিটিশন করেছিলেন। এবার দলই আইনি লড়াইয়ে নামতে চলেছে। ওয়াকফ আইন ঘিরে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ ও হিংসার ঘটনায় জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের প্রতিনিধিদল মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় ঘুরে স্থানীয়দের দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করাচ্ছেন, যাতে পরবর্তী সময়ে সেই কাগজে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বয়ান লেখা যেতে পারে। তৃণমূলের দাবি, 'এই পুরো পরিকল্পনার পিছনে বিজেপি ও আরএসএস কাজ করছে এবং পূর্ববর্তী সন্দেশখালি পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে।' দলের রাজ্যসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'জাতীয় মহিলা কমিশন এখন 'কুখ্যাত কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালিতে সাদা কাগজে ধর্ষণের অভিযোগের জন্য স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। এবার একই চিত্র দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও মালদায়।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রীকে নিয়ে অক্ষরধাম মন্দিরে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স। সঙ্গে সন্তানরা। নয়াদিল্লিতে।

মোদির বাসভবনে বৈঠকে ভান্স

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : চারদিনের সরকারি সফরে সোমবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে পা রাখলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। সঙ্গী স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি এবং তিন সন্তান। বিমান থেকে নামার সময় জেডি-ঊষার দুই ছেলে ইউয়ান, বিবেক এবং মেয়ে মিরাবেলের পরনে ছিল ভারতীয় পোশাক। ভান্সের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়ার ডিরেক্টর রিকি গিল এবং পাঁচ উচ্চপদস্থ আধিকারিক। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে আসার আগে ভান্সের চলতি ভারত সফর বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

এদিন দিল্লি বিমানবন্দরে ভান্সকে দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার। তাঁকে স্বাগত জানান রেল ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তার আগে ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। সেখানে হাজির ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

সূত্রের খবর, বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং ভারত-আমেরিকার সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি। ক্ষমতায় আসার পর পারস্পরিক শুল্কনীতি চালু করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তিন মাসের জন্য সেই শুল্ক স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন সেব্যাপারেও মোদি ও ভান্সের মত বিনিময় হয়েছে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের সফর চলাকালীন দুই দেশের মধ্যে 'ট্রাস্ট' অর্থাৎ ট্রান্সফর্মিং রিলেশনশিপ ইউটিলাইজিং স্ট্র্যাটেজিক টেকনলজি নামে একটি নতুন প্রযুক্তি-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

নজরে বাণিজ্য

দিল্লিতে পা রেখেই সপরিবারে স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দিরে দর্শনের জন্য যান ভান্স। মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। দেওয়া হয় একটি খোদাই করা কাঠের হাতি, মন্দিরের মডেল ও বই।

মন্দিরের ভিজিটরস বুকে ভান্স লিখেছেন, 'আমার পরিবারকে যে উষ্ণতা ও সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে তাঁর জন্য ধন্যবাদ। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও যত্ন নিয়ে তৈরি এই মন্দির ভারতের গর্ব। আমাদের সন্তানরা এখানে খুব উপভোগ করেছে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

তাঁর কনভয়ের যাতায়াতের কারণে দিল্লির বহু এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরগাঁওয়ের নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকে।

তবে ভান্স পরিবার মন জয় করে নিয়েছে ভারতীয়দের। তাঁদের তিন সন্তানের পোশাক নজর কেড়েছে সমাজমাধ্যমে। ৮ বছরের ইউয়ান এবং ৫ বছরের বিবেক পরেছিল হলুদ ও ধূসর কুর্তা-পাজামা, আর ৩ বছরের মিরাবেল পরেছিল সবুজ আনারকলি ও এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট।

ঊষা ভান্স লাল রঙের লম্বা পোশাকের ওপর সাদা ব্লেজার পরেছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন নেভি-ব্লু সুটে। ২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় তিনি রাজস্থানের আম্বার দুর্গ পরিদর্শন করবেন এবং বিকেল ৩টায় রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বক্তৃতা দেবেন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে। ২৩ এপ্রিল আগ্রা সফরের পর জয়পুর ফিরে সিটি প্যালেস দর্শন করবেন। ২৪ এপ্রিল সকালে আমেরিকা ফিরে যাবে ভান্স পরিবার।

জেডি ভান্সের স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ ও মা লক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ঊষার বাবা রাধাকৃষ্ণ মাদ্রাজ আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মা লক্ষ্মী মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। তবে চারদিন ভারতে থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশে যাওয়ার কোনও কর্মসূচি তাঁদের নেই।

বস্টনে বিস্ফোরক রাহুল

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : বিদেশ সফরে গিয়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোটের বিপুল জয় নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধি। রবিবার আমেরিকার বস্টনে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, মহারাষ্ট্রে ভোটদাতাদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পড়েছে। বিধানসভার ভোটগ্রহণের দিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের পরিসংখ্যান দিয়ে জানায় দু-ঘণ্টায় নাকি ৬৫ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এটা বাস্তবিক অসম্ভব ব্যাপার।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতে, এত বিপুল সংখ্যায় ভোট পড়লে ভোটকেন্দ্রগুলির বাইরে লম্বা লাইন চোখে পড়ত। কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। রাহুলের কথায়, 'একজন ভোটারের ভোট দিতে ৩ মিনিট সময় লাগে। এই হিসাবে রাত ২টো পর্যন্ত বুথের বাইরে ভোটারদের লাইন থাকার কথা। কিন্তু সেটা ছিল না।' কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুলের অভিযোগ, 'আমরা ওদের (নির্বাচন কমিশন) কাছে ভোটগ্রহণের ভিডিওগ্রাফি চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই আবেদন শুধু ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, আইনও বদলে ফেলা হয়েছে। যাতে আমাদের পক্ষে ভিডিওগ্রাফি চাওয়া সম্ভব না হয়।' তিনি বলেন, 'খুব পরিষ্কার যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আপস করেছে। গোটা প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতভাবে কিছু গলদ ছিল।'

'আপস করেছে কমিশন'

বস্টনে রাহুল গান্ধি। সঙ্গী স্যাম পিত্রোদা।

বিদেশে রাহুলের বক্তব্য আলোড়ন ফেলেছে ভারতে। তবে নির্বাচন কমিশন নয়, কংগ্রেস নেতাকে জবাব দিয়েছে বিজেপি। শুধু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ খারিজ করাই নয়, রাহুল ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাসকদল। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র সোমবার বলেন, 'ইডি পদক্ষেপের কারণে আপনি নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এতে কিছুই হবে না। ইডি আপনাকে রেহাই দেবে না। কারণ ওরা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে।'

সম্বিতের হুঁশিয়ারি, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা চলছে। আপনি রেহাই পাবেন না। আপনার মা সহ আপনাকে অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে। আপনারা জেলে যাবেন।' বিজেপি নেতা আরও বলেছেন, 'আপনি বিশ্বাসঘাতক। শুধু বিদেশের মাটিতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে অপমান করেননি, বরং ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আপনি এবং আপনার মা দেশের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আপনি এবং আপনার মা পার পাবেন না।'

রাগি বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় আমির

মুক্তির জন্য তৈরি হচ্ছে 'সিতারেঁ জমিন পর'। অনেকদিন পর আবার আমির খান অভিনয়ে ফিরছেন এবং এই ছবিতে তাঁর চরিত্র নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে সেই ২০২৩ থেকেই, যখন ছবির কথা ঘোষণা হল। তখনই এক সাক্ষাৎকারে চরিত্রটি নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন, সেটিই সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে আবার শেয়ার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'শুনতে সিতারেঁ জমিন পর তারে জমিন পর-এর সিক্যুয়েল, কিন্তু থিম অনুযায়ী এটি প্রথমটির থেকে ১০ পা এগিয়ে। প্রথমটি আপনাদের কাঁদিয়েছিল, এটি হাসাবে। এখানে আমার চরিত্রের নাম গুলশন। সে বাস্কেটবল কোচ। অসম্ভব রাগি। বাড়িতে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। সিনিয়র কোচকে মারে। তারে জমিন পর-এ আমি মানে নিকুম্ভ খুব সংবেদনশীল শিক্ষক ছিল, যার সঙ্গে একজন ডিসলেক্সিক ছাত্রের অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে আমি মানে গুলশন কীভাবে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে তার চারপাশের লেকজন তাকে প্রকৃত একজন মানুষ হয়ে উঠতে শেখায়, তাই দেখা যাবে। সিতারেঁ জমিন পর স্প্যানিশ ছবি ক্যাম্পিয়ন বা চ্যাম্পিয়ন অবলম্বনে নির্মিত। হলিউডেও এই ছবি হয়েছে। আর এস প্রসন্ন পরিচালিত সিতারেঁ জমিন পর-এ আমিরের সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি, জেনেলিয়া দেশমুখ প্রমুখ।

পাটানি নন তিনি, সত্যিই এক পাটরানি

খুশবু পাটানিকে চেনেন? এমনিতে না-ও চিনতে পারেন, তবে পদবি দেখলে নিশ্চয়ই বুঝবেন। তিনি দিশা পাটানির কেউ। ঠিকই ধরেছেন, দিশার বোন তিনি। সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন একসময়। মেজর ছিলেন। তবে এখন শুধুই দেশের কাজ করে চলেন খুশবু।

বোনের মতো ডাকসাইটে সুন্দরী। তবু সিনেমায় কোনও দিন যাননি। বরং সমাজ তাঁকে অনেক বেশি টানে। খুশবু থাকেন লখনউতে। সেখানে বরৈলিতে তাঁর বাড়ি। সকালে বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন খুশবু। আর তখনই তাঁর কানে আসে কান্নার আওয়াজ। বাড়ির পিছন থেকে একটা ছোট্ট মেয়ের গলায় কান্নার আওয়াজ আসছে না?

খুশবু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, একটি শিশু মাটিতে শুয়ে কাঁদছে, মুখে আঘাতের চিহ্ন। শিশুটিকে একটু শান্ত করেই খুশবু প্রথমে নিজের বাড়িতে আনেন এবং তাঁর শুশ্রূষা করেন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ শিশুটিকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও গোটা ঘটনাটি পোস্ট করেন খুশবু পাটানি। পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পুলিশ-প্রশাসন সকলকেই ট্যাগ করে লেখেন, 'যাকে রাখে সাইয়া, মার সাকে না কোই।
আশা করি, কর্তৃপক্ষ ওর সঠিক দেখভাল করবে। দয়া করে দেশের কন্যা সন্তানদের রক্ষা করুন! কতদিন চলবে এইসব? ও যাতে সঠিক পরিবারে যায় এবং ওর ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয়, তা নিশ্চিত করব আমি।'

সার্কেল অফিসার পঙ্কজ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে ওই শিশুটিকে ফেলে গিয়েছে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

একনজরে সেরা ৫

লড়ছে জাট

'কেসরি চ্যাপ্টার ২' আছে, তবু নিজের শক্তি নিয়ে সানি দেওল-রণদীপ হুডা অভিনীত 'জাট' লড়াই করছে। ১০ দিন আগে মুক্তি পেয়ে জাট বিশ্বজুড়ে ৭০ কোটির ব্যবসা করেছে। কেসরি-র পর ছবি একটু থমকেছে। তবে কেসরি দারুণ ব্যবসা করছে না। আশা করা যায়, আগামীতে জাট তার নিজস্ব গতিতেই ফিরবে।

এবার বিচার

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ইউ টিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর পাসপোর্ট সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত শেষ। ২৮ এপ্রিলের শুনানিতে জানা যাবে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমেডিয়ান সময় রায়না এক শিশুর মেরুদণ্ডের জটিল অসুখ নিয়ে যে কু-মন্তব্য করেছিলেন তারও পর্যালোচনা করবে কোর্ট।

এলেন যশ

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এ রাবণ হয়েছেন কন্নড় অভিনেতা যশ। চলতি সপ্তাহে তাঁর একার অংশের শুটিং শুরু করবেন। শুটিং শুরু করার আগে তিনি সব সময় মন্দিরে পুজো দেন। এবার উজ্জয়িনীতে শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন। টক্সিক ছবির শুটিং সম্প্রতি শেষ করে রামায়ণ শুরু করছেন যশ।

মোদি বায়োপিক

নীরব মোদির বায়োপিক হচ্ছে। গুলাক ছবির পরিচালক পলাশ বাসওয়ানি এই ছবিরও পরিচালক। ডায়মন্ড মুঘল 'নীরব'-এর উত্থান এবং এখন তার পলাতক জীবনের কথা ছবিতে আসবে। ছবির গুরুত্ব আরও বেড়েছে সম্প্রতি নীরবের কাকা মেহুল চোকসির গ্রেপ্তারের পর। প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে 'নীরব' হবার জন্য কথা হচ্ছে।

আবার ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়ের রয়েল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাস নিয়ে নতুন সিরিজ পরিচালনা করছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সোমবার তার শুটিং শুরু হল। টোটা রায়চৌধুরি, কঙ্কন মিত্র ও অনির্বাণ চক্রবর্তীকে যথাক্রমে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ুর চরিত্রে দেখা যাবে। মহীতোষ সিংহ রায়ের চরিত্রে আছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী।

টাকা নিয়ে আন্দোলন? তীব্র রোষ সুদীপ্তার

টালিগঞ্জে কান পাতলেই নাকি 'অ্যাপিয়ারেন্স ফি'র কথা শোনা যাচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডে যে সব তারকারা আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাকি ফোন নিয়েছেন, কিংবা টাকা নিয়েছেন। জর্জিয়া থেকে ফোনে এ কথা জানিয়েছেন পরিচালক অরিন্দম শীল। তিনি অবশ্য বলেছেন, এই অভিযোগ তাঁর নয়। কান পাতলে নাকি এ কথা শোনা যাচ্ছে। টালিগঞ্জের লোকেরাই এ কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

অরিন্দম শীল কথাগুলো বলার পরেই তাঁর নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অরিন্দম শীলকে উদ্দেশ্য করে সুদীপ্তা লিখেছেন, 'আমি টালিগঞ্জেই কাজ করি। এই মুহূর্তে টালিগঞ্জের একটি স্টুডিওর সাজঘরে বসে লিখছি। আমি এই অঞ্চলে কান পেতে এরকম কিছু শুনতে পাইনি আজ অবধি। হয়তো সঠিক লোকজনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, তাই।

সে যাই হোক, আমিও টালিগঞ্জের শিল্পী, আমিও মহিলা এবং ওই আন্দোলনে আমিও রাস্তায় হেঁটেছি। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক লাগছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

এই অভিযোগ যেহেতু তুমি করেছ, সেহেতু সেইসব মহিলা শিল্পীর নাম প্রকাশ্যে জানানোর দাবি রাখছি। নতুবা এই অভিযোগ এই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমেই প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

দাদাগিরি ছেড়ে সৌরভ ১২৫ কোটির চুক্তিতে

জি বাংলা ছাড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে চ্যানেলের জনপ্রিয় কুইজ শো দাদাগিরি-তে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। ৪ বছরের জন্য স্টার জলসার সঙ্গে ১২৫ কোটি টাকার চুক্তি করেছেন তিনি। এই চ্যানেলের বিগ বস ও নতুন কুইজ শো-তে তাঁকে দেখা যাবে ২০২৬ সালের জুলাই মাস থেকে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, আমি নিয়েছি। নতুন কিছু করার নেশা আমাকে তাড়া করে সব সময়। তাই নতুন চ্যানেলে নতুন ভূমিকায় এলাম।' তিনি দাবি করেছেন টাকা নয়, কাজের জন্যই কাজ করেন। সৌরভের কথায়, 'দর্শক আমায় দেখতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে টিভির সামনে বসেন। আমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান সপ্তাহের শেষে ভালো রেটিং পায়, নির্মাতাদের আনন্দ হয়। এসব দেখলে টাকার কথা মনে পড়ে না।'

উজ্জ্বল নিকম হবেন রাজকুমার রাও

বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকে গোড়া থেকেই কথা ছিল নামভূমিকায় থাকবেন আমির খান। এখন রাজকুমার রাও উজ্জ্বল হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রযোজক দীনেশ ভিজানের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কথা হয়েছে, তিনি রাজিও আছেন। তবে এখন ভুলচুক মাফের মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এরপর বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত একটি ছবিতে স্পোর্টসম্যান হবেন তিনি, তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুতি দরকার তাঁর। এসবের পর উজ্জ্বল নিকমের পালা আসবে।

সূত্রের খবর, আমির উজ্জ্বল হবেন ধরে নিয়ে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল এবং সেটা ছিল মূলত একটি কোর্টরুম ড্রামা। এখন রাজকুমারের নিজের স্টাইলের কথা মনে রেখে চিত্রনাট্যকে আরও মাটির কাছাকাছি এবং আরও ওজনদার করা হবে। প্যানডেমিকের আগে থেকেই ছবির প্রস্তুতি শুরু হয়। একাধিক লেখক চিত্রনাট্য লেখেন, আমিরের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু আমির অভিনয় থেকে সরে এই ছবিতে শুধুমাত্র প্রযোজক হিসেবেই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

একসঙ্গেই বিবাহবার্ষিকী সারলেন অ্যাশ-অভি

গত এক বছর ধরে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদের কথা শুনিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া। সেই আম্বানিদের বিয়েবাড়িতে একসঙ্গে না যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা বাড়ে। তবে মেয়ে আরাধ্যার স্কুলের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গিয়েছিলেন এই দম্পতি। মেয়ের জন্মদিনও একসঙ্গে উদযাপন করেন, সে খবরও পাওয়া গিয়েছিল। এবার আর একটি ঘটনায় বিচ্ছেদের চর্চায় জল ঢাললেন ওঁরা। ১৮তম বিবাহবার্ষিকী ওঁরা একসঙ্গে উদযাপন করলেন। আরাধ্যাও ছিল। বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখেন অভি-অ্যাশ। ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব সপাটেই দেন ওঁরা। দুজনই বদ্ধিদীপ্ত। এবারেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন এই দম্পতি—একসঙ্গে বিয়ের দিন আনন্দ করলেন, মুখ বন্ধ করলেন নিন্দুকের।

যিশু কি আদৌ সিরিয়াস নন?

'হোয়াই সো সিরিয়াস' ফিল্মস নিয়ে আসলে যিশু সেনগুপ্ত যে কতখানি সিরিয়াস, তার প্রমাণ মিলছে হাতেনাতে। শহরের অনেক জায়গায় বেশ বড় বড় করে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। সেখানে বিরাট করে যিশু এবং সৌরভ দাসের ছবি। এর আগে কোনও প্রোডাকশন সংস্থা এভাবে যে নিজেদের বিজ্ঞাপন করেছে, এমনটা দেখা যায়নি।

যিশু কিন্তু করছেন। জবাব দিচ্ছেন কাউকে? নাকি নীলাঞ্জনার হাউসের সঙ্গে শুরু থেকেই ভীষণ কঠিন এক প্রতিযোগিতা শুরু করলেন? জানা নেই। অবশ্য এর আগে কোনও বলিউডি মুখ টলিউডের প্রোডাকশনের সঙ্গে যোগ দেননি। এবার মহেশ ভাট আসাটা যিশুর সংস্থার জন্য একটা গণ্ডিভাঙা এফেক্ট নিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। সেই জন্যই হয়তো এমন জমিয়ে প্রচার।

তবে প্রচারের সঙ্গে যে নামগুলো জড়াচ্ছে, তা দেখলেও চক্ষু চড়কগাছে উঠবে, সন্দেহ নেই। জানেন কার নাম এসেছে? রোহিত শেট্টি। রোহিত শেট্টি প্রোডাকশনের সঙ্গে যিশুর প্রোডাকশন কাজ করবে কিনা, জানা নেই। যিশু নিজে সেই প্রোডাকশনে থাকবেন কিনা, তাও জানা নেই। তবে একটা বড়সড় যে কিছু হতে চলেছে, সেই বিষয়টা নিশ্চিত। কী ঘটবে? নাহ, এখনই উত্তর খুঁজে লাভ নেই। হোয়াই সো সিরিয়াস?

মালদা স্টেশনে সিসিটিভি মেরামত

মালদা, ২১ এপ্রিল : তিনদিন আগে মালদা টাউন স্টেশনের নিরাপত্তার বেহাল অবস্থার দিকটি তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। স্টেশন চত্বরের ৫২টি ক্যামেরা বিকল হয়ে থাকার খবর প্রকাশিত হওয়ায় নড়েচড়ে বসল রেল কর্তৃপক্ষ। স্টেশনের বেশিরভাগ ক্যামেরার লাইভ ফিড চালু করা হয়েছে। তবে এখনও সব ক্যামেরার রেকর্ডিং হচ্ছে না। সেই কাজও চলছে।

স্টেশনে প্রায় কুড়ি দিন ধরে ক্যামেরাগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। বিষয়টি মেনে নিয়েছেন পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম মনীশকুমার গুপ্ত। তিনি বলেন, 'সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্যার কারণে স্টেশনের ৫২টি সিসি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে ছিল। সেগুলি ঠিক করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে বেশিরভাগ ক্যামেরা ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

রেল দপ্তর ও আরপিএফ সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে মালদা টাউন স্টেশনের ৫১টি সিসি ক্যামেরার লাইফ ফিড দেখতে পাচ্ছেন আধিকারিকরা। এখনও ৩২টি ক্যামেরার রেকর্ডিং হচ্ছে না। টেকনিসিয়ানরা সেগুলি তাড়াতাড়ি ঠিক করার কাজ করছেন।

মালদায় স্কুল কুইজ ফেস্ট

মালদা, ২১ এপ্রিল : মালদা কুইজ ফোরামের উদ্যোগে মালদা টাউন হলে আয়োজন হতে চলেছে রাজ্যস্তরের স্কুল কুইজ ফেস্ট। মঙ্গলবার ওই অনুষ্ঠানটি হবে। সেখানে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ১৬টি স্কুলের পড়ুয়ারা ফেস্টে অংশগ্রহণ করবেন।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক শিক্ষক কনকেন্দু মোদক জানান, 'বেসরকারিভাবে এই প্রথম রাজ্যে এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে।'

সংস্থার সভাপতি দীপক চৌধুরীর মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের সাতটি স্কুলের পড়ুয়াদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের সাতটি স্কুলওঅংশগ্রহণ করবে।'

অনুষ্ঠানের মুখ্য উপদেষ্টা প্রসেনজিৎ দাসের বক্তব্য, 'এই ধরনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।' মঙ্গলবার উদ্বোধন পর্বে গৌড়বঙ্গের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া প্রমুখ হাজির থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

ওই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	২৭
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২৩
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৫১
ও নেগেটিভ	২
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	১৯
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২১
ও নেগেটিভ	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৯৪৪৮৫১৪৮৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

গঙ্গারামপুর শহরের ১৫ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সোমবার হোলি উৎসব পালন করলেন। প্রতি বছর গুডফ্রাইডের পরে এই উৎসব পালন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

কলেজপাড়া বাজার নিয়মিত পরিষ্কার হয় না

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : কয়েক ঘণ্টা টানা বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে বাজার চত্বর। জল বেরোনোর ব্যবস্থা নেই। ভেতরের রাস্তাও খানাখন্দে ভরা। রাস্তার গর্তে জল জমে তৈরি হয় মরণফাঁদ। শুধু তাই নয়, বাজারের মধ্যস্থলে বেশ কিছু সিমেন্টের পিলার বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনও শেড নেই। পাশাপাশি বাজার নিয়মিত পরিষ্কার হয়না।

রায়গঞ্জ শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ঠিক রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে রয়েছে কলেজপাড়া বাজার। এক সময় সকাল হলেই এই বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে গমগম করত। কিন্তু বর্তমানে কেউ এই বাজারমুখী হচ্ছে না। উলটে এলাকার বাসিন্দারা রেলস্টেশন বাজার, বীরনগর রাসবিহারী মার্কেট, দেবীনগর বাজার ও মোহনবাটি বাজারে চলে যাচ্ছেন।

অভিযোগ, এই বাজারে আমদানি কম থাকায় সবজি, মাছ ও মাংসের দাম বেশি। ক্রেতা কমে যাওয়ায় বাজারের স্থায়ী ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অথচ কলেজপাড়া এলাকায় রয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, দমকল, পলিটেকনিক, বিডিও অফিস, রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগার সহ একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান। বহু চাকরিজীবী পড়ুয়ারা ভাড়া নিয়ে ওই এলাকায় থাকেন। বাজারের পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শাকসবজি ও মাছের দাম স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে বাজার কমিটির কাছে আবেদন জানিয়েছেন ক্রেতারা।

ক্রমে খদ্দের কমায় উদ্বেগ

কলেজপাড়া বাজারের চিত্র। সোমবার রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

শহরবাসী শুভাশিস ভট্টাচার্য, শংকর বসাক বলেন, 'বাজারে ঢুকতে গেলেই নোংরা আবর্জনার দিকে চোখ যায়। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। বর্ষাকালে তো জলকাদা জমে থাকে।' ক্রেতাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে কলেজপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি অমিত করের সাফাই, 'পুরসভার সাফাইকর্মীরা নিয়মিত পরিষ্কার করেন না। খুব আবেদন-নিবেদন করলে মাঝেমধ্যে কাজ করে। ফলে নোংরায় ভরে যায়। তবে আমরা বাজার কমিটির তরফে সপ্তাহে একদিন সাফাইকর্মী লাগিয়ে পরিচ্ছন্ন রাখি।' বাজার কমিটির সম্পাদক মন্টু তালুকদারের অভিযোগ, 'সকালে এসেই সাফাইকর্মীদের পরিষ্কার করার জন্য আবেদন করতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বাধ্য হয়ে আমরা চাঁদা দিয়ে মাঝেমধ্যে সাফাইকর্মী রেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি বাজার।'

দিন দিন ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। যা নিয়ে স্থানীয় পুর কোঅর্ডিনেটর কেয়া চৌধুরীর মন্তব্য, 'হাতেগোনা সাফাইকর্মী দিয়ে বাজার নিয়মিত পরিষ্কার করা যায় না। তবে বাজার কমিটির সদস্যরা জানালেই আমাদের সাফাইকর্মীরা পরিচ্ছন্ন করেন। তবে লোক আছে শুধু বদনাম করার জন্য বসে থাকেন। তারাই এসব অভিযোগ তোলেন।'

ডালখোলা থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চুরি

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ২১ এপ্রিল : থানার অদূরে ভোররাতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ডালখোলা পুরসভার শ্রীপল্লিতে। পুলিশের নাকের ডগায় এমন ভয়াবহ চুরির ঘটনায় আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন শ্রীপল্লির বাসিন্দা তথা ডালখোলা হাইস্কুলের শিক্ষাকর্মী শত্রুঘ্ন ঝা। সোমবার ভোরে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে সদর দরজার তালা খুলতে গিয়ে দেখেন, বাড়ির ভেতরে রয়েছে মুখ ঢাকা এক অজ্ঞাত পরিচয় তরুণ। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ির পিছন দিক দিয়ে সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। আকস্মিকভাবে বাড়ির ভিতর থেকে অজ্ঞাত তরুণকে পালাতে দেখেই চোর চোর বলে চিৎকার করতে শুরু করেন শত্রুঘ্নবাবু। এরপরেই বাড়ির ভিতর থেকে আরও দুই দুষ্কৃতীকে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যেতে দেখেন তিনি। কাকভোরে আচমকা এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গৃহকর্তা।

শত্রুঘ্নবাবুর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এরপর বাড়িতে ঢুকে তিনি দেখেন, সব ঘরের দরজা লক কাটা। ঘরে থাকা আলমারি ও লকারের তালা ভাঙা। ঘরের সমস্ত জিনিস লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। শত্রুঘ্নবাবুর দাবি, 'আমার স্ত্রীর বেশ কিছু সোনা ও রুপোর গয়না খোয়া গিয়েছে। নগদ ৫ হাজার টাকা ছিল। সেটাও নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।'

স্থানীয়রা বলেন, অদূরেই পুলিশ মহকুমা আধিকারিকের বাসস্থান। ২৪ ঘণ্টা সেখানে প্রহরী থাকে। এছাড়া পাড়াতেই রয়েছে থানা। থানার একাধিক পুলিশকর্মীরাও পাড়াতেই বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তারপরও মাঝেমধ্যেই পাড়াতে চুরির ঘটনা ঘটছে।

হজ প্রশিক্ষণ

মালদা, ২১ এপ্রিল : হজ করতে গিয়ে ভারতীয় পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় ও সৌদি আরবের নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হজ প্রশিক্ষণ শিবির হল মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে। সোমবার ওই প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক মেঘা লামা, মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মহ: আসিফ হোসেন, রাজ্য হজ কমিটির প্রশিক্ষক মৌলানা আসরারুল হক প্রমুখ। এদিন চারশো জন শিবিরে আসেন।

পাড়ায় পাড়ায়

গঙ্গারামপুর

নর্দমা নেই ১১ নম্বর ওয়ার্ডে

গঙ্গারামপুর, ২১ এপ্রিল : পুরসভা তৈরির পর ৩২ বছর কেটে গিয়েছে। এখনও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নর্দমা তৈরি হয়নি। তাই এবার নিকাশানালার দাবি তুলে সরব হলেন বাসিন্দারা।

শহরবাসী অমিত সরকার, বিপুল মহন্তরা বলেন, দক্ষিণ স্কুলপাড়ার অনেক রাস্তায় এখনও নর্দমা তৈরি হয়নি। ভারী বৃষ্টি হলে জল জমে থাকে। এতে চলাফেরায় সমস্যা হয়। পুর কর্তৃপক্ষের সমস্যার সমাধান করা উচিত। পুরসভা তৈরির পর আমাদের ওয়ার্ডে দু'একটি রাস্তায় নর্দমা তৈরি হয়েছিল। সেগুলির অবস্থাও বেহাল।

গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরাণপাড়া, হাইস্কুলপাড়া, ডাঙাপাড়া, মল্লিকপাড়া, সমরপল্লি, সাহাপাড়া ও ব্লক পাড়ার বেশ কিছু এলাকা নিয়ে ওই ওয়ার্ডটি তৈরি হয়েছে। এলাকায় প্রায় চার হাজার মানুষের বসবাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বসতি গড়ে উঠছে ওই এলাকাগুলিতে। কিন্তু নর্দমা না থাকায় অল্প বৃষ্টি হলে বাসিন্দাদের বাড়ির উঠোনে ও রাস্তার ওপর জল জমে যায়। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাঁদের।

বধূ অঞ্জলি রায় বললেন, 'বাড়ির পাশে নর্দমা না থাকায় টিউওয়েলের জল ট্যাংক করে বাড়িতে ফেলতে হচ্ছে। অনেক সময় ওই জল উপচে পড়ে। নর্দমা তৈরি হলে এমন সমস্যা আমাদের পড়তে হবে না।'

ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাস বলেন, বিভিন্ন ওয়ার্ডে নতুন নর্দমা তৈরি হয়েছে। ১১ নম্বর ওয়ার্ডেও বেশ কয়েকটি জায়গায় নর্দমা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।'

১৬ নম্বর ওয়ার্ডে নর্দমার কালো জল।

কালিয়াগঞ্জ

নালার মুখ বন্ধ, নিকাশির সমস্যা

কালিয়াগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : রাজ্য সড়কের ধারে এলআইসি বিল্ডিংয়ের সামনে নর্দমার মুখ আটকে দেওয়া হয়েছে। ফলে নর্দমার জল বা আবর্জনা বের হতে পারছে না। কালিয়াগঞ্জ শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের টাউন ক্লাবপাড়ার ঘটনা।

স্থানীয় বাসিন্দা কান্তা কুণ্ডু বলেন, 'এলআইসি বিল্ডিংয়ের সামনে নর্দমার মুখ আটকে দেওয়ায় অসুবিধা হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা, কাউন্সিলার সকলে এসে সমস্যাটি দেখে গেলেও এখনও কোনও সমাধান হয়নি।'

ওই এলাকাটি অনেকটাই নীচু। অনেকদিন ধরে নিকাশির সমস্যায় ভুগছেন বাসিন্দারা। প্রতিবার ভোটের সময় সমস্ত দল থেকে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ভোট শেষ হলে আর কাউকে দেখা যায় না বলে অভিযোগ উঠেছে এলাকায়। এছাড়াও নর্দমার অনেক জায়গাতে স্ল্যাব না থাকায় মশা, মাছির উৎপাত রয়েছে।

ওই এলাকার কাউন্সিলার নন্দদুলাল দাস বলেন, 'কোথাও নর্দমার মুখ আটকানো নেই। জলও আটকে নেই। তবে এলাকায় একটি বড় নর্দমা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হবে।'

চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'বর্ষা আসার আগেই শহরের সমস্ত নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হবে। কোথাও জল আটকে থাকলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি নর্দমার ওপরে স্ল্যাব বসানোর কাজও শেষ হয়ে যাবে।'

তথ্য : বিপ্লব হালদার ও অনির্বাণ চক্রবর্তী

ইতিহাস সংরক্ষণে সংগ্রহশালা দাবি গঙ্গারামপুরে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২১ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাচীন ও ইতিহাস বিজড়িত শহর গঙ্গারামপুর। এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন। সেইসঙ্গে গঙ্গারামপুর শহরে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস এবং ধর্মীয় কিংবদন্তি। বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসের বিশেষ দিনে গঙ্গারামপুর শহরে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে, পুর প্রশাসনের উদ্যোগে নিজস্ব সংগ্রহালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপনের দাবি তুললেন পুর নাগরিক সহ বিশিষ্টজনেরা।

প্রবীণ নাগরিক তথা সাহিত্যিক কিষ্টু মুর্মু বলেন, ' শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। এতদিন সেগুলি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আগামী প্রজন্মের জন্য শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন তথ্য, গ্রন্থকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থাগারও তৈরি করা যেতে পারে। পুর প্রশাসনের এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

> গঙ্গারামপুর একটি প্রাচীন শহর। এই শহরের সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। ধর্মীয় বিভিন্ন কিংবদন্তি জড়িয়ে রয়েছে। শহরের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার জন্য প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
>
> **সুবোধ দে**, সাহিত্যিক

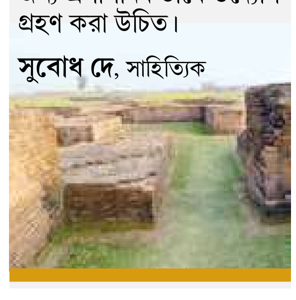

সাহিত্যিক সুবোধ দে বলেন, 'গঙ্গারামপুর একটি প্রাচীন শহর। শহরের সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। সেগুলিকে ধরে রাখার জন্য প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এতে আগামীদিনে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি শহরের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।'

শিক্ষিকা ডলি ভট্টাচার্য গুহর বক্তব্য, 'পুনর্ভবা নদীতে অবস্থিত এই শহরের সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িত। আমাদের এই শহরেই রয়েছে আতাশাহের দরগা, ইতিহাস বিজড়িত কালদিঘি, ধলদিঘি, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণগড় সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। বহু পর্যটক এই শহরে আসেন। পর্যটকদের সামনে শহরের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরা আমাদের উচিত। আগামী প্রজন্মের জন্যও এটি ভীষণ প্রয়োজন। এই উদ্যোগ পুরসভার গ্রহণ করা উচিত।'

গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্রের কথায়, 'গঙ্গারামপুর শহর অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইতিহাস বিজড়িত শহর। এই শহরের নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। এসব সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আগামীদিনে প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

সাইবার ক্রাইম রোধে সেমিনার

মালদা, ২১ এপ্রিল : সাইবার ক্রাইম কিংবা পকসো আইন সম্পর্কে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সচেতন করতে সোমবার একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল মালদায়। পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে ও পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন এবং সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির দুইদিন ব্যাপী চলবে মালদা জেলা প্রশিক্ষণ ভবনে। শুধুমাত্র মালদা জেলা নয় সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রশিক্ষকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পড়াশোনা সহ পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় শেখানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষক রয়েছে জেলায় জেলায়। তিন জেলার এই প্রশিক্ষকদের নিয়েই পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে এই প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, মালদা জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) শেখ আনসার আহমেদ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী সুদীপ্ত ভাদুড়ি, জেলা সর্বশিক্ষা মিশন আধিকারিক পঙ্কজকুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

বর্তমানে সাইবার ক্রাইম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুরাও জড়িয়ে পড়ছে অজান্তে। এছাড়া পসকো আইন সম্বন্ধেও সকল শিশুদের জানা জরুরি। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা এই সমস্ত বিষয়গুলি কীভাবে জানতে পারবে। কীভাবে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রশিক্ষকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির। প্রায় ৭০ জন প্রশিক্ষকদের নিয়ে এই শিবির।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'শিশুদের অধিকার নিয়ে এবং শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হল। বিশেষ করে পকসো আইন, সাইবার ক্রাইম, বাল্যবিবাহ রোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠক শূন্য বুনিয়াদপুর পল্লি পাঠাগার সংকটে

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ২১ এপ্রিল : বুনিয়াদপুর শহরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পিরতলা এলাকায় রয়েছে একটি পাঠাগার। সেটি বুনিয়াদপুর পল্লিপাঠাগার নামেই পরিচিত। একটা সময় পাঠাগারটি পাঠকে গমগম করলেও এখন সেটি পাঠকশূন্য। খাঁ খাঁ করছে সেটি। পাঠকের অভাবে পাঠাগারটি বর্তমানে ধ্বংসের মুখে। করোনার সময় থেকে এমন অবস্থা বলে জানালেন স্থানীয়রা।

বুনিয়াদপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরফরাজ রহমান বলেন, 'আগে আমার অনেক ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরিতে যেতে বলতাম। কিন্তু বর্তমানে সেটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। লাইব্রেরিটি অনেক পুরোনো। কর্তৃপক্ষের সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার।'

আগে সপ্তাহে চারদিন পাঠাগার খোলা থাকলেও বেশ কয়েকদিন থেকে ছয় দিন খোলা থাকছে। একজন মহিলা গ্রন্থাগারিক ও একজন চতুর্থ শ্রেণির মহিলা কর্মচারী রয়েছে পাঠাগারটিতে। তাঁদের কথায় জানা গেল, তাঁরাও এখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

এছাড়াও দোতলা ভবন বিশিষ্ট ওই পাঠাগারটি ধুলোয় ভরে গিয়েছে। পরিষ্কারের কোনও বালাই নেই। বিল্ডিংয়ের একাধিক জায়গায় দেওয়াল ফেটে গিয়েছে। শৌচাগারের অবস্থা বেহাল। পাঠাগারের আলমারির তাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে বই। সেগুলিতেও পাঠকদের হাত না পড়ায় ধুলোর আস্তরণ পড়ে গিয়েছে।

শহরের বাসিন্দা সোমেশ মণ্ডল বলেন, 'আগে নিয়মিত লাইব্রেরিতে যেতাম। কিন্তু করোনার সময় থেকে না যাওয়ার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে মাস তিনেক আগে গিয়ে দেখি লাইব্রেরির দরজা বন্ধ।'

এবিষয়ে পাঠাগারের সভাপতি গোবিন্দ তালুকদারের বক্তব্য, 'মোবাইল ও ইন্টারনেটের বাড়বাড়ন্তের ফলে পাঠকসংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মোবাইলের প্রতি এতটাই আসক্ত যে তারা পাঠাগারে এসে বই পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা পাঠাগারটির সংস্কার সহ ঢেলে সাজানোর জন্য ডিএলও-এর কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আচার, তরকারি দিয়ে পেটাই পরোটা খেতে সকালে ভিড়

হরষিত সিংহ

মালদা, ২১ এপ্রিল : তাওয়া থেকে হালকা ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। তাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজা হচ্ছে রুটির মতো একটা কিছু। তারপর মুড়ে দুই হাতে পিটিয়ে খাস্তা করা হচ্ছে। প্লেটে দুই রকম সবজির সঙ্গে সামান্য চাটনি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে খেতে। কেউ তেল ছাড়া, আবার কেউ সামান্য তেল দিয়ে ভাজতে বলছেন। পিটিয়ে খাস্তা করা হচ্ছে। তাই নাম পেটাই পরোটা। ওই কায়দার মারেই বদলে যাচ্ছে পরোটার স্বাদ। গরমে সকালে অতুল মার্কেটে একমাত্র দোকানে বিক্রি হচ্ছে এই পরোটা। লাইন না পড়লেও অপেক্ষায় থাকছেন ক্রেতারা। পরোটা তেল দিয়েও ভাজা হয়, আবার নামমাত্র তেলেও ভাজা হয়।

অতুল মার্কেটের বাবু সাউয়ের দোকানে মিলবে এই সুস্বাদু পেটাই পরোটা। তাঁর দোকানের পেটাই পরোটা এখন মালদায় বিখ্যাত।

> এক প্লেট পেটাই পরোটার দাম কুড়ি টাকা। এক প্লেটে থাকে দুটি পরোটা। সঙ্গে দেওয়া হয় একটি সবজি, আলু সেদ্ধ, বিশেষ এক ধরনের চাটনি। এই চাটনিও আবার ভিন্ন স্বাদের। সবজির সঙ্গে এই পরোটা খেতে অসাধারণ।

শহর ও শহর লাগোয়া অঞ্চলের বহু মানুষ সকালে এই পরোটা খাওয়ার জন্য দোকানে ভিড় করেন। এক প্লেট পেটাই পরোটার দাম কুড়ি টাকা। এক প্লেটে থাকে দুটি পরোটা। সঙ্গে দেওয়া হয় একটি সবজি, আলু সেদ্ধ, বিশেষ এক ধরনের চাটনি। এই চাটনিও আবার ভিন্ন স্বাদের। সবজির সঙ্গে এই পরোটা খেতে অসাধারণ।

সাধারণত আটা দিয়ে তৈরি হয় এই পরোটা। আটা মাখার সময় জোয়ান ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। ভাজার সময় পরোটার আকার তৈরি করা হয়। ভাজা পরোটা বিশেষ পদ্ধতিতে ভেঙে পরিবেশন করা হয়। ক্রমশ মালদহ শহরের এই পেটাই পরোটা দোকানের সুনাম ছড়াচ্ছে চারিদিকে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে সাত থেকে আট কেজি আটার পরোটা বিক্রি করছেন তিনি।

বাবু সাউ বলেন, 'গত ২০ বছর ধরে এই পরোটা বিক্রি করছি। সামান্য তেল, আবার তেল ছাড়াও তৈরি করি। অনেকেই আসেন খেতে।' পেটাই পরোটা খেতে এসেছেন দীপঙ্কর রায়। বলেন, 'তেল ছাড়াও তৈরি হয়। তাই মাঝেমধ্যেই খেতে আসি। মালদায় আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। খেতেও বেশ সুস্বাদু।' খাইয়ে খুশি বাবু সাউ, খেয়ে খুশি ক্রেতারা।

অ্যাফিডেভিট

আমি Momena Khatun D/o Md. Mostafa, Piyaji More, Hyderpur, English Bazar Malda- 732101, আমার WBBSE Roll- R6072 No- 0702, Reg No- R1165042-137 এবং WBCHSE Reg No- 11069-0088 of 2005-2006 Roll- 104241 No- 0853 আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 09/04/2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিটে বলে ভুল সংশোধন করে Mohammad Mostafa ও Md Mostafa Sk থেকে Md. Mostafa করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114075)

নয় বছর পর রায়, তরুণ খুনে দোষী ১৪

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : নয় বছর আগে ২০১৬ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার অঙ্গারমণি গ্রামে ভবতোষ সাহা নামে এক তরুণকে দিনের আলোয় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়।

ঘটনায় ওই গ্রামের ১৯ জনের নামে মামলা দায়ের হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন আবার কলকাতা পুলিশের কর্মী এবং একজন আইনজীবী আছেন। নয় বছর পর চাঁচল দায়রা আদালত খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল। রায় ঘোষণা করেন অতিরিক্ত জেলা জজ সুরজিৎ দে। ১৯ জনের মধ্যে মামলা চলাকালীন দু'জনের মৃত্যু হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ছাড়া পান রেবতি দাস। রায় শুনে আদালতেই কেঁদে ফেলেন ভবতোষের স্ত্রী ললিতা সাহা।

ললিতা বলেন, 'ওরা স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করেছিল। সেদিনের ঘটনা ভুলতে পারছি না। স্বামীর জন্য একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আমায় লড়াই করতে হয়েছে। এতদিনে জয় পেলাম। ওদের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হলেই মনে শান্তি পাব।'

পিপি ইনচার্জ বলেন, 'আদালত কী সাজা দেবে, তা আগাম বলা যায় না। তবে আদালতে ন্যায্য বিচার মিলবে, এটুকু বলা যায়।' আইনজীবী আবদুল গনি বলেন, "মঙ্গলবার কী রায় হয়, তা আগে দেখি। সেই রায় দেখার পরেই যা বলার বলব।"

প্রসঙ্গত অঙ্গারমণি গ্রামে একটি মন্দিরের জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল। ভবতোষ ও তার কাকাতো ভাই পূর্ণ সাহাকে কয়েকজন বাড়ি থেকে আলোচনায় বসার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু খানিক বাদেই রাস্তার উপরে তাদের ঘিরে মারধর শুরু হয়। পূর্ণ কোনওরকমে পালিয়ে যান। কিন্তু ভবতোষকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।'

ঘটনাক্রম

- অঙ্গারমণি গ্রামে মন্দিরের জমি নিয়ে বিবাদ
- ভবতোষ, তার কাকাতো ভাই পূর্ণ সাহাকে কয়েকজন আলোচনায় বসার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়
- খানিক বাদেই রাস্তার ওপরে তাঁদের ঘিরে মারধর শুরু হয়
- পূর্ণ কোনওরকমে পালিয়ে যান। কিন্তু ভবতোষকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ

> ওরা স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করেছিল। সেদিনের ঘটনা ভুলতে পারছি না। স্বামীর জন্য একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আমায় লড়াই করতে হয়েছে। এতদিনে জয় পেলাম। ওদের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হলেই মনে শান্তি পাব।
>
> **ললিতা, মৃতের স্ত্রী**

ঘর হারিয়ে চুইখিম থেকে উধাও পাখি, প্রজাপতি

চুইখিম, ২১ এপ্রিল : উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কাটার ফলে দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি মুখ ফিরিয়েছে চুইখিম থেকে। মাত্র ৬ বছর আগেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় চুইখিম নামে যে পাহাড়ি নিরিবিলি গ্রামটি ছিল প্রায় ১২৫ প্রজাতির পাখির নিরাপদ আস্তানা, সেটাই আজ পরিণত হয়েছে ইট-পাথর-সিমেন্টের জঙ্গলে।

নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক নির্মাণের ফলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে কালিম্পং পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে চুইখিম-বরবট-নিমবংয়ের মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। ভঙ্গুর পাহাড় ও হাজার হাজার গাছ নির্বিচারে কেটে তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় লুপ পুল সহ দুই লেনের মসৃণ পিচঢাকা সড়ক। আঁকাবাকা পথে যানবাহনের সংখ্যা ও গতি দুই-ই বেড়েছে। উন্নয়নের এহেন স্পর্শ স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হয়নি পক্ষীকুলের। একসময় যে পাহাড়ি গ্রামটি বার্ড ওয়াচারদের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাতিলাভ করেছিল, সেখানে এখন রংবেরংয়ের পাখিদের দেখা মেলাই ভার।

অজয় গুরুং নামে চুইখিমের একজন বার্ড ওয়াচার বলেন, 'কয়েক বছর আগে এখানে হিমালয়ান বুলবুল, ক্রিমসন সানবার্ড, ব্লু হুইসলিং থ্রাশ, গোল্ডেন ব্যাবলার, গ্রেট হর্নবিল সহ আরও অসংখ্য প্রজাতির বহু পাখির দেখা মিলত। পাখিদের টানেই এখানে ছুটে আসতেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বার্ড ওয়াচাররা। কিন্তু ইদানীং পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে চুইখিম সহ পাহাড়ের এই প্রান্তে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সড়ক নির্মাণের জন্য যেভাবে হাজার হাজার গাছ, লতা, গুল্ম কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে তার ফলে শুধুমাত্র পাখিরাই নয়, বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী বহু ধরনের কীটপতঙ্গ, প্রজাপতির সংখ্যাও ব্যাপকহারে কমে গিয়েছে চুইখিম থেকে। ফ্লাই ক্যাচার, লাফিং থ্রাশ, রেড হেডেড ট্রোগন, নাটহ্যাচ সহ মোট ১২৫টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল চুইখিমে।' এখন তারা সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে বলে অনিমেষের দাবি।

একই বক্তব্য আরেক বার্ড ওয়াচার ডাঃ কৌস্তভ ভৌমিকেরও। একসময় চুইখিমে নিয়মিত দেখা যেত হোয়াইট ক্যাপড রেডস্টার্ট, লিফ বার্ড, ওরিয়েন্টাল হোয়াইট আই, কালিজ ফিজ্যান্ট ও বিভিন্ন ধরনের কাঠঠোকরা। তাদের তালিকা তুলে ধরে কৌস্তভবাবু বলেন, 'গত দু-তিন বছরে এই পাখিদের একেবারেই দেখা মেলেনি চুইখিমে।'

অন্যদিকে, পাখিদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির প্রজাপতিরও অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে চুইখিমে। গত ১৮ বছর ধরে চুইখিমে প্রজাপতিদের টানে বারবার ছুটে এসেছেন কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রিনা সিং। এদিন তিনি বলেন, 'সাধারণত জঙ্গলের চরিত্র কেমন তা বোঝাতে প্রজাপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে যত বেশি সংখ্যায় ও প্রজাতির প্রজাপতির দেখা পাওয়া যায়, সেই জঙ্গল ততটাই ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সড়ক তৈরির কাজে হাজার হাজার গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার ফলে প্রজাপতিদের নেকটার প্ল্যান্ট (খাবারের জন্য) এবং হোস্ট প্ল্যান্ট (ডিম পাড়ার জন্য) সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে কারণে প্রজাপতির ৩০-৪০টি প্রজন্ম হারিয়ে গিয়েছে। প্যারিস পিকক, গর্গনের মতো বিরল প্রজাতির প্রজাপতির পাশাপাশি টিংশেল, পানচ, গ্রিন ফ্ল্যাশ নামে প্রজাপতিকুলের কোনও অস্তিত্ব গত দু'বছরে খুঁজে পাওয়া যায়নি চুইখিমে।'

চুইখিমে পাখি ও প্রজাপতিদের অস্তিত্ব সংকটের কথা মানছেন বনকর্তারাও। কালিম্পং বন বিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা অনস্বীকার্য যে সড়ক নির্মাণের ফলে চুইখিমের পাখি ও প্রজাপতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।'

খুন নাতির

প্রথম পাতার পর

তাঁকে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের সার্জিক্যাল বিভাগের চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'ওই বৃদ্ধের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। তাই ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' বিশ্বনাথবাবুর ছেলে আদেশকুমার রায়ের বক্তব্য, 'আমি আচমকাই প্রতিবেশী মারফত খবর পাই যে বাবাকে আমার দাদার ছেলে মারধর করছে। গিয়ে দেখি বাবা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। পুলিশকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সৎকারের পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

প্রাথমিকভাবে খুন অনুমান করে ময়নাতদন্তের চিকিৎসকের বক্তব্য, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রয়েছে। ভিসেরা সহ অন্যান্য অঙ্গ পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

উদ্বেগ স্বাস্থ্য দপ্তরের

প্রথম পাতার পর

বিশ্বাসী ছিলেন অনেকে। কিন্তু সময় বদলায়। সময় যত এগিয়েছে, ততই ছোট হয়েছে পরিবার। কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। ফলে ভেঙে যাচ্ছে পরিবার। কমছে একতার বোধও। দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা-যন্ত্রণা শোনার মতো মানুষের অভাববোধ করছেন অনেকেই। পাশাপাশি মানুষ এখন সমাজমাধ্যমে অনেক বেশি সক্রিয় থাকছেন। যে কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কমেছে কথাবার্তা। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও আত্মহত্যার প্রবণতা খুব একটা বেশি ছিল না। তবে বর্তমানে তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

যেমন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি মাত্র মর্গ বালুরঘাটে রয়েছে। প্রতিমাসে কম বেশি ১৫০-২০০ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সেখানে আসে। পরিসংখ্যান বলছে এর সিংহভাগই আত্মহত্যা। তবে এখন আত্মহত্যার ধরনও পালটেছে। চিকিৎসকরা বলছেন, 'আত্মহত্যা করার পেছনে মূল কারণ মানসিক চাপ ও হতাশা। মানুষের ধৈর্য শক্তি কমে যাওয়া। তাই যেকোনও সমস্যা থেকে বেরোতে প্রথম উপায় ভাবছেন নিজেকে শেষ করে দেওয়া।'

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসকদের কথায়, যারা মূলত আত্মহত্যার চেষ্টা করছে তাদেরকেই করা হচ্ছে কাউন্সেলিং। আত্মহত্যা যে কোনও সমাধান সূত্র নয়, সেকথা কাউন্সেলিং করে বোঝাচ্ছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই আত্মহত্যার চেষ্টা করা জেলার বহু মানুষকে কাউন্সেলিং করেছেন চিকিৎসকরা। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আত্মহত্যার পথ থেকে সরে এসে তাঁরা বর্তমানে সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের মন্তব্য, 'যাঁরা সুস্থ হচ্ছেন, হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা তাদের কাউন্সেলিং করছেন, যাতে তাঁরা আর আত্মহত্যার পথ বেছে না নেন।' জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, 'যে কারণেই হোক মানুষের মধ্যে এখন হতাশা তৈরি হচ্ছে।' তাঁর কথায়, 'আত্মহত্যার প্রবণতা কমাতে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে কর্মশালা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, আত্মহত্যা কমানো।'

বঙ্গ দর্শন হাসির খোরাক

প্রথম পাতার পর

দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁরা কী রিপোর্ট দেবেন তা এখনই আঁচ করা খুব কঠিন কি? এবং এই সরকারি টিমের সঙ্গে আগাগোড়া মুর্শিদাবাদ ঘুরেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁরা কী কী বলতে পারেন আন্দাজ করা খুব কঠিন কি?

মহিলা কমিশনের মুর্শিদাবাদ সফর নিয়ে তর্জাও নেহাত কম হচ্ছে না। শাসকদল সরাসরি তার নাম দিয়েছে 'নটোরিয়াস কমিশন অফ হোয়াইট পেপার্স'। হোয়াইট পেপার্স প্রসঙ্গ এসেছে সন্দেশখালির সূত্রে। তৃণমূল তখন অভিযোগ করেছিল, কমিশন সেখানকার মহিলাদের জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়েছে। ঘটনাচক্রে জনা দুই মহিলা পরে পুলিশের কাছে তাঁদের অভিযোগ তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করানোর অভিযোগ করেছিলেন। এ নিয়ে রেখাদেবী নির্বাচন কমিশনের কাছে পালটা নালিশ করেছিলেন, ওই মহিলাদের ভয় দেখিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়েছে শাসকদল।

মনে রাখতে হবে এইসব কমিশন কোনও আদালতের নির্দেশে নয়, এসেছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাদের স্বতঃপ্রণোদনা এত বেশি তা চোখে লাগে রীতিমতো। এর আগে ভোট পরবর্তী হিংসা দেখতেও দলে দলে নানা কমিশন এসেছে এখানে। তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে কোথায় কার কাছে কী রিপোর্ট দিয়েছে কে জানে! এখানে তাঁরা যেসব কথা বলেন, চলে যাওয়ার পর আর তা শোনা যায় না। বছর ফুরোলেই বিধানসভার ভোট। এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওয়ার্ম আপ। সব পক্ষেরই। তাই ক্রমেই তৎপরতা বাড়বে দিল্লির।

পরপর দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ২১ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে পর পর দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিনজনের। জেলার কান্দি ও দৌলতাবাদে ওই ২টি পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পাশাপাশি, সাগরপাড়ায় দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক আরও এক।

সোমবার দৌলতাবাদের ঘোষপাড়া পেট্রোল পাম্পের বেসরকারি যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বাইকচালক ও আরোহীর। মৃতদের নাম মুরসেলিম শেখ (২৭) ও সাদিকুল ইসলাম (৩২)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ঘাতক বাসটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কান্দির বাগমারি মোড় নতুনপাড়ায়। বাইক নিয়ে রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বহরমপুর থেকে কান্দিগামী একটি সরকারি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়। ওই দোকানে থাকা জীতেন দলুই (২৫) নামের এক তরুণ ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পরেই ঘাতক বাসচালককে আটক করে পুলিশ।

অন্যদিকে, জেলার গোদাগাড়ি উত্তরপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনায় আহত হন দীপেন মণ্ডল নামে বছর ৫৮ র এক ব্যক্তি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সাইকেলে করে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে নির্মীয়মাণ কালভার্টের রড গলায় ঢুকে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জমি বিবাদে মার দম্পতিকে

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক বৃদ্ধ দম্পতিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তাদের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। ওই দম্পতির কন্যা অনামিকা দেবনাথ বালুরঘাট থানায় এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তার অভিযোগ, 'আমার বাবা ও মাকে বসতবাড়ির জমি মাপজোখের সময় আমার আত্মীয়রাই মারধর করেছে। এর ফলে তাদের দুজনকেই বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করতে হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

উদ্ধার সংজ্ঞাহীন টোটোচালক

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : বালুরঘাট থানার সামনে টোটো থামতেই সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন চালক। আচমকা চোখের সামনে এমন অবস্থা দেখে প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও বালুরঘাট কলেজের কয়েকজন ছাত্রী এবং স্থানীয় পথচারীরা ওই টোটোচালকের শুশ্রূষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও ওই চালকের জ্ঞান না ফেরায় অবশেষে বালুরঘাট থানার সেকেন্ড অফিসার গৌতম হাজরা ও কনস্টেবল শুভজিৎ নাথ এগিয়ে আসেন।

শুভজিৎ নাথই ওই সংজ্ঞাহীন টোটোচালককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় ওই টোটোচালকের পরিবারকেও। বালুরঘাট হাসপাতালের চিকিৎসকদের চিকিৎসায় আপাতত সুস্থ হয়ে উঠেছেন ওই চালক।

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : রক্তের জোগান স্বাভাবিক রাখতে রক্তদান শিবির আয়োজন করল পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে আয়োজিত শিবিরে একজন মহিলা সহ মোট ২৬ জন রক্তদান করেন।

বিএসএফ ক্যাম্প

প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে তিনি এসে পৌঁছান জাফরাবাদে। বাবা ও ছেলের নৃশংস খুনের ঘটনায় আক্রান্ত দাস পরিবারের ঘরে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। পরিবারের সকলে জানান, পুলিশ ঠিক সময় এলে হয়তো খুন এড়ানো যেত। নিহত তরুণের দিদি বলেন, 'যারা আমার ভাই এবং বাবাকে খুন করেছে তাদের ফাঁসি চাই।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কথা বললাম পরিবারের সঙ্গে, বিষয়টা খুবই মর্মান্তিক। বাড়ির দুজনকে মেরেছে অন্য সবাই পালিয়ে বেঁচেছেন। এদের পরিবারের পাশে আছি যারা খুন করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি।'

রাজ্য বিজেপির সভাপতির দাবি, 'এই সমস্ত জায়গায় বিএসএফ ক্যাম্প ছিল। পরে বাম সরকার তুলে দেয়। আপাতত রাজ্য সরকারের উচিত ওই সব সংবেদনশীল এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের জন্য আবেদন করা। প্রয়োজনে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করব। কিন্তু শুরুতে রাজ্য সরকারকেই বিএসএফ চেয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কারণ বিষয়টা আইনি প্রক্রিয়ার ব্যাপার।'

বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুলের সামনে ক্লাস শেষের পর। সোমবার। - মাজিদুর সরদার

দুষ্কৃতীর খপ্পরে শাসকনেতার শ্বশুর-শাশুড়ি

পাউডার ছিটিয়ে অজ্ঞান করে হার ছিনতাই

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ এপ্রিল : অল্প খরচে বাড়ির সমস্ত পিতলের বাসন পরিষ্কারের প্রলোভন দেখিয়ে ভরদুপুরে বাড়িতে ঢুকে স্প্রে করে বৃদ্ধার গলা থেকে সোনার চেন নিয়ে উধাও হল দুই তরুণ। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পিপলা গ্রামে। ওই বৃদ্ধা আবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা তথা ব্লক সহ সভাপতি দ্রোণাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাশুড়ি।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় বাইকে বসা ওই দুই দুষ্কৃতীর ছবি রাস্তার কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ প্রশাসন বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী সমস্ত এলাকা সিল করে দেয়। নাকা চেক পয়েন্টগুলিতে নজরদারি কঠোর করা হয়েছে।

অভিযোগ, সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী অনিল মাইতির বাড়িতে মোটরবাইকে চেপে আসেন অপরিচিত দুই তরুণ। সেইসময় বাড়িতে ছিলেন অনিলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ঝর্ণা মাইতি। ওই দুই তরুণ ঝর্ণাদেবীকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেন, বাড়িতে থাকা পুরোনো পিতলের বাসন খুব কম খরচে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। এই কথা শুনে ঝর্ণাদেবী বাড়ির সমস্ত পিতলের বাসন বাইরে নিয়ে আসেন। এরপরই ওই দুই তরুণ কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে পাউডার জাতীয় কিছু ঝর্ণাদেবী এবং তাঁর স্বামীর মুখে ছিটিয়ে দেয়। এর ফলে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তাঁরা। আর এই সুযোগেই ঝর্ণাদেবীর গলায় থাকা দেড় ভরির সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ওই দুই দুষ্কৃতী।

কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসলে বিষয়টি বুঝতে পেরে চিৎকার করতে থাকেন। তাঁদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে পাড়ার লোক ছুটে আসলেও ওই দুই দুষ্কৃতী দ্রুত বেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পালিয়ে যায়।

ঝর্ণাদেবীর দাবি, 'আমাকে ওরা বাড়িতে এসে বলল যে পিতলের বাসন পরিষ্কার করে দেবে। আমিও ওদের কথামতো পিতলের বাসন নিয়ে এসেছিলাম। এরপরই কথা বলতে বলতে হঠাৎ কিছু একটা ছিটিয়ে দেয় আমার মুখের উপর। তারপর হঠাৎ করে আমার গলা থেকে হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।'

ঝর্ণাদেবীর জামাই তৃণমূল নেতা দ্রোণাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'ঘটনার সময় বাড়িতে শুধুমাত্র শ্বশুর-শাশুড়ি ছিলেন। এই সুযোগটা ওরা কাজে লাগিয়েছে। এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরাতে দুজনের ছবি ধরা পড়েছে। আমরা পুলিশে অভিযোগ করেছি।'

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকারের মন্তব্য, 'অভিযোগ পেয়ে আমরা বাংলা-বিহার সীমান্তের সমস্ত এলাকা বন্ধ করে দিয়েছি। নাকা চেক পোস্টগুলোতে কুইক রেসপন্স টিমকে নামানো হয়েছে। খবর পেয়েছি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তুলসীহাটার দিকে ওই দুইজন দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে পালিয়েছে। এলাকাজুড়ে কড়া নজরদারি চলছে। বিহারের সীমান্তবর্তী সমস্ত থানাতেও জানানো হয়েছে।'

রাস্তা নিয়ে বিবাদে মাথায় হাঁসুয়ার কোপ

বৈষ্ণবনগর, ২১ এপ্রিল : রাস্তা নিয়ে বিবাদের জেরে মাথায় হাঁসুয়ার কোপ মারার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী কাকার বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হল এক তরুণ। বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার চকসেহের্দির গাদ্দিটোলা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে কালাচাঁদ শেখের পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী আবদুল করিমদের সঙ্গে রাস্তা নিয়ে বিবাদ চলছিল। আগেও বহুবার গণ্ডগোল হয়েছে দুইপক্ষের। গতকাল রাতের পর বাকবিতণ্ডা শুরু হয় দুই পরিবারের মধ্যে। সেসময় বাড়িতে ছিল না আবদুল। গভীর রাতে আবদুল বাড়ি ফিরতেই তাঁর ওপর চড়াও হয় কালাচাঁদ। বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি আবদুলের মাথায় হাঁসুয়ার কোপ মারে।

আবদুলের কথায়, 'কালাচাঁদরা আমাদের বাড়ির সামনে এবং রাস্তার ওপর প্রায়ই আবর্জনা ও নোংরা ফেলে দিয়ে যায় ইচ্ছাকৃতভাবে। প্রতিবাদ করলেই হাঁসুয়া, লাঠি নিয়ে মারধর করতে আসে। আমার মাথায় হাঁসুয়ার কোপ মেরেছে।' যদিও কালাচাঁদ সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'মদ খেয়ে গালাগালি করছিল। প্রতিবাদ করতেই আমাকেই মারধর করে আবদুল। এখন মিথ্যা অভিযোগ করছে। মদ খেয়ে পড়ে গিয়ে তাঁর মাথা ফেটেছে।' বৈষ্ণবনগর থানায় সোমবার সন্ধ্যায় লিখিত অভিযোগ করে দুইপক্ষ। পুলিশ জানিয়েছে, দুইপক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

> কালাচাঁদরা আমাদের বাড়ির সামনে এবং রাস্তার ওপর প্রায়ই আবর্জনা, নোংরা ফেলে দিয়ে যায় ইচ্ছাকৃতভাবে। প্রতিবাদ করলেই হাঁসুয়া, লাঠি নিয়ে মারধর করতে আসে। আমার মাথায় হাঁসুয়ার কোপ মেরেছে।
>
> **আক্রান্ত আবদুল**

তালিকা প্রকাশে ব্যর্থ কমিশন

প্রথম পাতার পর

করার দাবি করে শিক্ষকরা বলছেন, 'নিয়োগের মোট কাউন্সেলিং হয়েছিল ১২টি। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ৭টি ও একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ৫টি। তাহলে কীভাবে শুধুমাত্র তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত বৈধতা পায় শিক্ষকরা?' এদিন হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশ পরিবর্তন করেছে। বাকি বহাল রাখা হয়েছে। তাহলে নির্দেশ এখনও কেন কার্যকর হল না?' ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'অযোগ্যদের থেকে সুদ সমেত এতদিনের বেতন ফেরাতে ও বেতন বন্ধ করতে রাজ্যের পদক্ষেপ কী? বেতনের তালিকায় অবৈধদের নাম থাকার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে? ওএমআর শিট প্রকাশ নিয়ে কমিশনের পদক্ষেপ কী?' সিবিআইকে প্রশ্ন করেও ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'অযোগ্যদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কী?' পরবর্তী শুনানিতে সিবিআইকে তদন্তের অগ্রগতি জানাতে হবে।

সোমবার 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬', 'সংগ্রামী যৌথমঞ্চ' সহ একাধিক চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকা সংগঠনের প্রতিনিধিরা তথা সম্পূর্ণ ১২টি নিয়োগ কাউন্সেলিংয়ের একজন করে প্রতিনিধি এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান। অধিকার মঞ্চের আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'যোগ্য অযোগ্যদের মিশিয়ে ইচ্ছাকৃত গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, গত রবিবার যোগ্য চাকরিহারাদের নতুন তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে ইমেল করেছিল এসএসসি। তালিকায় যোগ্য চাকরিহারার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ হাজার। তাহলে শুধুমাত্র তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত তালিকা কেন প্রকাশ করার কথা এসএসসি ঘোষণা করেছে এই প্রশ্ন অপেক্ষারত প্রতিটি শিক্ষকদের মনে। সোমবার রাত জাগবেন বলে জানাচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। এসএসসি ভবনের গেটের সামনে বিক্ষোভ সামলাতে র‍্যাফ নামানো হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে উঠছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান। চাকরিহারা শিক্ষকরা বলছেন, 'কোনও কাউন্সেলিংয়ের অজুহাত চলবে না। যোগ্যদের লিস্ট লাগবে। নয়তো ২২ লক্ষ ওএমআর এখনই প্রকাশ করুন।' অপর বিক্ষোভকারী কান্না মেশানো গলায় বললেন, 'প্রশাসনের প্রত্যেকটা প্রতিশ্রুতি ললিপপের মতো। কিন্তু আজ আমরা আর ললিপপ নিয়ে বাড়ি ফিরব না।' পুলিশ বিক্ষোভকারীদের শিক্ষক সুলভ আচরণ করার হুংকার দিলেও এসএসসি ভবনের ভিতরে অবস্থানে ১৩ জন শিক্ষক এবং বাইরে বাকি শিক্ষকরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, 'আমরা চোর সাব্যস্ত হতে চাই না। আমরা পড়াশোনা করে শিক্ষক হয়েছি। রাজ্যের দুর্নীতির শিকার হয়ে নিজেদের বলি করব না।' আগেও বিজেপি নেতৃত্ব অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিক্ষোভ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন চাকরিহারারা। সোমবার এসএসসি ভবনের সামনে নিজেদের অরাজনৈতিক অবস্থানকে আরও বেশি স্পষ্ট করে প্রশাসনের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছেন তাঁরা।

ট্রেন দেরি, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : তেলতা থেকে রাধিকাপুরগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্রতিদিন অস্বাভাবিক দেরিতে চলছে। ফলে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যাত্রীরা। রায়গঞ্জ থেকে বহু মানুষ এই ট্রেনে যাতায়াত করেন। অনেকেই এই ট্রেন ধরে কালিয়াগঞ্জে যান নিজের কাজের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে ট্রেনটি অস্বাভাবিক দেরিতে চলাচল করায় অধিকাংশ যাত্রী ট্রেনের পরিবর্তে বাসেই যাতায়াত করছেন।

শহরের বাসিন্দা সৌম্যকান্তি সরকার বলেন, 'কালিয়াগঞ্জে পেশাগত কাজে যেতে গিয়ে এদিন রেল অ্যাপে দেখি, ট্রেন প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে চলছে। অগত্যা তীব্র গরমে ভিড়ে ঠাঁসা বাসে করেই যেতে হয়েছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান চাই।'

অভিযোগ, তেলতা থেকে সকাল ১১:০৫ মিনিটে ওই ট্রেন ছাড়ার কথা থাকলেও বেশিরভাগ দিন ছাড়া হয় সাড়ে ১২ টা নাগাদ। রায়গঞ্জে সোয়া বারোটা নাগাদ পৌঁছানোর কথা থাকলেও তা পৌঁছাচ্ছে অনেক দেরিতে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী বাপ্পা ঘোষের দাবি, 'ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই ট্রেন ধরে কালিয়াগঞ্জে পৌঁছাতাম আগে। কিন্তু গত দেড় মাস ধরে খুব দেরি করছে ট্রেন।' রায়গঞ্জ রেলস্টেশন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, 'সিগন্যালিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে ট্রেন চলাচল করে। সোর্স স্টেশন থেকে ছাড়তে দেরি হলে সেই বিষয়ে আমাদের বলার কোনও জায়গা নেই।'

খাসজমি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল নেত্রীর আরও অভিযোগ, 'দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজ্য সড়কের দুই ধারে যে সমস্ত জলাশয় ছিলসেগুলিও বেআইনিভাবে ভরাট হয়ে এখন জমি মাফিয়াদের কবজায়।' সোনা টোপ্পো বলেন, 'সরকারি খাস জমি বিক্রি করে দিয়েছে জমি মাফিয়ারা। একাধিক জায়গায় অভিযোগ করেছি। সম্প্রতি একাধিক জায়গায় আন্দোলন হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন জেলা প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী দেবব্রত সরকারের দাবি, 'জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। এমনও প্রভাবশালী রয়েছে যারা এই মুহূর্তে জমির অবৈধ ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার মালিক। রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি। কেউ আবার পরিবহণ ব্যবসায়ীও।'

স্থানীয় বাসিন্দা শিখা মণ্ডল অভিযোগ করেন, 'এলাকার প্রভাবশালীরা বাড়ির সামনের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গেলে মস্তানদের দিয়ে খুন করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কখনও আবার মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছে।'

অভিযোগ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের বিডিও সেরন তামাংয়ের মন্তব্য, 'ওই এলাকায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যে সমস্ত জায়গা বিতর্কিত, সেগুলোর উপরে নজরদারি রাখা হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।'

চোলাই সহ ধৃত

কালিয়াগঞ্জ, ২১ এপ্রিল : চোলাই বাজেয়াপ্ত সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার রাতে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ধনকৈল অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর কিষাণ মাণ্ডি এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ধৃত ব্যক্তির নাম মানিকচন্দ্র রায়। বাড়ি শহরের শান্তি কলোনি এলাকায়। সোমবার সকালে ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি জানান, ধৃতের কাছ থেকে ১৬ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সাজঘরে নতুন নাম পেলেন হিটম্যান

রোহিতের পরামর্শেই বাজিমাত সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : ম্যাচ তখন সবে শেষ হয়েছে। আইপিএলের এল ক্লাসিকোয় চেন্নাই সুপার কিংসকে ৯ উইকেটে হারানোর উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠের ধারে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। রোহিতের হাতটা চেপে ধরে খোশগল্পে মাতলেন। দীর্ঘদিনের অফফর্ম কাটিয়ে রানে ফেরা রোহিতের উপর যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও ভরসা হারায়নি, নীতা যেন সেটাই বোঝাতে চাইলেন।

৪৫ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস, ৩৩৯ দিন পর আইপিএলে অর্ধশতরান, সূর্যকুমার যাদবের (৩০ বলে অপরাজিত ৬৮) সঙ্গে ১১৪ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচ ফিনিশ করে আসা- সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রবিবারের রাত রো-হিটময়।

৯ উইকেটে জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সূর্যও মেনে নিলেন, রোহিতের ফর্মে ফেরা গোটা দলের জন্য স্বস্তির বিষয়।

> রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি।
> –সূর্যকুমার যাদব

সঙ্গে আরও জানালেন, হিটম্যানের পরামর্শেই তাঁর ব্যাট থেকে ম্যাচ জেতানো ইনিংস এসেছে। সূর্য বলেছেন, 'রোহিত কিংবদন্তি। ওর ক্রিকেটীয় জ্ঞান অতুলনীয়। পিচে গ্রিপ ছিল। কিন্তু রোহিত আমাকে বলেছিল, নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করতে। আমি মুম্বইয়ের ময়দানে লাল মাটির পিচে খেলে বড় হয়েছি। তাই ওয়াংখেড়ের পিচ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। রোহিতের পরামর্শেই নিজের সহজাত ব্যাটিং করেছি। রায়ান রিকেলটন আউট হওয়ার পর কোচ এসে বলে, তুমি তিন নম্বরে নামো। কারণ সেই সময় রবীন্দ্র জাদেজা বোলিং করছিল। স্পিনারদের মাথায় চড়তে না দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ম্যাচের আগের দিন তিন নম্বরে নামার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যদি সিদ্ধান্ত ভুল হত তাহলে দায় আমি নিতাম। তবে কাউকে এগিয়ে আসতেই হত। আমিই সেই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দল যার সুফল পেল।'

রানে ফেরার দিনে ম্যাচের সেরার জন্য রোহিত ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি। ম্যাচ শেষে সাজঘরে হিটম্যানকে নতুন নামও দিয়ে ফেলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ও একজন ম্যাভেরিক। অভিধান অনুযায়ী 'ম্যাভেরিক' শব্দের অর্থ বাউন্ডুলে, যাযাবর, কারও বশবর্তী নয় এমন বা স্বাধীন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ রোহিতকে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, তাঁর ভয়ডরহীন ব্যাটিং বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার করেছেন জয়বর্ধনে।

এবারের আইপিএলে প্রথম কয়েকটি ম্যাচে রান না পাওয়া রোহিতের কাছে এদিনের ইনিংসের গুরুত্ব বেশি। তাই ফর্মে ফেরার জন্য টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি পোস্ট করেছেন রোহিত। জয়বর্ধনেও জানিয়েছেন, তিনি রোহিতের মনের অবস্থা বোঝেন। কারণ, তাঁকেও অফফর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মুম্বইয়ের কোচ বলেছেন, 'খেলার আগে পলি (কায়রন পোলার্ড) সকলকে নিজের সেরাটা দিতে বলেছিল। তোমরা সেটা করেছ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জীবনেই কঠিন পরিস্থিতি আসে। রোহিতেরও এসেছে। আমারও এসেছিল। এই সময় মাথার মধ্যে অনেক দৈত্য ঘোরাফেরা করে। তাদের হারাতে হয়। রোহিত সেটা করতে পেরেছে। ওর ব্যাটিং দেখে আমি খুব খুশি।'

জয়ের পর রোহিত শর্মাকে অভিনন্দন সূর্যকুমার যাদবের। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে।

চলতি আইপিএলে প্লে-অফের আশা প্রায় শেষ, মানছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

আগামী মরশুমের সঠিক কম্বিনেশনে নজর ধোনির

মুম্বই, ২১ এপ্রিল : আট ম্যাচে হাফডজন হার। চলতি আইপিএলে প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংসের। যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মহেন্দ্র সিং ধোনিরও। তাই এবারের প্লে-অফের চেয়েও আগামী মরশুমের জন্য দলের সঠিক কম্বিনেশন তৈরিতে জোর দিতে চাইছেন মাহি।

বোলিং ব্রিগেড দায়িত্ব পালন করলেও এবার চেন্নাইকে প্রতি ম্যাচে ডুবিয়েছেন ব্যাটাররা। রবিবারও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের

আয়ুষের প্রশংসায় মাহি

বিরুদ্ধে টিনএজার আয়ুষ মাত্রের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, শিবম দুবে-রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতরান সত্ত্বেও সিএসকে আটকে যায় ১৭৬/৫ স্কোরে। যা রো-হিট শো ও সূর্যকুমার যাদবের তাণ্ডবের সামনে ধোপে টেকেনি। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মা, সূর্যদের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে আম্পায়ারের সঙ্গে মাহিকে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায়। কী কথা হয়েছিল বোঝা না গেলেও ধোনিকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি দলের হারে খুশি নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ধোনি বলেছেন, 'আমাদের সামনে ছয়টি ম্যাচ আছে। সবক'টিই জিততে হবে আমাদের। একটা করে ম্যাচ ধরে ভাবতে চাই। যদি কয়েকটা হেরেও যাই তাহলে অন্তত আগামী মরশুমের জন্য সঠিক

> আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

কম্বিনেশন খুঁজে নিতে হবে আমাদের। দলে খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার নেই। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য প্লে-অফে যাওয়া। সেটা একান্তই না হলে আগামী বছরের জন্য সেরা একাদশ বেছে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে আমরা শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারি।'

ব্যাটারদেরও কাঠগড়ায় তুলেছেন মাহি। বলেছেন, 'আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি। ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। জানতাম পরে শিশির পড়বে। তাই এই পিচে ১৭৫ জেতার স্কোর ছিল না। ব্যাটাররা মাঝের ওভারের ফায়দা তুলতে পারেনি। আমাদের আরও কিছু রান প্রয়োজন ছিল।'

সিএসকে-র দমবন্ধকর অন্দরমহলে একঝলক টাটকা বাতাস ১৭ বছরের আয়ুষ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে আয়ুষ ওপেন করবেন। তার আগে রবিবার ওয়াংখেড়েতে আয়ুষের প্রতিভার ঝলক দেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

টিনএজার আয়ুষকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত এমএসডি বলেছেন, 'আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচে আয়ুষ ভালো ব্যাটিং করেছে। আগ্রাসী মানসিকতার সঙ্গে আয়ুষের মধ্যে সঠিক শট বাছার ক্ষমতা রয়েছে। প্রথম বল থেকে নিজের সেরা শটগুলি খেলার চেষ্টা করেছে। আমরা ওকে খুব বেশি নেটে দেখিনি। কিন্তু টপ অর্ডারে এরকম আগ্রাসী ব্যাটিং চালিয়ে গেলে ও মিডল অর্ডারের কাজ সহজ করে দেবে।'

বিরাট উচ্ছ্বাসের ধরনে খুশি নন শ্রেয়স

মুল্লানপুর , ২১ এপ্রিল : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারের বদলা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ। নেহাল ওয়াধেরার বলে জিতেশ শর্মা ছক্কা মেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জেতাতেই শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে বিরাট কোহলি হাত ঝাঁকাতে থাকেন। যা পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ককে খুশি তো করেইনি, বরং তিনি এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়েছে। এরপর তিনি এগিয়ে যান বিরাটের দিকে। দুইজনে কথা বললেও মনে হয়েছে শ্রেয়স কোনও ঘটনা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার

মাহির সুর এবার কোহলির গলাতেও

চেষ্টায় কোহলি হেসে কথা বললেও শ্রেয়সের মুখে হাসি দেখা যায়নি। এমনকি কোহলি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও পাঞ্জাবের অধিনায়ককে তা ঠেলে সরিয়ে দিতেও দেখা যায়। তবে পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে দুইজনে আলিঙ্গনও করেন।

শুধু এই ঘটনার সময়ই নয়, ঘরের মাঠে হারের বদলা মুল্লানপুরে চুকিয়ে ফেলতে গতকাল বিরাট আগ্রাসী মেজাজ নিয়েই নেমেছিলেন বলে মনে হয়েছে। নেহাল রানআউট হয়ে ফেরার সময় তাঁকে দেখা যায় ডাগআউটের রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করতে। পরে বেঙ্গালুরুর রানতাড়ার সময় পাঞ্জাবের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা হরপ্রীত ব্রারকে দেখা যায় নিজের দলের এক বোলারকে বিরাটকে স্টাম্প আউটের ফাঁদে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যা শুনে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুরে কোহলিকে বলতে শোনা যায়, 'অনেক বছর খেলছি আমি। এইভাবে স্টাম্পড হই না। তোর কোচকেও আমি চিনি।'

বিপক্ষের প্রতি মনোভাব যেমনই থাক, নিজের দলের ক্রিকেটারের প্রতি অবশ্য বিরাটের উদারতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছে রবিবার। ম্যাচের সেরার পুরস্কার ৩৫ বলে ৬১ রান করা দেবদত্ত পাডিক্কালেরই পাওয়া উচিত বলে তিনি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে জানিয়ে দেন। কয়েকদিন আগে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও বলতে শোনা যায়, এটা তাঁর নয়, রবীন্দ্র জাদেজা ও নুর আহমদের প্রাপ্য। একইভাবে গতকাল বিরাটও বলে দেন, 'আমার তো মনে হয় দেবই (দেবদত্ত) আজ ফারাক গড়ে দিয়েছে ম্যাচে। এই পুরস্কার ওর প্রাপ্য। জানি না আমাকে কেন দেওয়া হল। প্রয়োজন

> এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমনটা চেয়েছিলাম তেমনটাই দল পেয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।
> **বিরাট কোহলি**

মতো আমি রানের গতি বাড়াতে পারি ঠিকই কিন্তু অন্যদের শক্তিটাও আমাকে তুলে ধরতে হবে। আমি একটা দিক ধরে রাখলেই ম্যাচ আমাদের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।' পাডিক্কালের প্রশংসায় তিনি আরও জুড়ে দেন, 'আজ দেবের সঙ্গে জুটিটা উপভোগ করেছি। কখনও দেব, আবার কখনও রজতের (পাতিদার) সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ছি। সবসময় নিজের ছন্দে খেলে যাওয়াটা আমার লক্ষ্য থাকে। জানি টি২০ ক্রিকেটে সফল রানতাড়ায় একটি জুটিই যথেষ্ট। প্রয়োজনে আমিও চালিয়ে খেলতে পারি।'

ম্যাচ জিতে বিরাট কোহলির আগ্রাসী সেলিব্রেশন এখন চর্চায়।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি চলতি আইপিএলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। এজন্য দলের ভারসাম্যের কথা তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, 'এবারের নিলামটা আমাদের জন্য ভালো গিয়েছে। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটাই দল হয়েছে। দলে কাদের প্রয়োজন এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নিলামের টেবিলে বসেছিল। যা আগে হয়নি। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।'

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ঋষভের সমালোচনায় মনোজ

জয়পুর, ২১ এপ্রিল : জয় পেয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। তবে শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও বড় রান করতে ব্যর্থ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। শুধু তাই নয়, এই ম্যাচেও খারাপ শট খেলার মাশুল দিতে হয়েছে লখনউ অধিনায়ককে। স্বাভাবিকভাবেই পন্থের ফর্ম দিন দিন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। এর আগেও খারাপ শট বাছাইয়ের কারণে সুনীল গাভাসকারের কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। আর এবার তাঁর সমালোচনায় সরব প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি।

> ঋষভ পন্থের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ও যেভাবে রিভার্স সুইপ খেলতে গেল, তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আগেও ও এমন ভুল করেছে।
> **মনোজ তিওয়ারি**

মনোজ মনে করছেন, অপ্রয়োজনীয় শট খেলতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়েছেন পন্থ। বলেছেন, 'ঋষভ পন্থের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ও যেভাবে রিভার্স সুইপ খেলতে গেল, তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আগেও ও এমন ভুল করেছে। এই একই কারণে ওর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার।' মনোজ মনে করেন, সোজা ব্যাটে খেললে আরও ভালো খেলতে পারেন পন্থ। যে শটে নিজে স্বাচ্ছন্দ নন তা কেন খেলছেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন প্রাক্তন বঙ্গ ক্রিকেটার।

মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক এই সমালোচনার জবাব দিতে পারেন কিনা সেদিকে নজর থাকবে।

অনুশীলনে বাড়তি তাগিদ সুহেলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিল : শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা। সবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন শেষ হয়েছে।

প্রায় সবাই মাঠ ছাড়লেও সুহেল আহমদ ভাট, পাসাং দোরজি তামাং সহ কয়েকজন খেলোয়াড় কিন্তু রয়েই গিয়েছেন। তাঁরা তখনও নিজেদের মতো অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলারদের কাছে সুপার কাপ নিজেদের প্রমাণ করার মঞ্চ। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন সুহেলরা। কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বাড়তি তাগিদ দেখা গেল তাঁদের মধ্যে।

সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজা। বেশ কিছুক্ষণ সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে। আসলে এই দুই কোচের তত্ত্বাবধানেই মোহনবাগান সুপার কাপ খেলবে। দলের অধিনায়ক হতে পারেন দীপক টাংরি।

সুপার কাপেই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে অভিষেক হচ্ছে বিদেশি ডিফেন্ডার নুনো রিজের। প্রায় পুরো মরশুমটা মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তাই অভিষেক ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে চান তিনি। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি না হওয়ায় কিছুটা হতাশ এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার।

এদিন অনুশীলনে পুরো দলকে চনমনে মেজাজে দেখাল। অনুশীলনে নিজেদের মধ্যে হালকা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছিলেন সাহালরা। মূলত এদিন গোলের সুযোগ তৈরি করা এবং ফিনিশ করার দিকেই বাড়তি জোর দিয়েছিলেন বাগান কোচেরা। মঙ্গলবার মোহনবাগান একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। তবে প্রতিপক্ষের নাম রাত পর্যন্ত জানা যায়নি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে পরের দিনই অনুশীলনে নেমে পড়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। অ্যাড্রিয়ান লুনা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবেন কি না, নিশ্চিত নয়। তবে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন সারল কেরালা। আসলে এক বিদেশি সমন্বিত মোহনবাগানকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না কেরালা।

ফুটবলার ও মানসিকতায় পরিবর্তন চান অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : দলের পারফরমেন্স দেখে সম্ভবত কষ্ট পেতেও ভুলে গিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

যখনই তাঁরা আশায় বুক বাঁধেন তখনই অত্যন্ত বিশ্রী পারফরমেন্স করে তাঁদের প্রিয় দলের কোচ-ফুটবলাররা তাঁদের হতাশায় ঠেলে দেন। এর প্রতিকার কী, কীভাবে এবং কবে এই খারাপ সময় শেষ হবে, এসব প্রশ্নেই এখন সামাজিক মাধ্যম তোলপাড় করছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। এমনই অবস্থা যে, এই অতি দুঃখের সময়ে নিজেদের নিয়েও ট্রোল করতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে বিশ্রী খেলে ২ গোলে হারটাকে মেনে নিতে না পেরে কোচ-কর্তা-ফুটবলার-বিনিয়োগকারীদের বিপক্ষে চলছে বিক্ষোভও। কোচ অস্কার ব্রুজোঁও মেনে নিয়েছেন, এই ইস্টবেঙ্গলকে চায় না কেউই। চ্যাম্পিয়ন হতে যাওয়া দলের প্রথম ম্যাচেই বিদায়ের পর লাল-হলুদ কোচ মন্তব্য করেন, 'আমাদের পক্ষে খুবই হতাশাজনক ফল। আমরা যে ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে চাই, এটা সেটা নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার।' ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন তিনি চাইছেন, সেটা অবশ্য খোলসা করেননি তিনি। বরং ম্যাচ বিশ্লেষণ করে তাঁর মন্তব্য, 'ভারতীয় ফুটবলে আরও উপরের দিকে উঠতে চাইলে এটুকুই যথেষ্ট নয়। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রতিটি বিভাগে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেছে। ওদের ফুটবলারদের মধ্যে অনেক বেশি খিদে ছিল। প্রতিটি সেকেন্ড বল ওরা পেয়েছে। আমার দলের মানসিকতা, পারফরমেন্স, ফুটবলারদের মান সবেতেই হতাশ।'

রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ডিফেন্সকে নির্ভরতা দিতে পারেননি হেক্টর ইউস্তে। ব্যর্থতার জেরে তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

ফুটবলারদের মান নিয়ে তিনি কথা বললেও অস্কারের নিজের পরিকল্পনাতেও কোনও প্ল্যান 'বি' দেখা যায়নি। নোয়া সাদাউ যখন প্রথম থেকেই চাপে রেখেছেন তাঁর দলকে তখনও তাঁকে আটকানোর জন্য আলাদা কোনও পরিকল্পনা তিনি করতে পারেননি। তাছাড়া প্রতিটি ফুটবলারকে দেখে মনে হয়েছে, তাঁদের জোর করে খেলতে নামানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফুটবলারদের উপরেই দোষ চাপিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার অত্যন্ত হতাশ লাগছে যে ভারতের সেরা দলগুলির মোকাবিলা করার মতো রসদ আমাদের হাতে নেই। গোল খেলে ফিরে আসার তাগিদ থাকতে

> মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

হয়। গোল খাওয়ার আগের আধ ঘণ্টা তবু মোটামুটি খেলেছে দল। কিন্তু দ্বিতীয় গোলের পর ম্যাচ থেকেই হারিয়ে গেল।' ফুটবলারদের অনেকেই বাড়ি চলে গিয়েছেন ভুবনেশ্বর থেকে। বিদেশিদের অবশ্য নিজেদের জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য ফিরতেই হয়েছে। আজ-কালের মধ্যে সকলেই দেশে ফিরবেন।

কোচ জানিয়ে গেলেন, আগামী মরশুমে ভালো কিছু করতে গেলে দলে প্রচুর পরিবর্তন প্রয়োজন। যা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তুলবেন। অস্কারের বক্তব্য, 'মরশুমের শুরুটা খারাপ হওয়ায় ফিরে আসা কঠিন ছিল। তবু ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু তবু বলছি, ভালো কিছু করতে গেলে এটাই যথেষ্ট নয়। প্রচুর পরিবর্তন দরকার দলে। যা ম্যানেজমেন্টকে বলব।' পরিবর্তন বলতে তিনি মূলত বিদেশিদের কথাই বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয়দের মধ্যেও দুই-এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তবে জয়ের মানসিকতা তৈরিই যে বড় সমস্যা ছিল সেই কথাও জানিয়ে যান অস্কার। শুধু দলে পরিবর্তন নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই পরিবর্তন ম্যানেজমেন্টের কাছে চাইতে চলেছেন লাল-হলুদ কোচ।

আরসিবি ম্যাচে নেই সঞ্জু

জয়পুর, ২১ এপ্রিল : দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে পাঁজরে পাওয়া চোটের কারণে লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচে নামতে পারেননি

সঞ্জু স্যামসন। বৃহস্পতিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও রাজস্থান রয়্যালস পাবে না অধিনায়ক সঞ্জুকে। সেই ম্যাচেও নেতৃত্বের দায়িত্বে রিয়ান পরাগ। ইতিমধ্যে তিনি চার ম্যাচে এবার রাজস্থানের অধিনায়কত্ব করে ফেলেছেন। রাজস্থানের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, সঞ্জু আরোগ্যলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছেন। এজন্য তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থেকে যাচ্ছেন জয়পুরেই। বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন না তিনি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর দিকে নজর রাখছে। ম্যাচ ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইংল্যান্ড সফরে অনিশ্চিত রোহিত

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরলেন 'অবাধ্য' ঈশান-শ্রেয়স

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ইঙ্গিত ছিলই। চলছিল জল্পনাও। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এমন সম্ভাবনার কথা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

যা বাস্তব রূপ পেল আজ। সকালের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ মূল চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। প্রত্যাশিতভাবেই বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষান। তালিকায় ঋষভ পন্থের উন্নতি হয়েছে একধাপ। একইসঙ্গে বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তির তালিকায় গ্রেড 'এ' প্লাস বিভাগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও রেখে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও।

শেষ কয়েকদিন ধরেই বোর্ডের মূল চুক্তি নিয়ে চলছিল আলোচনা। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই রোহিত-কোহলি-জাদেজারা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটে না খেলা ক্রিকেটারদের সাধারণত 'এ' প্লাস বিভাগে রাখা হয় না। কিন্তু রোহিত-বিরাটরা টি২০ না খেললেও টেস্ট, ওয়ান ডে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে তাঁদের বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির শীর্ষস্তরে রাখা হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটমহলে রোহিত-বিরাটদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাও তাঁদের 'এ' প্লাস বিভাগে রেখে দেওয়ার বড় কারণ। বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'রোহিত-বিরাটরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন, অথচ তাঁদের চুক্তির 'এ' প্লাস বিভাগে রাখা হবে না, এমনটা হয় না।'

শ্রেয়স, ঈশানদের প্রত্যাবর্তনের পাশে বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় নতুন নাম হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক শর্মা, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের মতো বেশ কয়েকজন। বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রেড 'সি'-তে রয়েছেন দুই জোরে বোলার আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফেরার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজও রয়েছেন বোর্ডের চুক্তির তালিকায়। গ্রেড 'এ'-তে রয়েছেন সিরাজ।

বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় গ্রেড 'এ'-তে নিজের জায়গা ধরে রাখলেও আগামীদিনে রোহিতের লাল বলের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে প্রবল সংশয়। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত অনিশ্চিত। তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বিলেত সফরে যাওয়ার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত হিটম্যান আইপিএল শেষে বিলেত সফরে গেলেও মোট ক'টা টেস্টে তিনি খেলবেন, তা নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে জল্পনার শেষ নেই। হিটম্যান বিলেত সফরে যাবেন কিনা, আর কতদিন তিনি লাল বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন-সময়ই তার জবাব দেবে।

কিন্তু আপাতত সময়ের সঙ্গে রোহিতের বিলেত সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা কমছে।

'এ' প্লাস বিভাগ
রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

'এ' বিভাগ
মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি ও ঋষভ পন্থ।

'বি' বিভাগ
সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়স আইয়ার।

'সি' বিভাগ
রিঙ্কু সিং, তিলক ভার্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, ঈশান কিশান, নীতীশকুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা।

সাই-গিলে ব্যাকফুটে কেকেআর

গুজরাট টাইটান্স-১৯৮/৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স-৬১/২
(৯ ওভার পর্যন্ত)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ম্যাচ শুরু হতে তখনও অনেকটা বাকি।

অস্বস্তির গরমকে উপেক্ষা করে ক্রিকেটপ্রেমীরা ইডেন গার্ডেন্সমুখো। কারও পিঠে লেখা বিরাট কোহলি। কারও বা মহেন্দ্র সিং ধোনি। অথচ, সোমবারের ইডেন যুদ্ধে দুজনের কেউ নেই! আসলে তারকা-পুজোর কোনও দেশ-গণ্ডী-সময় হয় না। তাই না থেকেও বিরাট-ধোনিরা আছেন। থাকবেন।

ইডেনের বাইশ গজের দ্বৈরথে যদিও শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শনের কামাল। দুই তরুণ তুর্কির ক্রিকেটীয় শটের ফুলঝুরি। আলটপকা স্লগের চেনা মেজাজের বাইরে গিয়ে নান্দনিক ব্যাটিংয়েও যে স্কোরে বোর্ড সচল রাখা যায়, তার প্রমাণ রাখলেন।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেন আজিঙ্কা রাহানে। যুক্তি, ইডেনে রান তাড়া করতে অসুবিধা হবে না। সবাই পরিশ্রম করছে। প্রত্যাশিত সাফল্য না এলেও দলে উদ্দীপনার অভাব নেই। যদিও গুজরাট টাইটান্স কোচ আশিস নেহেরা ইডেন বেল বাজিয়ে খেলা শুরু হলে তাঁর দুই ছাত্রের দাপটে সেই উদ্দীপনা দ্রুত চুপসে যাওয়া।

শুভমান-সুদর্শনের নান্দনিক ব্যাটিংয়ে উইকেটের জন্য ত্রয়োদশ ওভার পর্যন্ত হাপিত্যেশ করে থাকা। পিচে হালকা ঘাস। বাউন্সও রয়েছে। যদিও সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ নাইট বোলাররা। বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানার সঙ্গে স্পিন ত্রয়ী মইন আলি, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ ব্রেক থ্রু দিতে ব্যর্থ। কৃতিত্ব একান্তভাবেই প্রাপ্য শুভমান ও সুদর্শনের।

টসের সময় শুভমান বোলারদের প্রশংসা করছিলেন। ছন্দহীন রশিদ খানের ওপরও ভরসা রাখেন। সেই বোলারদের জন্য বড় রানের পুঁজি জোগানোর দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অযথা হাঁকপাক নয়। নয় চোখ বন্ধ করে আড়া চালানো। প্রথম কয়েক ওভার দেখলেন, তারপর দেখার পালা নাইট বোলারদের।

৬ ওভারে ৪৫/০। দশে ৮৯/০। বরুণ, নারায়ণদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেও আঁচর কাটতে ব্যর্থ রাহানে। মাঠের চতুর্দিকে বল দৌড়োচ্ছিল। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর অনায়াসে খুঁজে নেওয়ার মুনশিয়ানা। অফস্টাম্পের বাইরের বল অনায়াসে মিড উইকেটে ঘুরিয়ে দিলেন শুভমান। কিংবা লেটকাট। সঙ্গে প্রিয় ড্রাইভ। পাল্লা দিলেন অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক সুদর্শন (৮ ম্যাচে ৪১৭ রান)। ৩৩ বলে ৫০। শুভমানের পঞ্চাশ ৩৪ বলে। প্রথম উইকেটের অপেক্ষা শেষপর্যন্ত দূর ত্রয়োদশ ওভারে, আন্দ্র রাসেলের হাত ধরে। বাড়তি বাউন্সে ঠকে যান সুদর্শন (৫২)।

অর্ধশতরানের পর বি সাই সুদর্শন। ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

সুদর্শন ফেরার পর ক্যাচ মিসের বহর। তাও আবার বাটলারের জোড়া ক্যাচ! হর্ষিতের বলে ১৭ রানের মাথায় সহজ ক্যাচ ফেলেন বৈভব। শুক্রবারই দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৯৭ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে কলকাতায় পা রাখেন বাটলার। আজ পয়মন্ত ইডেনে জোড়া জীবনদানের সুযোগের সদ্ব্যবহারের ভুলচুক করেননি।

শুভমান কিন্তু আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ইনিংস উপহার দিলেন। দুর্ভাগ্য শতরানের দোরগড়ায় পৌঁছে ফিরতে হল। বৈভবের লো ফুলটস চালাতে গিয়ে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে জমা পড়ে যায়। ইতি পড়ে ৫৫ বলে ৭টি চার ও ৩ ছক্কা সাজানো ৯০ রানের শুভমান শোয়ে। যা স্বাগত জানাতে ভোলেনি প্রায় ৬০ হাজার দর্শকে ভরা ইডেন গ্যালারি। যদিও নির্বিষ বলে এভাবে সাজঘরে ফেরা-মানতে পারছিলেন না শুভমান।

অধিনায়কোচিত দক্ষতায় নিজের কাজটা ততক্ষণে সম্পন্ন করে দিয়েছেন। যার দাপটে বরুণ, নারায়ণ, মইন-স্পিন ত্রয়ীকেই ফিরতে হল উইকেট ছাড়া। শেষ কবে ইডেনে এমন ঘটনা ঘটেছে বলা মুশকিল। গুজরাট টাইটান্স ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে ১৭.৫ ওভারে ১৭২/২ স্কোরে। যেখান থেকে বাটলারের চেনা মেজাজে ফিনিশ করা। রাহুল তেওয়াটিয়া (০) রানের খাতা খুলতে না পারলেও কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ জানানোর ১৯৮/৩ স্কোরে পৌঁছে যায় গুজরাট ইনিংস। ২৩ বলে বাটলার অপরাজিত ৪১।

ইনিংস ব্রেকে সুদর্শন বলছিলেন, পিচ মোটেই সহজ ছিল নয়। বল কিছু কিছু ক্ষেত্রে থমকে থমকে আসছে। খারাপ বলের অপেক্ষা থাকতে হয়েছে। সেখানে ১৯৯ রানের চ্যালেঞ্জ। দরকার ছিল ভালো শুরু। কিন্তু কুইন্টন ডি ককের বদলি হিসেবে চলতি লিগে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা রহমানুল্লাহ গুরবাজ ব্যর্থ সেই ভরসার মর্যাদা রাখতে।

মহম্মদ সিরাজের ইনসুইং রক্ষণ ভেঙে দেয় গুরবাজের (১)। রিভিউ নিলেও রেহাই পাননি আফগান তারকা। ১৯৯ রানের জয়লক্ষ্যে ৯ ওভারে শেষে নাইটদের স্কোর ৬১/২। ক্রিজে রাহানে (২৯) ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৮)। নারায়ণ ফিরে যান ১৭ রানে।

গোলের পর ফেডেরিকো ভালভের্দে।

খেতাবের দৌড়ে টিকে রইল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২১ এপ্রিল : শেষ মুহূর্তে ফেডেরিকো ভালভের্দের চোখধাঁধানো গোল। সেই গোলেই এল জয়। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে এই জয়ের সুবাদেই লা লিগার খেতাবি দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে রইল রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম লেগে বিলবাওয়ের মাঠ থেকে হেরে ফিরেছিল রিয়াল। এদিনও ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ানোর আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে রিয়াল। একের পর এক আক্রমণে বিলবাওয়ের রক্ষণ কাঁপিয়ে দেন রডরিগো, জুডে বেলিংহামরা। তবে গোলের সামনে গিয়ে প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছিল রিয়াল। শেষপর্যন্ত ৮২ মিনিটে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তবে ভিএআর যাচাইয়ের পর তাও বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এরপর ম্যাচ যখন গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখনই রিয়ালের ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হন ভালভের্দে। যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। সেটাই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়।

ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ভালভের্দে দলের জন্য এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওঁর পা থেকেই জয়সূচক গোল। আমরা প্রথমার্ধে খানিকটা মন্থর ফুটবল খেলি। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে বেশ ভালো খেলেছি। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। আর্সেনালের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল।' জয়ের কারিগর ভালভের্দে বলেছেন, 'দলের জয়ে অবদান রাখা আমার কাছে গর্বের। গত ম্যাচে হারের পর এই দিনটাও সহজ ছিল না আমাদের কাছে।'

ধ্রুপদী শুভমানে 'শান্ত' ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : কোনও তাড়াহুড়ো নয়। নেই কোনও বাড়তি আগ্রাসন।

কুড়ির ক্রিকেটের চলতি ধারণা হল, শুরু থেকেই চালাও। দরকারে আড়া চালাও। বলের একটাই ঠিকানা, বাউন্ডারির বাইরে।

জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা টি২০ ক্রিকেটের বদ্ধমূল ধারণাকে আজ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন শুভমান গিল। দেখালেন, পিচ যেমনই হোক, ব্যাটিং করতে জানতে হয়। বেসিক ঠিক রাখার পাশে ক্রিকেটীয় স্কিলের প্রতি আস্থা থাকা ও নিজের অফস্টাম্পের অবস্থান জানাও অত্যন্ত জরুরি। কোনও ব্যাটার যদি সেটা ভালো করে জানেন বিষয়গুলো, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনও সময় ব্যাটিং গিয়ার বদলানো সহজ কাজ।

গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান এমন মায়াবী, ধ্রুপদি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটিং করে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। ওপেন করতে নেমে শুরুতে ইডেন গার্ডেন্সের ঘাস থাকা, কিন্তু মন্থর বাইশ গজের চরিত্র বুঝে নিলেন। পরে ক্রিকেটীয় শটে দেখালেন নিজের ব্যাটিং স্কিলের প্রদর্শন। শুভমানের ৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসে রয়েছে দশটি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা। স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছে, গুজরাট অধিনায়কের স্ট্রাইকরেট ১৬৩.৬৩। কিন্তু স্কোরবোর্ডে যা দেখা যাচ্ছে না, সেটা হল শুভমানের প্রভাব। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বৈভব অরোরার বলে বাউন্ডারি লাইনে রিঙ্কু সিংয়ের হাতে যখন ধরা পড়লেন শুভমান, ক্রিকেটের নন্দনকাননের ধড়ে যেন প্রাণ এল। তার আগে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং 'শান্ত' করে রেখেছিল ভরা ইডেনের গ্যালারিকে।

৮ ম্যাচে ৩০৫। সর্বাধিক ৯০। আজ ইডেনে শুভমানের ধ্রুপদি ব্যাটিং ঝড় চমকে দিল দুনিয়াকে। এই ইডেনে জানে তাঁর অনেক কিছু। ইডেনেরও অনেক কিছু জানেন তিনি। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন শুভমান। ২০২০ ও ২০২১ সালে নাইটদের অধিনায়ক ছিলেন ইয়োন মরগ্যান।

৫৫ বলে ৯০ রানের ইনিংসের পথে শুভমান গিল। কলকাতায় সোমবার।

বর্তমানে তিনি আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সোমবার কলকাতায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মরগ্যান বলছিলেন, 'শুভমান বরবারই স্পেশাল প্রতিভা। এই রকম ইনিংস ওর থেকে প্রত্যাশিত। আমি আশাবাদী, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচেও শুভমানের এই ফর্ম বজায় থাকবে।'

ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর বিস্তর মায়াবী ইনিংস রয়েছে। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটের কথা ভাবলে আজকের ৯০ রানের ইনিংসটাকে শুভমানের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা বললে ভুল হবে না খুব একটা। সাই সুদর্শনের সঙ্গে এবারের আইপিএলে শুভমানের ওপেনিং জুটি হিট। প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে রান করে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি তিন নম্বরে জস বাটলারও গুজরাটের মসিহা হিসেবে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু সবার আগে থাকবেন শুভমান।

দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্যাট হাতে রান করছেন। আজ শুভমান যেমন নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন, তেমনই তিনি ৯০ রানে ফেরার পর গুজরাটের রানটা দুশোর বদলে ১৯৮-তে থেমে গিয়েছে। 'শুভমান আগামীর ভারত অধিনায়ক' আজই গুজরাটের সমাজমাধ্যমে বলেছেন রশিদ খান। তিনি যে ভুল বলেননি, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো সেই মন্তব্য ক্রমশ বাস্তব হওয়ার পথে।

রাতের ইডেনে এক যুগলের সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়েছিল। প্রেমিকের পরনে কেকেআরের জার্সি। আর প্রেমিকার পরনে গুজরাটের। তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক চলছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুভমান ফেরার পর প্রেমিককে জোর গলায় বলতে শোনা গেল, ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হল আজিঙ্কা রাহানেদের। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হওয়ার মতোই বাস্তব হল প্রাক্তন নাইট শুভমান 'কাঁটা' রাহানেদের সংসারে টেনশনের চোরাস্রোত বাড়িয়ে দিয়েছে।

গুয়ারেটেক্সেনার হ্যাটট্রিকে জয় গোয়ার

ভুবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম রাউন্ডে জয় পেল এফসি গোয়া। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন বিদেশি স্ট্রাইকার ইকায় গুয়ারেটেক্সেনা। ২৩ ও ৩৫ মিনিটে দুটি গোল করে দলকে প্রথমার্ধেই ২-০ ফলে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ৭১ মিনিটে ফের গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন গুয়ারেটেক্সেনা।

এদিকে অপর ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি ৩-০ গোলে জিতেছে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। তাদের হয়ে গোল করেছেন আসমির সুলজিচ, পুলগা ভিদাল ও নিহাল সুদ্দেশ।

ট্রফির সম্ভবনা ক্ষীণ লেভারকুসেনের

হামবুর্গ, ২১ এপ্রিল : খেতাব হাতছাড়া হওয়ার পথে। এফসি সেন্ট পাওলির সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে বুন্দেশলিগায় শিরোপার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল বেয়ার লেভারকুসেন। বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে খেতাব বায়ার্ন মিউনিখের হাতে ওঠা কেবলই সময়ের অপেক্ষা। শনিবার মেইঞ্জের বিরুদ্ধে ম্যাচ বায়ার্নের। জার্মান জায়েন্টদের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে সেদিনই। অগসবার্গের কাছে লেভারকুসেন যদি হেরে যায়, আর বায়ার্ন যদি জেতে তাহলে তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে তারা। পরিস্থিতি যা তাতে বাকি চার ম্যাচের দুইটি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন।

স্মরণে

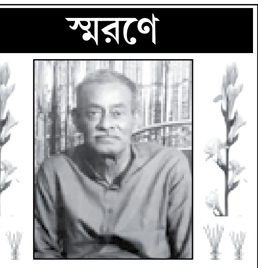

গোবিন্দ গাঙ্গুলী
যাওয়া 22.04.2022 (২২.০৪.২০২২)
"হে সখা মম হৃদয়ে রহো"
আজ তিন বছর হল আমাদের ছেড়ে গিয়েছ। যেখানেই থাকো ভালো থেকো। - সর্বাণী গাঙ্গুলী (স্ত্রী)
সন্দীপন গাঙ্গুলী (পুত্র)

আইপিএল ফ্যান পার্ক

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : আইপিএল ফ্যান পার্ক তৈরি হচ্ছে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে। ২৬ ও ২৭ এপ্রিল রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে বিসিসিআইয়ের সহযোগিতায় সরাসরি আইপিএল ম্যাচ দেখানো হবে স্টেডিয়াম ময়দানে। ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যার একটি ম্যাচ এবং ২৭ এপ্রিলের দুইটি ম্যাচ দর্শকরা দেখতে পারবেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের তালিকায় রায়গঞ্জ জায়গা পেয়েছে। এর থেকে বড় পাওনা আর কী হতে পারে! রবিবারের আইপিএলে স্ক্রিনে রায়গঞ্জের নামও ভেসে উঠেছে। রায়গঞ্জবাসী এই প্রথম চোখের সামনে আইপিএল দেখার অনুভূতি পাবেন। বিশালাকার পর্দা টাঙিয়ে খেলা দেখানো হবে।'

ফাইনালে চাঁচল

গাজোল, ২১ এপ্রিল : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল চাঁচল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩ উইকেটে ধীরাজ একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে ধীরাজ ১৩৬ রান তোলে। দানিয়েল টুডু ৩৬ ও হাবিব শেখ ২১ রান করেন। ইজাজুদ্দিন পেয়েছেন ৪ উইকেট। নাজিবুল শেখ নেন ৩ উইকেট। জবাবে চাঁচল ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৭ রান তুলে নেয়। ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন ম্যাচের সেরা নাজিবুল শেখ। মিঠুন কর্মকারের অবদান ২৫ রান। রাজা সরকার নেন ২ উইকেট। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে গাজোল অগ্রগামী সংঘ ও কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। রবিবার ফাইনাল।

হরিয়ানা থেকে সরল নীরজের প্রতিযোগিতা

ভারতে আসতে পারেন আর্শাদ

বেঙ্গালুরু, ২১ এপ্রিল : নিজের নাম দিয়ে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন নীরজ চোপড়া। তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের নিজের শহর হরিয়ানার পঞ্চকুলাতেই সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা সরে গেল বেঙ্গালুরুতে।

> আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।
>
> **নীরজ চোপড়া**

২৪ মে থেকে 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' প্রতিযোগিতার আসর বসবে বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের তরফেই। সাংবাদিক বৈঠকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিদের নাম ঘোষণা করেছেন নীরজ নিজেই। জানিয়েছেন, অলিম্পিকে পদকজয়ী অ্যান্ডারসন পিটার্স, টমাস রোহলার, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জুলিয়াস ইয়েগোদের থাকার কথা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিমকেও। যদিও তিনি ভারতে আসবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মাঠের বাইরে দুজনে খুব ভালো বন্ধু। এই ব্যাপারে নীরজ বলেছেন, 'আমি নিজে আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে।' এরপর আবার সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন নীরজ নিজেও। আরও তিন-চারজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

ট্রফি নিয়ে চেয়ারম্যান একাদশ ক্রিকেট দল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন চেয়ারম্যান

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : বালুরঘাট ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল চেয়ারম্যান একাদশ ক্রিকেট দল। রবিবার মধ্যরাতে ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে স্পন্দন কালচারাল ফোরামকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে স্পন্দন ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। শুভজিৎ জানার অবদান ৪৫ রান। প্রীতম মার্জিত ২৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে চেয়ারম্যান ৬.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৪ রান তুলে নেয়। খোকন হালদার ৪৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা লিটনের অবদান ৩১। অপু সরকার ২৯ রানে নেন ২ উইকেট। এদিন রাতে প্রথম সেমিফাইনালে স্পন্দন ৬০ রানে রায়গঞ্জের নবাব একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। স্পন্দন প্রথমে ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৭ রান তোলে। জবাবে নবাব ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৬৭ রানে আটকে যায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে চেয়ারম্যান ৫৯ রানে আত্রেয়ী হিলি ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে চেয়ারম্যান ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৪ রান তোলে। জবাবে হিলি ৮ ওভারে ৭ উইকেটে থামে ৭৫ রানে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২৫ হাজার টাকা।

সেরা সুদর্শনপুর ডিপিইউ

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : খাদিমপুর হাইস্কুলের প্লাটিনাম জুবিলি আন্তঃ স্কুল দিনরাতের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর ডিপিইউ বিদ্যাচক্র। রবিবার রাতে ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে সুদর্শনপুরের অনিল মুর্মু জোড়া গোল করে। অন্য গোলটি শিবেশ মার্ডির।

খেতাব জয়ের পর সুদর্শনপুর ডিপিইউ বিদ্যাচক্র। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ক্যারাটেতে ৪ পদক দিনাজপুরের

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের রাজ্য ক্যারাটেতে ৪ পদক এল উত্তর দিনাজপুরে। শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছে ঐশানি সেনগুপ্ত (কাতা, ৬ বছর) ও সৌরভ রায় (কুমিতে, ৪০ কেজি)। রুপো পেয়েছে মামন রায় (কুমিতে, ৫৫ কেজি)। ব্রোঞ্জ কোয়েল ঘোষের (কুমিতে, ৪০ কেজি)। উত্তর দিনাজপুরের ক্যারাটে কোচ শিবু কর্মকার বলেছেন, 'এই সাফল্য জেলার জন্য গর্বের।'

জয়ী স্ট্রাইকার্স, লায়ন জায়েন্টস

বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার এলিমিনেটরে বালুরঘাট স্ট্রাইকার্স ৭ উইকেটে বালুরঘাট সুপার কিংসকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে সুপার কিংস ১৮.২ ওভারে ৮৫ রানে অল আউট হয়। ভাস্কর মাহাতো ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা ২৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে স্ট্রাইকার্স ১১.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। শশাঙ্ক সরকার ২৫ ও শুভজিৎ বসাক ২৩ রান করেন। প্রথম কোয়ালিফায়ারে বালুরঘাট লায়ন জায়েন্টস ৩৯ রানে পতিরাম পাইথনসকে হারিয়েছে। লায়ন প্রথমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রদ্যুন্ন সরকার ৯৩ রান করেন। সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে পাইথনস ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩২ রানে আটকে যায়। সৌম্যজিৎ মণ্ডল ৩৬ রান করেন। শেখরকান্তি রায় ২৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জয়ী কসবা বয়েজ

রায়গঞ্জ, ২১ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগে সোমবার কসবা বয়েজ ক্লাব ১-০ গোলে চেকপোস্ট এফসি ইটাহারকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে গোল করেন অঙ্কিত ত্রিখাত্রি। মঙ্গলবার খেলবে বিসিএ ফুটবল দল ও ইটাহারের এসটি ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা তাপস সাহা - কে 17.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84E 44788 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি আমায় প্রচুর আনন্দিত করেছে যা আমি আমার পরিবারের সকলের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। আমার পরিবারের সদস্যারা জেনে খুশি হয়েছেন যে আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।